সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF)
ম্যানুয়াল

স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্প

কার্যক্রম বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২৪

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন পর্যায়ে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন করার ম্যানুয়াল

শুধুমাত্র বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য

জুন, ২০২৪

প্রকাশক

Strengthening Public Investment Management System (SPIMS) Project
কার্যক্রম বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশিত: জুন ২০২৪

কপিরাইট @ SPIMS প্রকল্প, কার্যক্রম বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০২৪

প্রণেতা:

১. JICA Expert Team (JET), SPIMS প্রকল্প

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

এই ম্যানুয়ালটি নিম্নে উল্লিখিত ওয়েবসাইটসমূহে পাওয়া যাবে:

১. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন: http://www.plancomm.gov.bd/

২. পরিকল্পনা বিভা: http://www.plandiv.gov.bd/

প্রচ্ছদ নকশা

১. JICA Expert Team (JET), SPIMS প্রকল্প

কারিগরি সহযোগিতায়
Strengthening Public Investment Management System (SPIMS) Project প্রকল্প

প্রাক-কথা

উন্নয়ন বাজেটের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হবার জাতীয় ভিশন অর্জনের লক্ষে সরকার সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সার্বিকভাবে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের নেতৃত্বে এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) কারিগরি সহায়তায় সরকার ২০১৮ সালে মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেট (MAF) ও সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) প্রণয়ন করে। ২০২৩ সালের মার্চ মাস থেকে সরকার সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের জন্য যথাক্রমে MAF ও SAF ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে (মেমো নং: ২০.০০.০০০০.১০৪.১৪.০৬১.২০২০ (অংশ-২)৮৯, তাং মার্চ ২৯, ২০২৩)।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প যাচাই কমিটি ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য MAF ও SAF একটি প্রমিত ফরমেট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রমিত ফরমেটগুলি ব্যবহারের ফলে ডিপিপি'র মান উন্নয়ন এবং প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দক্ষ হবে বলে আশা করা যায়।

MAF ও SAF সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা বিভাগের স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২০২০ (অংশ-১)/১৩৩, তারিখ ১২ জুন, ২০২২ গ্রিনবুক এর বিধানসমূহ বিবেচনায় রেখে সে অনুযায়ী MAF ও SAF এর ম্যানুয়ালগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে। ফরমেটসমূহ কিভাবে পূরণ করতে হবে এই ম্যানুয়ালগুলি শুধু তাই ব্যাখ্যা করে না, বরং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন ও যাচাই/মূল্যায়নের ধারণাগত প্রেক্ষাপটও ব্যাখ্যা করে। প্রস্তাবিত ডিপিপি কাঠামোগত ও ক্রমপরম্পরায় কিভাবে যাচাই/মূল্যায়ন করা হবে তার প্রাসঙ্গিক টার্ম (Term) সমুহের ব্যাখ্যা ও কোন জায়গায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যাবে তার সুনির্দিষ্ট সূত্র এই ম্যানুয়াল এ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা উইং এর কর্মকর্তাগণ নুতন প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়ালগুলি সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

ম্যানুয়াল এর সংক্ষপ্তি বিবরণ

ম্যানুয়াল এর প্রধান উদ্দেশ্য

'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' [স্মারক নং: ২০.০০.০০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২০২০ (অংশ ১)/১৩৩। তারিখ: ১২ই জুন ২০২২] বিষয়ক পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জুন ২০২২ সনে জারিকৃত পরিপত্রের (যা 'গ্রিনবুক' নামে অভিহিত) অন্যতম সম্পুরক দলিল হিসেবে এই ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই ম্যানুয়ালটির মূল উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে কীভাবে প্রকল্প মূল্যায়ন করা যায় তার একটি বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা। এই দলিলে '**সেক্টর মূল্যায়ন কি**', '**কিভাবে সেক্টর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়**' এবং প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যাতে কার্যকরভাবে '**সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট**' (Sector Appraisal Format: SAF) ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন সে সকল বিষয়ে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

কাদের জন্য এই ম্যানুয়াল এবং তাঁরা কখন এটি ব্যবহার করবেন

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ মূলত এই ম্যানুয়ালের ব্যবহারকারী। মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রকল্প মূল্যায়নের ফলাফল পর্যালোচনা এবং সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) মূল তথ্য বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যায়ন করার জন্য এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ম্যানুয়ালে এ সকল কর্মকর্তাগণকে 'প্রকল্প মূল্যায়নকারী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ম্যানুয়াল হতে মূল্যায়নকারী যে ধরনের সুফল পেতে পারেন

এই ম্যানুয়াল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প মূল্যায়নকারীগণ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নির্দেশনা অনুসরণ করে অধিকতর দক্ষতার সাথে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া নির্দিষ্ট নির্দেশক ব্যবহার করে মূল্যায়নকারীগণ আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারবেন।

ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহের সংজ্ঞা

- **প্রকল্প মূল্যায়ন (Project Evaluation):** উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে প্রাক-বাছাই, প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/মূল্যায়ন, মধ্যমেয়াদি প্রকল্প পর্যালোচনা, প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন কিংবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন উত্তর প্রভাব মূল্যায়নকে সাধারণভাবে 'প্রকল্প মূল্যায়ন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
- **প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন (Project Appraisal):** এটি মূলত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পূর্ব মূল্যায়ন। একে কোন কোন সময় প্রাক-যাচাই/মূল্যায়নও বলা হয়। এই ম্যানুয়ালে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই এবং সেক্টর পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
    - **প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই (Project Assessment):** মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা, সম্ভাব্যতা এবং সম্ভাব্য স্থায়িত্বশীলতার সামগ্রিক বিশ্লেষণ।
    - **সেক্টরভিত্তিক মূল্যায়ন (Sector Appraisal):** পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন পর্যায়ে পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের সেক্টরভিত্তিক যৌক্তিকতা মূল্যায়ন।

এই ম্যানুয়াল এর সামগ্রিক কাঠামো নিচের চিত্রে দোখানো হয়েছে:

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি পর্যায় হচ্ছে সেক্টর ডিভিশন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন (এই ম্যানুয়াল এর মুখ্য আলোচ্য বিষয়), যা বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই ম্যানুয়েলের অধ্যায়-১ পড়ার পর মূল্যায়নকারী অনুধাবন করতে পারবেন যে, "সেক্টর মূল্যায়ন" হচ্ছে সার্বিক প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ২ টি উপাদানের একটি অন্যতম উপাদান। অধ্যায়-২ ও ৩ পড়ার পর মূল্যায়নকারী যথাযথভাবে "সেক্টর মূল্যায়ন" সম্পাদন করতে পারবেন এবং সঠিকভাবে সেক্টর এপ্রেইজাল ফরমেট (SAF) পূরণ করতে পারবেন।

অধ্যায়-১ এ সেক্টর মূল্যাযনের ধারণাগত পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে

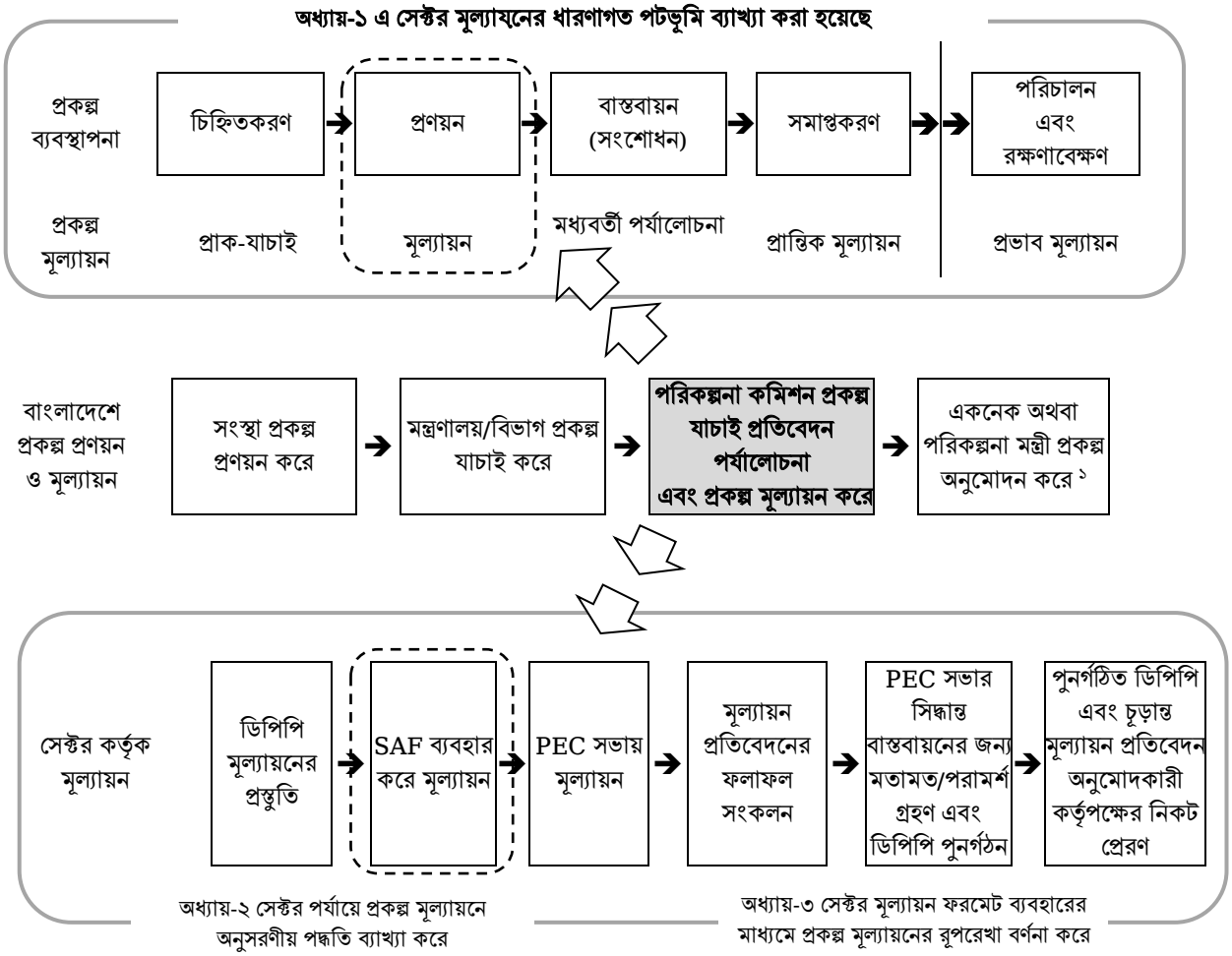

নোট (১)- বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে যার আনুমানিক ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উপরে। ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত আনুমানিক ব্যয়সহ একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পটি অনুমোদন করেন।

[Legend] একনেক (ECNEC): Executive Committee of National Economic Council, MAF: Ministry Assessment Format

চিত্র: এই ম্যানুয়াল এর সামগ্রিক কাঠামো

ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু

এই ম্যানুয়েলের ৩ টি অধ্যায় রয়েছে:

- অধ্যায় -১ সেক্টর মূল্যায়নের ধারণাগত পটভূমি;
- অধ্যায় -২ সেক্টর মূল্যায়নের জন্য অনুসরনীয় পদ্ধতি;
- অধ্যায় -৩ সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন করা হবে সে সংক্রান্ত নির্দেশনা।

সূচিপত্র

অংশ ১ ..... ১

১ সেক্টর পর্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়ন (সেক্টর এপ্রেইজাল) এর ধারণাগত পটভূমি ৩

১.১. সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT: PIM) কাঠামো ৩
১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা (নীতি/পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং প্রকল্প) ৩
১-১-২ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ৫
১-১-৩ বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কাঠামো ৬
১-২ প্রকল্প কাঠামো ৯
১-২-১ প্রকল্পের ধারণা ৯
১-২-২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভিত্তিক প্রকল্প কাঠামো ১২
১-২-৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা ১৩
১-৩ প্রকল্প মূল্যায়নের কাঠামো ১৫
১-৩-১ প্রকল্প মূল্যায়নের সংজ্ঞা ১৫
১-৩-২ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রবাহ ১৭
১-৩-৩ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে প্রকল্পের মান ব্যাখ্যা ১৯
১-৩-৪ প্রকল্প মূল্যায়নের মানদন্ড (Project Evaluation Criteria) ২১
১-৩-৫ প্রকল্প ও প্রকল্প মূল্যায়ন এর মধ্যে সম্পর্ক (লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং মূল্যায়নের মানদন্ড) ২২
১-৪. বাংলাদেশে পরিচালিত প্রকল্প মূল্যায়ন এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৪
১-৪-১ প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়ন পদ্ধতি ২৪
১-৪-২ প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা ২৬
১-৪-৩ পরিকল্পনা কমিশনে সেক্টর ডিভিশন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন এর বিষয়সমূহ ২৯

অংশ ২ ..... ৩৯

২ সেক্টর এপ্রেইজাল পদ্ধতি ৪১

২-১ সেক্টর এপ্রেইজালের সার্বিক কাঠামো ৪১
২-১-১ সেক্টর মূল্যায়ন (এপ্রেইজাল) এর অবস্থান ৪১
২-১-২ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) এর গঠন এবং কার্যপরিধি ৪২
২-১-৩ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার প্রস্তুতি/সেক্টরে প্রকল্প মূল্যায়ন ৪৩
২-১-৪ প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপে প্রণীত দলিল/প্রতিবেদনসমূহ ৪৭
২-২ ধাপ ১: ডিপিপি মূল্যায়নের প্রস্তুতি ৪৮
২-২-১ ডিপিপি নথিভুক্ত ও নিবন্ধনকরণ ৪৯
২-২-২ ডিপিপি'র আবশ্যিক শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা ৪৯
২-৩ ধাপ ২: SAF ব্যবহার করে মূল্যায়ন ৫১
২-৩-১ SAF-এ উল্লেখিত মূল্যায়ন মানদন্ড ৫২
২-৩-২ PEC'র কার্যপত্রের বিষয়বস্তু ৫৪
২-৩-৩ পর্যালোচনা সভা বা প্রাক- PEC সভা ৫৬
২-৩-৪ PEC সভার নোটিশ ও মতামত প্রেরণ ৫৭
২-৪ ধাপ ৩: PEC সভায় মূল্যায়ন ৫৮
২-৪-১ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ভূমিকা ৫৮
২-৪-২ পিইসি সভা পরিচালনা পদ্ধতি ৫৮
২-৪-৩ কার্যপত্রের ব্যবহার ৫৯
২-৫ ধাপ ৪: মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফল সংকলন ৬০
২-৫-১ কার্যবিবরণীর বিষয়বস্তু ৬০
২-৫-২ পিইসি সভার কার্যবিবরণী, কার্যপত্র ও SAF প্রেরণ ৬১
২-৬ ধাপ ৫: PEC সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মতামত/পরামর্শ গ্রহণ এবং ডিপিপি পুনর্গঠন ৬২

২-৬-১ ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ ৬৩
২-৬-২ সংস্থা কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন ৬৩
২-৬-৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরীক্ষা ৬৪
২-৭ ধাপ ৬: পুনর্গঠিত ডিপিপি এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ ৬৫
২-৭-১ পুনর্গঠিত ডিপিপি নিশ্চিতকরণ ৬৬
২-৭-২ প্রকল্প মূল্যায়ন চূড়ান্তকরন ৬৬
২-৭-৩ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ ৬৬

অংশ ৩ ..... ৬৭

৩ সেক্টর মূল্যায়ন ফরমটে (SAF) ব্যবহার করার নির্দেশিকা ৬৯

৩-১ প্রচ্ছদ পাতা ৭০
নির্দেশনা ৭০
৩-২ প্রস্তুতি যাচাই ৭৩
ক- ১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ৭৩
ক- ২. প্রকল্প যাচাই কমিটি ৭৫
ক- ৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ৭৬
খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ ৭৭
খ-২ ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ও ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ ৭৮
খ-৩ অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন ৮১
৩-৩ অংশ- ১: প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ৮৫
ক: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ ৮৭
খ. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ ৯১
৩-৪ অংশ- ২: সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা ৯৭
(২-১) সেক্টর কৌশল/পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা ৯৯
২-২ বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা ১০২
৩-৫ অংশ ৩: প্রকল্পের জনবল কাঠামো ১০৬
৩-১ প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য নিশ্চিতকরণ ১০৬
৩-২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল ১০৭
৩-৩ পরিচালন জনবল ১১০
৩-৬ অংশ: ৪ ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা ১১৩
(৪-১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন ১১৩
(৪-২) প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১১৪
(৪-৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ১১৫
(৪-৪) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্কলন ১১৬
৩-৭ অংশ ৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূলুয়ায়নের মানদন্ড) ১১৭
(৫-১) প্রাসঙ্গিকতা ১১৯
(৫-২) কার্যকারিতা ১২০
(৫-৩) দক্ষতা ১২১
(৫-৪) প্রভাব ১২৩
(৫-৫) স্থায়িত্বশীলতা ১২৩
(৫-৬) পরিচালনাকালীন ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ ১২৫
৩-৮ চেক সিট (পুনর্গঠিত ডিপিপি গ্রহণের পর) ১২৬
৩-৮-১ ব্যয় যুক্তিকরণ কমিটি ১২৭
৩-৮-২ পুনর্গঠিত ডিপিপি'র জন্য প্রযোজ্য ১২৮

সারণি সূচি

সারণি ১ বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ৭
সারণি ২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভূক্ত উপাদানসমূহের বিবরণ ১২
সারণি ৩ যাচাই নির্দেশক ১: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব যুক্তি ১৯
সারণি ৪ যাচাই নির্দেশক ২: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অনুভূমিক যুক্তি ২০
সারণি ৫ যাচাই নির্দেশক ৩: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ অনুমান ও পূর্বশর্তসমূহ ২০
সারণি ৬ প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের মানদন্ডসমূহের বিবরণ ২১
সারণি ৭ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রক্রিয়করণের সময় কাঠামো ২৭
সারণি ৮ গ্রিনবুকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই সংক্রান্ত বিষয়সমূহের তালিকা ৩০
সারণি ৯ পাঁচটি মূল্যায়ন মানদন্ডে শ্রেণিবিন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই এর বিষয়সমূহ ৩৩
সারণি ১০ সেক্টর বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়ন অনুচ্ছেদসমূহ ৩৫
সারণি ১১ SAF এ তালিকাভুক্ত প্রকল্প মূল্যায়নের অনুচ্ছেদসমূহ..... ৩৬
সারণি ১২ PEC/সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়নের ৬টি ধাপ ও উপ-ধাপ সমূহ.....৪৩
সারণি ১৩ ডিপিপি মূল্যায়নের মৌলিক চাহিদা পূরণের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের তালিকা ৫০
সারণি ১৪ সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট এর বিষয়বস্তু ৫২
সারণি ১৫ পর্যালোচনা সভা বা প্রাক-পিইসি সভার আলোচ্যসূচির নমুনা ৫৬
সারণি ১৬ নমুনা আলোচ্যসূচি..... ৫৯
সারণি ১৭ সেক্টর মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পলিসি ডকুমেন্টস.....৯৭
সারণি ১৮ সেক্টর কৌশলপত্রের (Sector Strategy Paper) মূল উপাদান..... ৯৯
সারণি ১৯ প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবল প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ.....১০৮
সারণি ২০ প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল কাঠামো বিশ্লেষণ.....১১২
সারণি ২১ MAF এর অংশ ৭ “মূল্যায়ন মানদন্ড” এর মূল্যায়ন প্রশ্নগুলির সার-সংক্ষেপ ১১৭

বক্স সূচি

বক্স ১ পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৮৩ সালের হ্যান্ডবুকে উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাখ্যা..... ৪
বক্স ২ সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper) কি? ৮
বক্স ৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF), বহুবাৎসরিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP), আগাম ভিত্তি প্রাক্কলন (FBE) এবং অর্থায়নের সামর্থ্য (Fiscal Space) কি?..... ৮
বক্স ৪ মূল্যায়ন এবং ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা শব্দাবলীর সংজ্ঞা ১৬
বক্স ৫ বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ২৮
বক্স ৬ কার্যপত্রের বিষয়বস্তু/সূচিপত্র ৫৫
বক্স ৭ গ্রিনবুক ২০২২ এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ.....৮৩
বক্স ৮ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর রূপরেখা ৮৭
বক্স ৯ আয়-ব্যয় বিশ্লেষণের মৌলিক ধারণা..... ৯২

চিত্র সূচি

চিত্র ১ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪
চিত্র ২ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার প্রমিত ধারণাগত কাঠামো ৫
চিত্র ৩ প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ ধারণা ৯
চিত্র ৪ প্রকল্পের ফলাফল চেইন ১০
চিত্র ৫ যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship)এর মধ্যে কর্মসূচি ও প্রকল্পের সম্পৃক্ততা ১১
চিত্র ৬ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর গঠন ১২
চিত্র ৭ প্রকল্পের জীবন চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা ১৩
চিত্র ৮ বার্ষিক বাজেট চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা ১৪
চিত্র ৯ মূল্যায়নের ধারণামূলক ব্যাখ্যা ১৫
চিত্র ১০ প্রকল্পের জীবনচক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা ১৭
চিত্র ১১ বার্ষিক বাজেট চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা ১৮
চিত্র ১২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের কাঠামো এবং যৌক্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক ২০
চিত্র ১৩ ‘প্রকল্প মূল্যায়নের’ সচিত্র ব্যাখ্যা ২২
চিত্র ১৪ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভূক্ত পাঁচটি মূল্যায়ন মানদন্ড এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৩
চিত্র ১৫ জীবনচক্রের ভিত্তিতে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতার স্তরসমূহের সম্পর্ক এবং স্ব স্ব স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৪
চিত্র ১৬ বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় পদ্ধতি ২৬
চিত্র ১৭ গ্রিনবুকে প্রদত্ত প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের ৪ টি ধাপ ৪১
চিত্র ১৮ PEC/সেক্টরে মূল্যায়নের ৬টি ধাপ ৪৩
চিত্র ১৯ প্রতিটি ধাপে প্রণীত দলিল প্রতিবেদনসমূহ ৪৭
চিত্র ২০ ধাপ ১ “ডিপিপি মূল্যায়নের প্রস্তুতি” ৪৮
চিত্র ২১ ধাপ ২ “SAF এর মাধ্যমে এপ্রেইজাল প্রস্তুতি” ৫১
চিত্র ২২ ধাপ ৩ “PEC সভায় মূল্যায়ন” ৫৮
চিত্র ২৩ ধাপ ৪ “মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফল সংকলন” ৬০
চিত্র ২৪ পিইসি সভার কার্যবিবরণীর প্রস্তাবিত তুলনা চিত্র ৬১
চিত্র ২৫ ধাপ ৫ “মতামত গ্রহণ ও আলোচনা” ৬২
চিত্র ২৬ প্রস্তাবিত সিধান্ত প্রতিপালন সারণি (ডিপিপি পূনর্গঠনের পর সংস্থা কর্তৃক প্রণীত) ৬৩
চিত্র ২৭ ধাপ ৬ “অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন” ৬৫

Abbreviations and Acronyms

ADP	Annual Development Programme
BDT	Bangladesh Taka
CBA	Cost Benefit Analysis
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DAC	Development Assistance Committee
DG	Director General
DPA	Direct Project Aid
DPP	Development Project Proforma/ Proposal
EA	Economic Analysis
ECC	Environment Clearance Certificate
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
EIA	Environment Impact Assessment
EMHF	Eight Must Have Features
ERD	Economic Relations Division
FA	Financial Analysis
FD	Finance Division
FE	Foreign Exchange
FYP	Five Year Plan
GED	General Economics Division
GOB	Government of Bangladesh
IA	Important Assumption
ICT	information and communication technology
IEE	Initial Environment Examination
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IMF	International Monetary Fund
IP	Input
JICA	Japan International Cooperation Agency
MAF	Ministry Assessment Format
MD	Ministry/ Division
MDA	Ministry Division, Agency
MM	Meeting Minutes/ Minutes of Meeting
MOV	Means of Verification
MTBF	Medium-Term Budget Framework
MTSBP	Medium-Term Strategy and Business Plan
MV	Means of Verification
MYPIP	Multi-Year Public Investment Programme
NAPD	National Academy for Planning and Development

NDB	Non-Development Budget
NEC	National Economic Council
NS	Narrative Summary
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
OP	Output
OVI	Objectively Verifiable Indicator
PG/PL	Project Grant/Project Loan
PAC	Project Assessment Committee
PCR	Project Completion Report
PDPP	Preliminary Development Project Proposal
PEC	Project Evaluation Committee
PIM	Public Investment Management
PSC	Project Steering Committee
PSC	Project Scrutiny Committee
RADP	Revised Annual Development Programme
RDPP	Revised Development Project Proposal
RPA	Reimbursable Project Aid
RTAPP/ RTPP	Revised Technical Assistance Project Proforma/ Proposal
SAF	Sector Appraisal Format
SD	Sector Division
SDR	Social Discount Rate
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound
SPIMS	Strengthening Public Investment Management System Project
SSP	Sector Strategy Paper
TA	Technical Assistance
TAPP/ TPP	Technical Assistance Project Proforma/ Proposal
TOR	Terms of Reference
USAID	United States Agency for International Development
WB	World Bank
WP	Working Paper

অংশ ১

সেক্টর পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের ধারণাগত পটভূমি

১ সেক্টর পর্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়ন (সেক্টর এপ্রেইজাল) এর ধারণাগত পটভূমি

১.১. সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (Public Investment Management: PIM) কাঠামো

এই অধ্যায় পাঠ শেষে প্রকল্প মূল্যায়নকারী (Project Appraiser) বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কি ভূমিকা পালন করে তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

এই অধ্যায়ে প্রকল্প যাচাইকারীকে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা (Public Investment Management- PIM) এর ধারণাগত কাঠামো বোঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (PIM Guideline)- এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা হল উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির জন্য সরকারি বিনিয়োগ চক্রের তিনটি পর্যায়ের ব্যবস্থাপনাঃ পরিকল্পনা, বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন।

এই অধ্যায়ের ৩ টি উপ-অধ্যায় রয়েছে: উপ-অধ্যায় ১-১-১ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার আঙ্গিকে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) রূপরেখা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; উপ-অধ্যায় ১-১-২ এ একটি সুষ্ঠু সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য বিশ্ব ব্যাংক প্রবর্তিত "আট (৮) টি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য (Eight Must Have Features- EMHF)" সম্বলিত ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং উপ-অধ্যায় ১-১-৩ এ আটটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা (নীতি/পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং প্রকল্প)

সরকারি বিনিয়োগ ৩ টি স্তরের মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়: ১) নীতি/পরিকল্পনা; ২) কর্মসূচি, এবং ৩) প্রকল্প। এই ৩ টি স্তর পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

- **নীতি/পরিকল্পনা:** কোন বিশেষ অবস্থা ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য করণীয় সম্বন্ধে প্রণীত এক গুচ্ছ ধারণা, যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কতগুলো কর্মসূচি ও প্রকল্পের সমন্বয়ে গঠিত।
- **কর্মসূচি:** নীতি/পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি/প্রক্রিয়া, যা সাধারণত: কয়েকটি কর্মসূচির সমন্বয়ে অর্জিত হয়ে থাকে।
- **প্রকল্প:** কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা সাধারণত: কয়েকটি প্রকল্পের সমন্বয়ে অর্জিত হয়ে থাকে।

উল্লিখিত ৩ টি স্তরের মধ্যে এই ম্যানুয়ালে প্রদত্ত বিবরণ ও ব্যখ্যার ক্রিয়াকেন্দ্র হচ্ছে 'প্রকল্প স্তর'। চিত্র ১-এ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এই ৩ টি স্তরের ধারণাগত সংযুক্তিসহ প্রতিটি স্তরে প্রণীত দলিলাদি এবং এগুলোর সংশ্লিষ্টতা কিসের ভ সাথে তা দেখানো হয়েছে।

বর্তমানে সরকার সেক্টর ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সেক্টর স্ট্র্যাটেজি পেপার (SSP) এর মাধ্যমে বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ এসএসপি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর পলিসি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সংযোগ সাধন করবে। এছাড়া এসএসপি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করবে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের জন্য এসএসপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে এর PIM-এর বিশদ ব্যাখ্যার জন্য, ২০২৩ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারিকৃত PIM Guideline পড়ুন। এই ওয়েরসাইটে নির্দেশিকাটি পাওয়া যাবে: http://www.plancomm.gov.bd

বর্তমানে সরকার সেক্টর ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সেক্টর স্ট্র্যাটেজি পেপার (SSP) এর মাধ্যমে বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ এসএসপি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর পলিসি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সংযোগ সাধন করবে। এছাড়া এসএসপি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করবে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের জন্য এসএসপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

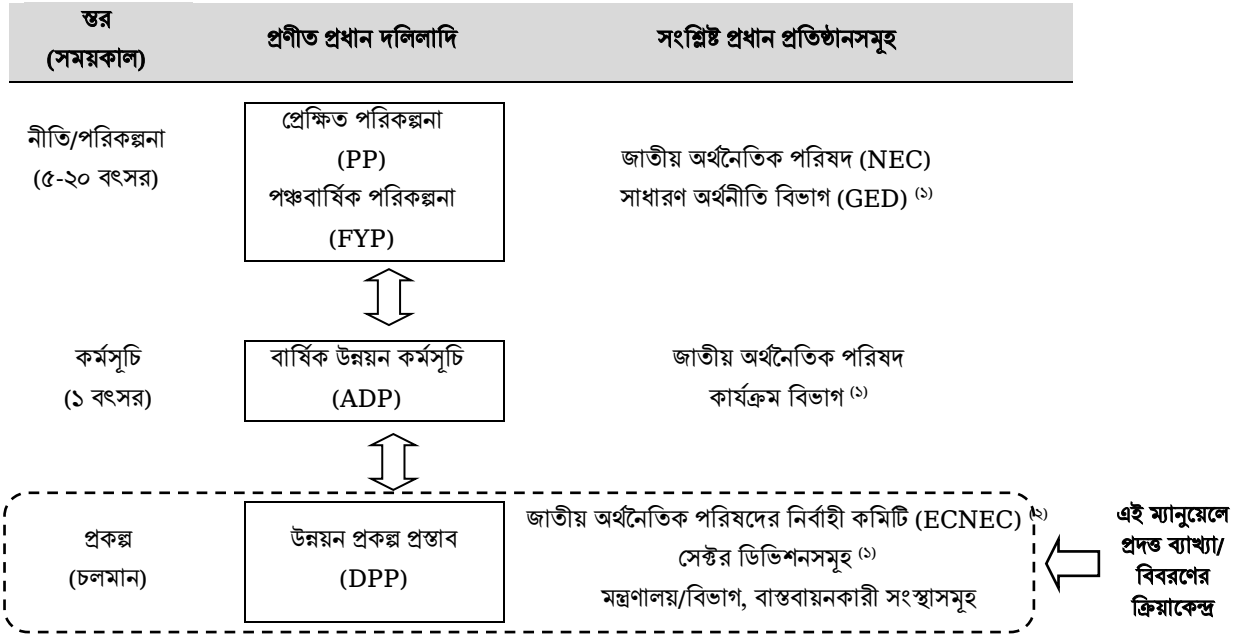

সূত্র: SPIMS প্রকল্প

নোট- (১) পরিকল্পনা কমিশন এর আওতাধীন ৬ টি বিভাগের মধ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ এবং ৪ টি সেক্টর ডিভিশন অন্তর্ভূক্ত।
নোট- (২) বর্তমানে ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহ একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পক্ষান্তরে, ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

চিত্র ১ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ

নিম্নের বক্স ১- এ পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৮৩ সালের হ্যান্ডবুকে উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা উদ্ধৃত করা হলো।

বক্স ১ পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৮৩ সালের হ্যান্ডবুকে উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাখ্যা

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন কাঠামোর বিদ্যমান অবস্থা, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি নির্ণয় করে। উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম বাধ্যবাধকতা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রেক্ষিতের অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোর আওতায় মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কৌশল নির্ণয়সহ পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কর্মকান্ডের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিধি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সূচক উপাদানে দেখানো যেতে পারে:

(ক) নীতি পরিকল্পনা, যেমন: উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার ও কৌশল এবং নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ;
(খ) সেক্টর পরিকল্পনা, যেমন: (ক) উপাদানের আওতায় প্রণীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে বিভিন্ন সেক্টরের ভূমিকা নির্ধারণ করা;
(গ) কর্মসূচি পরিকল্পনা, যেমন: (খ) উপাদানে চিহ্নিত সেক্টর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এর জন্য বিস্তারিত সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন করা;
(ঘ) প্রকল্প পরিকল্পনা, যেমন: (গ) উপাদানে প্রণীত সেক্টর কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি বিনিয়োগজনিত সিদ্ধান্ত অনুসরণে প্রকল্প প্রণয়ন করা;
(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, যেমন: (ঘ) উপাদান এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাসমূহ প্রবর্তন করা; এবং
(চ) মূল্যায়ন, যেমন: প্রকল্প, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার প্রভাব ও ফলাফল পর্যালোচনা করা।

সূত্র: পরিকল্পনা কমিশনের হ্যান্ডবুক (Handbook) ১৯৮৩

১-১-২ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশ্বব্যাংক (রাজারাম, আনন্দ, এবং অন্যান্য, ২০১০) কর্তৃক প্রণীত সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার ধারণামূলক প্রমিত কাঠামোটি, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা (PIM) পদ্ধতির লক্ষণভিত্তিক উৎকর্ষতা যাচাইয়ের একটি দরকারি মাপকাঠি। এই কাঠামোর মাধ্যমে কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার রীতি উপস্থাপন করা হয়েছে। অত্র ম্যানুয়াল উক্ত ধারণাগত প্রমিত কাঠামোর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রমিত PIM কাঠামোটি নিম্নে বর্ণিত আট (৮) টি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত:

- **বৈশিষ্ট্য ১. কৌশলগত নির্দেশনাবলী:** জাতীয় এবং সেক্টর পর্যায়ে নীতিগত প্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দেওয়া নিখুঁত/সুষ্ঠু দিক-নির্দেশনাবলী, যা থেকে প্রকল্প প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং কৌশলগত নির্দেশনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার বাধ্যবাধকতা পূরণের মাধ্যমে তা সকল প্রকল্পের জন্য প্রথম স্তরের বাছাই হিসেবে কাজ করবে।
- **বৈশিষ্ট্য ২. আনুষ্ঠানিক প্রকল্প মূল্যায়ন:** নতুন বিনিয়োগ ব্যয় এর ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য উপস্থাপিত প্রকল্প প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ও মান।
- **বৈশিষ্ট্য ৩. মূল্যায়নের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা:** প্রকল্প প্রস্তাবের মানের পর্যালোচনা।
- **বৈশিষ্ট্য ৪. প্রকল্প নির্বাচন ও বাজেট বরাদ্দ**: বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত পদ্ধতি/প্রক্রিয়া।
- **বৈশিষ্ট্য ৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন:** যথাযথভাবে প্রকল্পের ভৌত কার্যাবলীর বাস্তবায়ন করা।
- **বৈশিষ্ট্য ৬. প্রকল্প সমন্বয়/সংশোধন:** প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনে সমন্বয়/সংশোধন করা।
- **বৈশিষ্ট্য ৭. স্থাপনা/সুবিধাদি পরিচালনা:** প্রকল্পের আওতায় সৃজিত অবকাঠামো/সুবিধাদি সেবা প্রদানের জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- **বৈশিষ্ট্য ৮. সমাপ্তি উত্তর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন**: সমাপ্তি উত্তর প্রকল্পের মোট ব্যয় ও বাস্তবায়নকালের উপাত্ত সংগ্রহ করে তা পরিকল্পিত মোট ব্যয় ও বাস্তবায়নকালের সাথে তুলনা করা এবং প্রকল্পসমূহের ফলাফল এবং/অথবা প্রভাব মূল্যায়ন করা।

উৎস: WB-PIM (২০১৪)

এই ম্যানুয়ালটিতে আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ৩, "মূল্যায়নের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা" কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। চিত্র ২- এ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার প্রমিত ধারণাগত কাঠামো এবং তার মধ্যে এই ম্যানুয়ালভূক্ত আলোচ্য বিষয়ের ক্রিয়াকেন্দ্র দেখানো হলো।

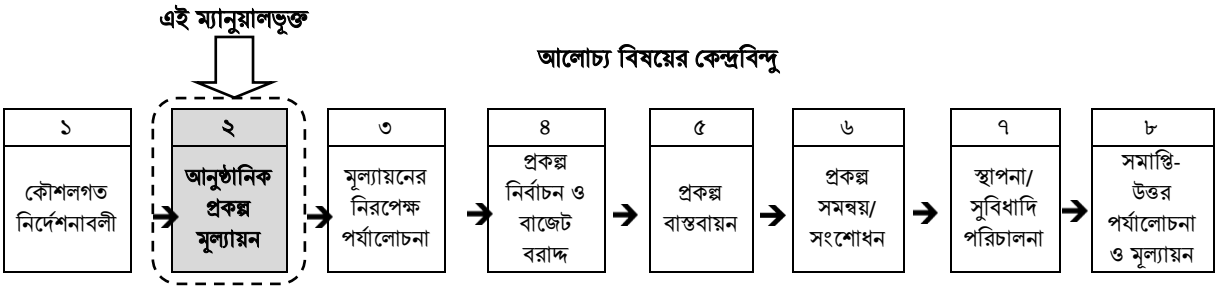

চিত্র ২ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার প্রমিত ধারণাগত কাঠামো

১-১-৩ বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কাঠামো

বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিকল্পনা কমিশন। সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কাজগুলো হলো: ১) দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যেমন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; ২) মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নিকট হতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব আহ্বানের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জারি করা; ৩) প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ দেওয়া এবং ৪) উন্নয়ন বাজেট তথা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থায়নকৃত বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।

আট (৮) টি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য (EMHFs) সংবলিত কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হলো।

- **বৈশিষ্ট্য ১. কৌশলগত নির্দেশনা:** বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ও সেক্টর পরিকল্পনা সংক্রান্ত এক গুচ্ছ দলিল রয়েছে, যেমন- প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ও সেক্টর ডিভিশনগুলো মধ্যমেয়াদি অথবা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (যেমন- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর কৌশল পত্র/ সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান) তৈরীর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই সকল পরিকল্পনার কর্মসূচিতে বিধৃত উন্নয়ন ক্ষেত্রের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিধি চিহ্নিত করে থাকে।
- **বৈশিষ্ট্য ২. আনুষ্ঠানিক প্রকল্প মূল্যায়ন:** বাস্তবায়নকারী সংস্থা DPP এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/বাছাই করে এবং যদি প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ও মান, যাচাই এর চাহিদা মোতাবেক হয় তাহলে মন্ত্রণালয় যাচাই প্রতিবেদন (Ministry Assessment Report: MAR) সহ প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন এর বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়।
- **বৈশিষ্ট্য ৩. মূল্যায়নের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা:** সেক্টর ডিভিশন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যাচাই প্রতিবেদনের ফলাফল পর্যালোচনা করে এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) মাধ্যমে যাচাইকৃত প্রকল্প প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সার্বিক অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করে।
- **বৈশিষ্ট্য ৪. প্রকল্প নির্বাচন ও বাজেট বরাদ্দ:** প্রকল্প ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে একনেক (ECNEC) অথবা পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী সারা বৎসরব্যাপী প্রকল্প অনুমোদন করেন। একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পে চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) রক্ষিত থোক বরাদ্দ হতে অর্থায়ন হয়ে থাকে।
- **বৈশিষ্ট্য ৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন:** বাস্তবায়নকারী সংস্থা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) এর সংযোজনী হিসাবে সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকরভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ফরমেটে প্রস্তুত করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED), উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনে প্রেরণ করে।
- **বৈশিষ্ট্য ৬. প্রকল্প সমন্বয়/সংশোধন:** বাস্তবায়নকারী সংস্থা সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক কারণে (ব্যয়, মেয়াদ, উদ্দেশ্য, কাজের ধরণ/পরিমাণ, নতুন কাজের অন্তর্ভূক্তি, অর্থায়ন, জনবল, যানবাহন ইত্যাদির পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য হলে) অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্প ২ বার পর্যন্ত সংশোধন করতে পারে। তবে বিশেষ কারণে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে দুই বারের অধিক সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণের সংস্থান রয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা সংশোধিত DPP (RDPP) প্রণয়ন করে, যা যথারীতি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন এর মাধ্যমে পর্যালোচনার পর একনেক অথবা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এছাড়া কোন ধরনের পরিবর্তন ব্যতিরেকে কেবল বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে ক্ষেত্র বিশেষে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের সদস্য বা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- **বৈশিষ্ট্য ৭. স্থাপনা/সুবিধাদি পরিচালনা:** প্রকল্প সমাপ্তির পর উহার মাধ্যমে সৃজিত স্থাপনা/সুবিধাদির নিয়মিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পরিচালনা জনবলসহ উন্নয়ন বাজেট থেকে প্রকল্পটিকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব পেশ করে।
- **বৈশিষ্ট্য ৮. মৌলিক সমাপ্তি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন:** বাস্তবায়নকারী সংস্থা "প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)" প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করে। সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) সম্পন্ন করে। এছাড়া Comptroller and Auditor General এর কার্যালয় বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্ত প্রকল্প এবং সম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমাপ্ত প্রকল্পের "বাহ্যিক অডিট" পরিচালনা করে। প্রতি অর্থ বছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের (২/৩ বৎসর পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে এমন) ফলাফল এবং/অথবা প্রভাব (Impact) মূল্যায়ন করে থাকে।

বাংলাদেশে সেক্টর মূল্যায়ন (সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন) EMHF এর ৩ নং বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ "মূল্যায়ন এর নিরপেক্ষ পর্যালোচনা" অংশের অন্তর্ভুক্ত।

EMHF এর ধারণার উপর ভিত্তি করে মূল নথিসমূহ এবং অংশীদারদের শ্রেণি সারণি ১ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশে সেক্টর মূল্যায়ন বলতে মূলত EMHF এর ৩ নং বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ "মূল্যায়ন এর নিরপেক্ষ পর্যালোচনা" কে বোঝানো হয়। কার্যকর ও দক্ষভাবে সেক্টর মূল্যায়ন করতে সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) একটি কার্যকর টুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সঠিকভাবে পুরণকৃত SAF সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরির মূল উপাদান।

সারণি ১ বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আটটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য (Eight Must Have Features) (EMHF)	**কৌশলগত নির্দেশনা**	**আনুষ্ঠানিক প্রকল্প মূল্যায়ন**	**মূল্যায়নের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা**	**প্রকল্প নির্বাচন ও বাজেট বরাদ্দ**	**প্রকল্প বাস্তবায়ন**	**প্রকল্প সমন্বয়/ সংশোধন**	**সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা**	**প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন**
প্রধান সহায়ক দলিলাদি	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SSP[১] SAP[২] ADP DPP MYPIP [১] MTSBP[১]	DPP MAF	DPP SAF	ডিপিপি মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)	ডিপিপি সার্বিক/বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (AWP), Annual PP, MADPR	আরডিপিপি (RDPP)	DPP পরিচালন বাজেট	প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন
প্রধান সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান	এনইসি/একনেক/ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ/ কার্যক্রম বিভাগ/ পরিকল্পনা বিভাগ/ সেক্টর ডিভিশন/ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অর্থ বিভাগ/ সংস্থা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সেক্টর ডিভিশন	একনেক/ পরিকল্পনা মন্ত্রী, কার্যক্রম বিভাগ এনইসি, একনেক, অর্থ বিভাগ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা আইএমইডি	একনেক/ পরিকল্পনা মন্ত্রী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা আইএমইডি সেক্টর ডিভিশন	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অর্থ বিভাগ/ সংস্থা	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা/ আইএমইড/ সিএন্ডএজি

[Legend] ADP: Annual Development Programme; AWP: Annual Work Plan; C&AG: Comptroller and Auditor General; DPP: Development Project Proposal; ECNEC: Executive Committee of NEC; EMHFs: Eight Must Have Features; GED: General Economics Division; IMED: Implementation, Monitoring, and Evaluation Division; MADPR: Monthly Annual Development Programme Review; MAF: Ministry Assessment Format; MDA: Ministry, Division, and Agency; MTBF: Mid-Term Budget Framework; MTSBP: Medium Term Strategic and Business Plan; NEC: National Economic Council; Prog. Div.: Programming Division; RDPP/RTPP: Revised DPP; SAF: Sector Appraisal Format; Sector Div.: Sector Division; SSP: Sector Strategy Paper; Total/ Annual PP: Total/ Annual Procurement Plan; TAPP: Technical Assistance Project Proposal.

নোট ১: MYPIP, SSP, এবং MTSBP পাইলট সেক্টরসমূহে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে ৯ টি সেক্টরের জন্য SAP প্রণয়ন করা হয়েছে।

নোট-২: কিছু সেক্টরের সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) রয়েছে, যার কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে সেক্টর কৌশলপত্র (SSP) এর বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যতা আছে। যেমন একটি পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change) এবং একটি সেক্টর ফলাফল ফ্রেমওয়ার্ক (Sector result framework)। এসব ক্ষেত্রে, SAP একটি রেফারেন্স ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বক্স ২ সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper) কি?

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত জাতীয় সামষ্টিক লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহকে সেক্টরের লক্ষ্য ও কৌশলে পরির্তন করার সরকারি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা Tool হচ্ছে সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper)। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সকল সেক্টরের জন্য জাতীয় (সামষ্টিক) লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে থাকে এবং এর জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) আছে ।

সেক্টর পর্যায়ের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহের জন্য বিস্তারিত ও কাঠামোগত উপাদান যোগ করে SSP এটাকে আরো উন্নত করবে যা প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমোদন এবং বিস্তৃত পরিসরে পরিকল্পনা, বাজেট ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে অবদান রাখবে।

বক্স ৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF), বহুবাৎসরিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP), আগাম ভিত্তি প্রাক্কলন (FBE) এবং অর্থায়নের সামর্থ্য (Fiscal Space) কি?

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) হচ্ছে বাজেট প্রণয়নের একটি পদ্ধতি/প্রক্রিয়া যা ৩-৫ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদি প্রেক্ষিতে বাজেট প্রণয়নের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সরকারি নীতি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সীমিত সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার এবং জাতীয় ফলাফল ও লক্ষ্য অর্জনে এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে এটি সংযোগ স্থাপন করে। এটি (১) মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক সম্পদ বণ্টন/ বরাদ্দ ও বাজেট বাস্তবায়নের উপর সমধিক দায়িত্ব অর্পন করে এবং (২) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/Budget Entity- র জন্য একটি মধ্যমেয়াদি কাঠামোতে (৩ বছরের জন্য) resource envelop নির্ধারণ করে। MTBF একটি " Top down resource envelop" ও চলতি/ চলমান মধ্যমেয়াদি ব্যয়ের (প্রকল্প ও কর্মসূচির) bottom up প্রাক্কলনের সমন্বয় সাধন করে।

বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) অন্যতম একটি Public Investment Management- PIM tool, যা সরকার ২০২২ এর গ্রিনবুক এ অন্তর্ভূক্ত করেছে । এটি চলমান/বর্তমান বার্ষিক (এক বছরভিত্তিক) উন্নয়ন কর্মসূচিকে একটি বহু বছর ভিত্তিক কৌশলগত দলিল রূপান্তরের প্রয়াস। MYPIP বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে ৩ বছর ভিত্তিক মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে SSP এবং FYP এর আওতায় প্রতিটি সেক্টরের নির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। MYPIP বর্তমান বছর এবং পরবর্তি দুই বছরের প্রক্ষেপিত বাজেট প্রাক্কলন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের MYPIP সীমা বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হয়। MYPIP প্রকল্পওয়ারি বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন করে, যা মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে তাদের প্রয়োজনীয় MTBF Ceiling প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। এভাবে MYPIP বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে MTBF Ceiling নির্ধারণের একটি Tool হিসাবে কাজ করে থাকে।

Forword Based Estimates (FBE) হচ্ছে প্রকল্পসমূহের পরবর্তি দুই বছরের প্রাক্কলন বা প্রক্ষেপন যা ৩ বছরভিত্তিক MTBF এর বর্তমান বছরের বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এটি MYPIP প্রক্রিয়ার ADP ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ভবিষ্যৎ বরাদ্দ প্রস্তাবের জন্য MTBF Ceilling নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fiscal Space হচ্ছে অনুমোদিত MTBF Ceilling এ কোন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দাবিকৃত ও প্রাক্কলিত সম্পদের চাহিদার ব্যবধান, যা ধনাত্মক বা ঋনাত্মক হতে পারে। নতুন প্রকল্প গ্রহন/ বিবেচনা করা fiscal Space এর উপর নির্ভর করে। Fiscal Space যাদি ঋনাত্মক বা শূন্য হয় তাহলে তাত্ত্বিকভাবে এটি এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে সম্পদের স্বল্পতা পরিহার করার জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা/ নেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না।

সূত্র: GoB 2023 Public Investment Management (PIM) Guideline

১-২ প্রকল্প কাঠামো

এই অধ্যায় পাঠ শেষে প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রকল্প ও এর ধরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে কিভাবে প্রকল্পের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করা যায় এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

এই অধ্যায়ে প্রকল্প যাচাইকারীকে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারণাগত কাঠামো বুঝতে সাহায্য করবে। এখানে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাইকে, যা এই ম্যানুয়ালের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে ৩ টি উপ-অধ্যায় রয়েছে: উপ-অধ্যায় ১-২-১ এ প্রকল্পের সংজ্ঞাসহ এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship**) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; উপ-অধ্যায় ১-২-২ এ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে প্রকল্পের কাঠামো ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং উপ-অধ্যায় ১-২-৩ এ প্রকল্পের জীবন চক্র ও বার্ষিক বাজেট চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা দেখানো হয়েছে।**

১-২-১ প্রকল্পের ধারণা

(১) প্রকল্পের সংজ্ঞা

ক্যামব্রিজ অভিধানে দেওয়া প্রকল্পের সংজ্ঞা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

“প্রকল্প হলো একটি পরিকল্পিত কাজ বা কর্মকান্ড যার শুরু ও শেষ আছে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে”।

এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো নিম্নে চিত্র ৩- এ প্রদান করা হলো।

- কর্মকান্ড/ইনপুট: একটি পরিকল্পিত কাজ বা কর্মকান্ড এবং সুনির্দিষ্ট বাজেট।
- উদ্দেশ্য: কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়।
- সময়-কাল: বাস্তবায়ন সময়কাল, যার শুরু এবং শেষ আছে।

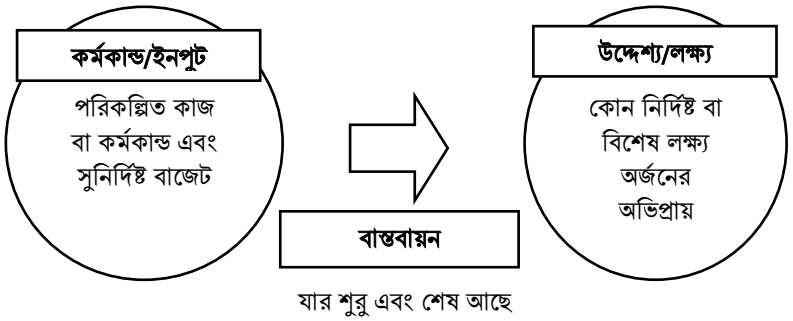

চিত্র ৩ প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ ধারণা

কাজেই অনুধাবন করা যায় যে, 'ইনপুট' থেকে 'লক্ষ্য' পর্যন্ত প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই "পরিকল্পিত" যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship) রয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ফলাফলসমূহ প্রকল্প চলাকালে বা সমাপ্তির পর দীর্ঘমেয়াদে অর্জিত হতে পারে। যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship) প্রতিটি ধাপ যেমন: ১) ইনপুট, ২) কার্যাবলী, ৩) আউটপুট, ৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, এবং ৫) প্রকল্পের লক্ষ্য পরবর্তী পর্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চিত্র ৪- এ প্রকল্পের যৌক্তিক সম্পর্ক (Causal relationship) প্রতিটি ধাপের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

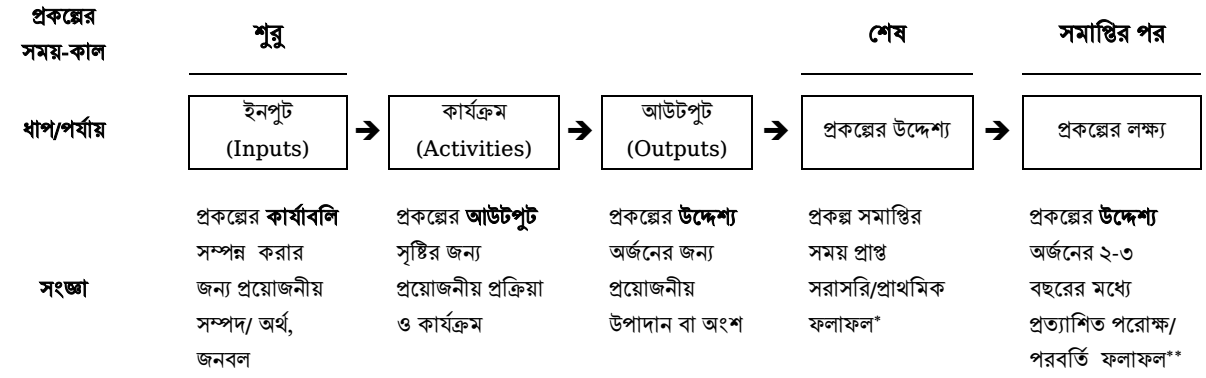

চিত্র ৪ প্রকল্পের ফলাফল চেইন

সূত্র: GOB SPIMS 2023 Logical Framework for Investment Project

*প্রকল্পের ফলাফল: আউটপুট ব্যবহার করে সুফলভোগীরা যে স্বল্পমেয়াদি প্রভাবগুলি পান তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

**প্রকল্পের প্রভাব: স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাবগুলির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ দীর্ঘ/বিস্তৃত প্রভাবগুলি লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

(২) প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা

ইতঃপূর্বে উপ-অধ্যায় ১-১-১ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সরকারি বিনিয়োগ ৩ টি স্তরে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে: ১) নীতি/পরিকল্পনা; ২) কর্মসূচি; এবং ৩) প্রকল্প। এই ৩ টি স্তর যৌক্তিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত, একটি কর্মসূচির (Programme) উদ্দেশ্যের সাথে সেই কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রতিটি প্রকল্পের লক্ষ্য সংগতিপূর্ণ হতে পারে। এই যৌক্তিক বিষয়টি কর্মসূচির সাথে প্রকল্পের সম্পর্ক এবং কর্মসূচিতে প্রকল্পটির অবস্থান বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চিত্র ৫- এ একই কর্মসূচির আওতাভূক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের লক্ষ্য কিভাবে উক্ত কর্মসূচির উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত তা দেখানো হয়েছে।

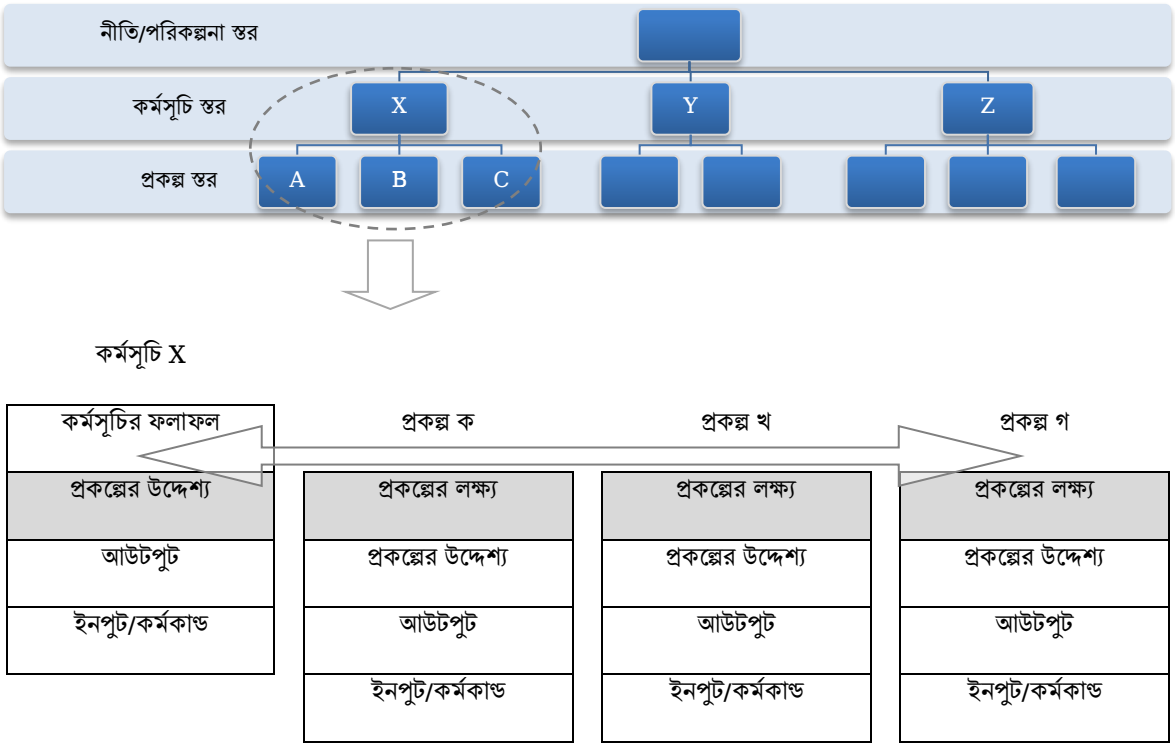

চিত্র ৫ যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship)এর মধ্যে কর্মসূচি ও প্রকল্পের সম্পৃক্ততা

১-২-২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভিত্তিক প্রকল্প কাঠামো

প্রকল্পের যৌক্তিক সম্পর্ক (Causal relationship) (চিত্র ৫) "লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক" (Logical Framework) আকারে দেখানো যায়। উল্লম্ব ভাবে চারটি এবং অনুভূমিক চারটি Cell সমন্বয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স দ্বারা লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণীত হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব (Vertical logic) যৌক্তিক সম্পর্ক (Causal relationship) এর বিভিন্ন স্তরকে দেখানো হয়: ১) প্রকল্পের লক্ষ্য (PG); ২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য (PP); ৩) আউটপুট (OP); এবং ৪) ইনপুট (IP)। পক্ষান্তরে, অনুভূমিক যুক্তির (Horizontal logic) প্রতিটি স্তরের ব্যাখ্যা দেয়া হয়: ১) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS); ২) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI); ৩) যাচাই এর মাধ্যম (MoV); এবং ৪) গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (IA)। এভাবে উল্লম্ব যুক্তিতে প্রকল্পের ইনপুট থেকে শুরু করে প্রকল্পের লক্ষ্য পর্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। প্রদত্ত তথ্যগুলোতে উক্ত প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিক ধারাবাহিকতা বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ, সুস্পষ্ট নির্দেশক, নির্দেশক যাচাই এর সঠিক সূত্র ও পদ্ধতি এবং যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রকল্পের যৌক্তিক বাস্তবায়নকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

চিত্র ৬- এ উল্লম্ব ও অনুভূমিক যৌক্তিক সংযোগ সহযোগে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

⇩ ⇨ **[অনুভূমিক সম্পর্কে (Horizontal logic)]**
প্রতিটি যৌক্তিক সম্পর্ক**কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে**

উল্লম্ব যুক্তি [(Vertical Relation)] যৌক্তিক সম্পর্ক (চিত্র ৫ এর অনুরূপ)	**সংক্ষিপ্ত বর্ণনা [Narrative Summary (NS)]**	**বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক [Objectively Verifiable Indicators (OVI)]**	**যাচাই এর মাধ্যম [Means of Verification (MoV)]**	**গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ [Important Assumptions (IA)]**
প্রকল্পের লক্ষ্য [Project Goal (PG) (১)]	NS-PG	OVI-PG	MoV-PG	IA-PG
প্রকল্পের উদ্দেশ্য [Project Purpose (PP)]	NS-PP	OVI-PP	MoV-PP	IA-PP
আউটপুট [Output (OP)]	NS-OP	OVI-OP	MoV-OP	IA-OP
ইনপুট [Input (IP)]	NS-IP	OVI-IP	MoV-IP	IA-IP

নোট (১): গ্রিনবুক এর সংযোজনী গ ও ঘ এর অন্তর্ভূক্ত ছকদ্বয়ের ক্রমিক ১০ এ 'প্রকল্পের লক্ষ্য' এর স্থলে কেবলমাত্র 'লক্ষ্য' উল্লেখ করা হয়েছে, তবে প্রকল্পের লক্ষ্য, কর্মসূচির লক্ষ্য এবং সেক্টরের লক্ষ্যের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এই ম্যানুয়ালে 'প্রকল্পের লক্ষ্য' ব্যবহার করা হয়েছে।
সূত্র: SPIMS Team

চিত্র ৬ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর গঠন

অনুভূমিক যুক্তির (Horizontal logic) প্রতিটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণি ২- তে দেওয়া হলো। উল্লম্ব যুক্তির (Vertical logic) প্রত্যেক স্তরের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে চিত্র ৫- এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভুক্ত উপাদানসমূহের বিবরণ

	উপাদানসমূহ	**সংক্ষিপ্ত বিবরণ**
১	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা Narrative summary (NS)	লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব যুক্তির প্রতিটি উপাদানে অর্জিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি
২	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক Objectively Verifiable Indicator (OVIs)	অর্জিত ফলফল পরিমাপের সূচক
৩	যাচাই এর মাধ্যম Means of Verification (MoV)	একটি তথ্যসূত্র যা নির্দেশকে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস প্রদান করে
৪	গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ Important Assumptions (IA)	প্রকল্পের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ যা প্রকল্পের পরিকল্পিত ফলাফলের অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে

সূত্র: USAID এর ২০১২ সালের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সংক্রান্ত কারিগরি নোট (Technical Note)- The Logical Framework এবং GOB SPIMS 2023 Logical Framework for Investment Project

১-২-৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার আঙ্গিকে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নকালে দু'টি বিষয় বিবেচনা করতে হবে: ১) প্রকল্পের জীবন চক্র; এবং ২) বার্ষিক বাজেট চক্র। নিম্নের অনুচ্ছেদে এই দু'টি চক্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপ অধ্যায় ১-৩-২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা চক্রের সাথে প্রকল্প মূল্যায়ন চক্রের সংগতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

(১) প্রকল্পের জীবন চক্র:

প্রকল্পের জীবন চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। প্রকল্পের জীবনকালকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, যা চিত্র ৭- এ দেখানো হয়েছে। সমাপ্তি পর্যায়ের পর প্রকল্পের সৃষ্ট স্থাপনা/সুবিধাদি (ভৌত, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ইত্যাদি) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়। প্রতিটি স্তরের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো।

পর্যায় ১. চিহ্নিতকরণ (Identification): প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের/কর্মসূচির ধারণা ও পরিকল্পনা/নকশা/কাঠামো প্রস্তুত করা।

পর্যায় ২. প্রণয়ন (Formulation): প্রাথমিক ধারনাকে বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবে রূপান্তর করা এবং একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

পর্যায় ৩. বাস্তবায়ন (Implementation): প্রয়োজনীয় ইনপুট যেমন অর্থ ও জনবল, মালামাল ইত্যাদি একীভূত করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পর্যায় ৪. সমাপ্তি (Completion): প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা এবং প্রকল্পের সুবিধাদি (ভৌত অবকাঠামো) কার্যকরভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা।

সামাপ্তি-উত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (After Completion Operation and Maintenance): প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট স্থাপনা/সুবিধাদির কার্যকর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

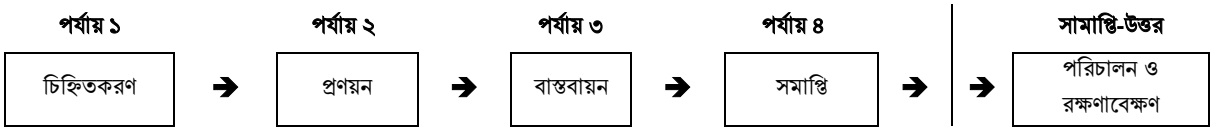

চিত্র ৭ প্রকল্পের জীবন চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা

(২) বার্ষিক বাজেট চক্র

বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয়। নিম্নের চিত্র ৮- এ বাজেট প্রণয়নের মৌলিক পর্যায়গুলো সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হলো।

- **পর্যায় ১: সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো নিরূপণ:** সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রাক্কলনসমূহ (Projections) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে ঠিক করা হয়। উহার উপর ভিত্তি করে কোন বিরূপ সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যতিরেকে রাজস্ব সংগ্রহের প্রত্যাশিত পরিমাণ এবং কি পরিমাণ ঘাটতি নিরাপদে অর্থায়ন করা যাবে তা বিবেচনায় নিয়ে বাজেটে সামগ্রিক ব্যয় সীমা নির্ধারণ করা হয়।
- **পর্যায় ২: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বরাদ্দ নির্ধারণ:** অর্থ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সম্ভাব্য (Indicative) মোট ব্যয় সীমা উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ একটি "বাজেট সার্কুলার" জারী করে, যাতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সামষ্টিক লক্ষ্য/উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্ব স্ব মোট ব্যয় সীমার মধ্যে তাদের প্রাক্কলন নির্ধারণ করতে পারে।
- **পর্যায় ৩: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রস্তাব সংগ্রহ:** চলতি ও সম্ভাব্য নতুন প্রকল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রস্তাবসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে সার্বিক বাজেট প্রস্তাব সংগ্রহ করা হয়।
- **পর্যায় ৪: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সাথে বরাদ্দ প্রস্তাব/চাহিদা আলোচনা:** মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব পাওয়ার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিভাগে এগুলো পরীক্ষা/নিরীক্ষা করা হয়। সাধারণত, আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বাজেট অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের আলোচনা হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে কর্মকর্তা পর্যায়ে এবং অতঃপর দ্বিপাক্ষিক অথবা কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে যৌথভাবে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- **পর্যায় ৫: বাজেট পৃষ্ঠাঙ্কন ও অনুমোদন:** মন্ত্রিপরিষদ বাজেট প্রস্তাব পৃষ্ঠাঙ্কন করার পর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

সূত্র: সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা (Public Expenditure Management) এর জন্য Potter and Diamond 1999 Guidelines এর ভিত্তিতে।

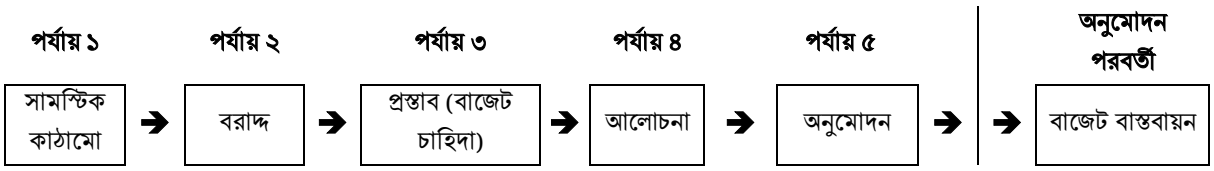

চিত্র ৮ বার্ষিক বাজেট চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা

১-৩ প্রকল্প মূল্যায়নের কাঠামো

এই অধ্যায় পাঠ শেষে প্রকল্প মূল্যায়নকারী "প্রকল্প মূল্যায়ন*", "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা চক্রে প্রকল্প মূল্যায়নের অবস্থান", এবং লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের আঙ্গিকে প্রকল্প মূল্যায়নের নির্দেশকগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

*এই ম্যানুয়ালে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে প্রাক-বাছাই, প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/মূল্যায়ন, মধ্য-মেয়াদি প্রকল্প পর্যালোচনা, প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন কিংবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন উত্তর প্রভাব মূল্যায়নকে সাধারণভাবে 'প্রকল্প মূল্যায়ন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প যাচাই যেহেতু এক ধরনের প্রকল্প মূল্যায়ন, তাই প্রকল্প মূল্যায়নের সাধারণ রীতি-নীতি ও নির্দেশকসমূহ প্রকল্প যাচাই এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতার আঙ্গিকে প্রকল্প মূল্যায়ন বুঝানোর লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়নকে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১-৩-১ প্রকল্প মূল্যায়নের সংজ্ঞা

ক্যামব্রিজ অভিধানে, "মূল্যায়ন" এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে- "কারা বা কোন কিছুর মান, গুরুত্ব, পরিমাণ বা মূল্য যাচাই করা"।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/Development Assistance Committee (DAC) প্রতিবেদন, ২০০০ অনুযায়ী প্রকল্প মূল্যায়নের সংজ্ঞা হচ্ছে "একটি চলমান বা সমাপ্ত প্রকল্প, কর্মসূচি বা নীতির পরিকল্পনা/নকশা/কাঠামো, বাস্তবায়ন ও ফলাফলের সুশৃঙ্খল ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা ও লক্ষ্য পূরণ, উন্নয়ন দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রভাব ও স্থায়িত্বশীলতা নির্ধারণ করা। মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে হবে বিশ্বাসযোগ্য, ব্যবহার উপযোগী এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা/জ্ঞান, যা সহায়তা গ্রহণকারী ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এছাড়া কোন কার্য, নীতি বা কর্মসূচির মূল্য বা গুরুত্ব নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকেও "মূল্যায়ন" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই মূল্যায়ন হচ্ছে কোন পরিকল্পিত, চলমান অথবা সমাপ্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের যথাসম্ভব সুশৃঙ্খল ও বস্তুনিষ্ঠ যাচাই।

সংক্ষেপে প্রকল্প মূল্যায়নের অত্যাবশ্যক ধারণা (Concept) হচ্ছে "সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন প্রকল্পের মূল্য যাচাই করা"।

- এ এই ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

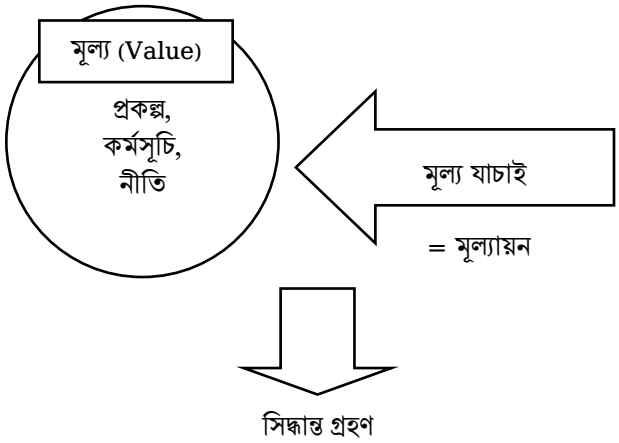

চিত্র ৯ মূল্যায়নের ধারণামূলক ব্যাখ্যা

সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে প্রকল্পের মূল্য/ভ্যালু নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াই হল প্রকল্প মূল্যায়ন।

এ প্রসঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা শব্দাবলীর সংজ্ঞা OECD/DAC প্রতিবেদন থেকে নিম্নের বক্স ৪- এ উদ্ধৃত করা হলো।

বক্স ৪ মূল্যায়ন এবং ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা শব্দাবলীর সংজ্ঞা

- **মূল্যায়ন (Appraisal):** অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কোন উন্নয়ন কার্যক্রমের সঠিক যৌক্তিকতা, সম্ভাব্যতা এবং স্থায়িত্বশীলতা যাচাই। **নোট:** উন্নয়ন সংস্থা বা ব্যাংকের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সহায়তা করা যাতে প্রতিষ্ঠানের **অর্থায়ন সঠিক খাতে ব্যবহৃত** হয়। **[ex-ante evaluation]**

- **মূল্যায়ন (Evaluation):** ক্যামব্রিজ অভিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী মূল্যায়ন হল; 'কোন কিছুর মান, গুরুত্ব, পরিমাণ বা মূল্য যাচাই করা। OECD/DAC প্রতিবেদন-২০০০ অনুযায়ী প্রকল্প মূল্যায়নের সংজ্ঞা হচ্ছে 'একটি চলমান বা সমাপ্ত প্রকল্প, কর্মসূচি বা নীতির নকশা, বাস্তবায়ন ও ফলাফলের নিয়মানুগ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা ও লক্ষ্য অর্জন, উন্নয়ন দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রভাব ও স্থায়িত্বশীলতা নিরূপণ করা। মূল্যায়নে এমন তথ্য পাওয়া যাবে যা হবে বিশ্বাসযোগ্য, ব্যবহার উপযোগী এবং এ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা সহায়তা গ্রহণকারী ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হবে। কোন কার্যক্রম, নীতি বা কর্মসূচির মূল্য বা গুরুত্ব নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকেও "মূল্যায়ন" হিসেবে অভিহিত করা যায়। কোন পরিকল্পিত, চলমান অথবা সমাপ্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের যথাসম্ভব সুশৃঙ্খল ও বস্তুনিষ্ঠ যাচাই কে মূল্যায়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। **নোট:** কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হল নির্ধারিত মান নিরূপণ করে ঐ মানের বিপরীতে পারফরম্যান্স যাচাই, প্রকৃত ও প্রত্যাশিত ফলাফল যাচাই এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ।

- **প্রাক-মূল্যায়ন (Ex-ante evaluation):** উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে সম্পাদিত মূল্যায়ন।

- **পরবর্তী-মূল্যায়ন (Ex-post evaluation):** উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর সম্পাদিত মূল্যায়ন। এ ধরনের মূল্যায়ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে অথবা অনেক দিন পরে করা যেতে পারে। এ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন কার্যক্রমের সফলতা অথবা ব্যর্থতা চিহ্নিত করা, ফলাফলের স্থায়িত্বতা যাচাই, প্রভাব নিরূপণ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

- **পরিবীক্ষণ (Monitoring):** চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং মূল অংশীদারদের প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং অর্জিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্ধারিত ফরমেটে নিয়মিত তথ্য/উপাত্ত প্রদান করা।

- **পর্যালোচনা (Review):** একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে উন্নয়ন কার্যক্রমের পারফরম্যান্স যাচাই। সাধারণত মূল্যায়ন পর্যালোচনার চেয়ে অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ অথবা নিবিড় হয়ে থাকে। অনেক সময় পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সূত্র: OECD/DAC (2000) Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

১-৩-২ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রবাহ

উপ-অধ্যায় ১-২-৩ এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দু'টি ধারাবাহিকতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ উপ-অধ্যায়ে উল্লিখিত দু'টি ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তি করে 'মূল্যায়ন' কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১) প্রকল্পের জীবনচক্রের ভিত্তিতে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা

জীবনচক্রের যে কোন স্তরে প্রকল্পের মূল্য যাচাই করা যায়। ইতঃপূর্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিম্নের চিত্র ১০-এ প্রকল্পের জীবনচক্রের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতার সাথে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

- **প্রাক-বাছাই (Pre-Screening):** উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণা যাচাই করা।
- **প্রাক-যাচাই/মূল্যায়ন (Appraisal):** উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প প্রস্তাবের সমন্বিত প্রাসঙ্গিকতা, সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্য স্থায়িত্বশীলতা যাচাই/মূল্যায়ন করা।
- **মধ্যবর্তী পর্যালোচনা (Mid-Term Review):** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিংবা যখন প্রয়োজন তখন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন/সমন্বয় সাধন।
- **প্রান্তিক মূল্যায়ন (Terminal Evaluation):** প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে কিনা তার মূল্যায়ন।
- **প্রকল্প পরবর্তী মূল্যায়ন (Ex-post Evaluation):** প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে জানার জন্য একটি প্রকল্পের সমাপ্তির বেশকিছু সময় পর তার গভীর/বিস্তৃত মূল্যায়ন (বাংলাদেশে এটি "প্রভাব মূল্যায়ন" হিসেবে অভিহিত।)।

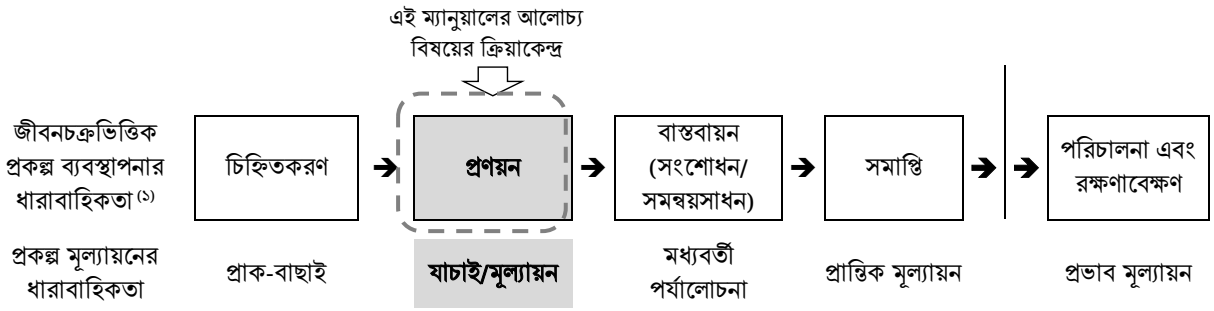

নোট (১) প্রবাহের প্রতিটি পর্যায় চিত্র ৭ প্রকল্পের জীবন চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতাএ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ১৩)

চিত্র ১০ প্রকল্পের জীবনচক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা

বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন পর্যায়ে সম্পাদিত প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সামগ্রিক প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতার অন্তর্ভুক্ত মূল্যায়ন স্তরের অংশ বিশেষ। প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে পরিচালিত মূল্যায়নকে সাধারণত প্রকল্প মূল্যায়ন বলা হয়। প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে সম্পাদিত মূল্যায়নকে সাধারণত, মূল্যায়ন বলে আখ্যায়িত করা হয়। অধ্যায় ১-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্প প্রণয়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্পটি যাচাই করে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন যাচাই ফলাফল/প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এবং সেক্টরের আংগিকে মূল্যায়ন করে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যাচাই ও সেক্টর বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন উভয়ই প্রকল্প মূল্যায়ন (Project Appraisal) হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প যাচাই কার্যক্রম মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর/ডিভিশন কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

(২) বার্ষিক বাজেট চক্রভিত্তিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতার সাথে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক

বাজেট চক্রের ধারাবাহিকতার মধ্যে প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক নিচের চিত্র ১১- তে দেখানো হলো। এক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন মূলত: প্রস্তাব (বাজেট দাবী), আলোচনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন স্তরের সাথে সম্পর্কিত।

- **বাজেট প্রস্তাব (Proposal):** বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বেই প্রকল্পের প্রাক-যাচাই ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, প্রান্তিক মূল্যায়ন ও প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফলকে বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন ও আলোচনায় ব্যবহার করা যায়।

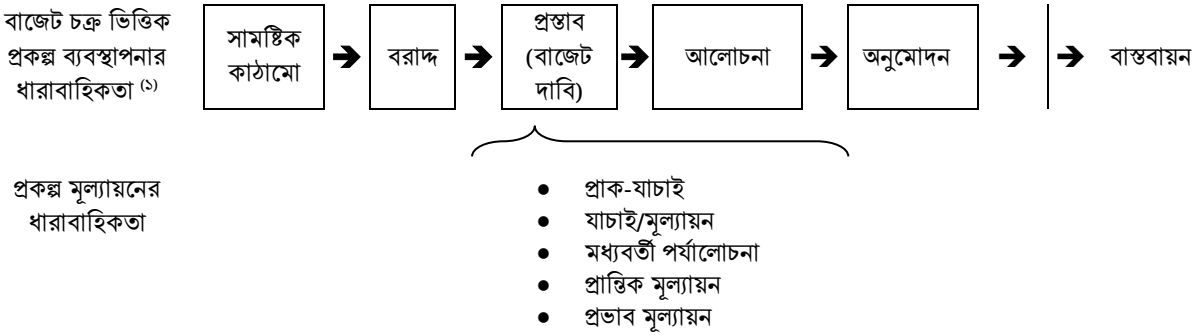

নোট (১) প্রবাহের প্রতিটি পর্যায় চিত্র ৮- এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ১৪)

চিত্র ১১ বার্ষিক বাজেট চক্রের আঙ্গিকে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা

১-৩-৩ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে প্রকল্পের মান ব্যাখ্যা

উপ-অধ্যায় ১-২-২ এ উল্লিখিত "লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভিত্তিক প্রকল্প কাঠামোতে" প্রকল্পের মান/মূল্য/গ্রহণযোগ্যতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মান/মূল্য/গ্রহণযোগ্যতা নির্ভুলভাবে প্রদর্শনের জন্য যথাযথভাবে 'লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক' প্রণয়ন করা আবশ্যক। 'লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের' নির্ভূলতা/যথার্থতা নিরূপণ করার জন্য যাচাইকারীকে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভূক্ত প্রতিটি উপাদানের অনুভূমিক ও উল্লম্ব এর যুক্তি পরীক্ষা করতে হবে। নিম্নে বর্ণিত ৩ টি যাচাই নির্দেশক এর মাধ্যমে এ পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

- যাচাই নির্দেশক ১: অনুভূমিক যুক্তি (Horizontal logic)
- যাচাই নির্দেশক ২: উল্লম্ব যুক্তি (Vertical logic)
- যাচাই নির্দেশক ৩: গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ ও পূর্বশর্তসমূহ (Important Assumptions and Preconditions)

উপ-অধ্যায় ১-২-২ হতে জানা যায় যে, 'লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক' ভিত্তিক প্রকল্প কাঠামো উল্লম্ব এবং অনুভূমিক 8X8 cell সমন্বয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স আকারে দেখানো হয়। উল্লম্ব যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship) বিভিন্ন স্তরকে দেখানো হয়: ১) প্রকল্পের লক্ষ্য (PG); ২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য (PP); ৩) আউটপুট (OP); এবং ৪) ইনপুট/কার্যাবলী (IP)। পক্ষান্তরে, অনুভূমিক সম্পর্কে ফলাফল চেইনভূক্ত প্রতিটি স্তরের বিবরণ/ব্যাখ্যা দেওয়া হয়: ১) সংক্ষিপ্ত বিবরণ (NS); ২) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI); ৩) যাচাই এর মাধ্যম (MoV) এবং ৪) গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (IA)। চিত্র ৬- এ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং এর যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship) গঠন দেখানো হয়েছে।

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের প্রথম যাচাই নির্দেশক হচ্ছে উল্লম্ব যুক্তি, যার মাধ্যমে যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship) স্তরসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক/সংযুক্তির যৌক্তিকতা নিরূপণ করা হয়, যা উপ-অধ্যায় ১-২-২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সারণি ৩- এ সারণি ৩ যাচাই নির্দেশক ১: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব যুক্তি- এ প্রথম যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের দ্বিতীয় যাচাই নির্দেশক হচ্ছে অনুভূমিক যুক্তি, যার মাধ্যমে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের যৌক্তিক সম্পর্কের (Causal relationship) প্রতিটি স্তরের জন্য দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে উহাদের নির্ভূলতা ও স্পষ্টতা পরীক্ষা করা হয়। সারণি ৪- এ দ্বিতীয় যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের তৃতীয় যাচাই নির্দেশক হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অনুমান ও পূর্বশর্তসমূহ, যেখানে সমস্ত বাহ্যিক উপাদান প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে সেগুলো যাচাই করা হয়। সারণি ৫- এ তৃতীয় যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বোপরি 'লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের' যৌক্তিক পারস্পরিক সম্পর্কগুলো হতে হবে স্পষ্ট, সংগতিপূর্ণ এবং সহজবোধ্য, যাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সঠিক মান প্রকাশ পায়। এই পারস্পরিক যৌক্তিক সম্পর্ক পূর্বশর্ত হতে শুরু হয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য 'যাচাই' এর মাধ্যমে শেষ হয়। প্রকল্পের লক্ষ্যের 'গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহের' জন্য নির্দিষ্ট সেলটি খালি রাখা যেতে পারে। চিত্র ১২- এ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের প্রতিটি স্তর/পর্যায় ও বৈশিষ্ট্য এর যৌক্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩ যাচাই নির্দেশক ১: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব যুক্তি

স্তর/পর্যায়		সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা	যাচাই নির্দেশকসমূহ
১	প্রকল্পের লক্ষ্য	প্রকল্পের পরোক্ষ ফলাফল, যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ২ থেকে ৩ বৎসরের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।	● প্রকল্প ***সমাপ্তির পর*** এসকল ফলাফল কি অর্জনযোগ্য? ● এগুলো কি অতি মাত্রায় উচ্চাভিলাষী? ● এগুলো প্রকল্পেরই অবদান তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়?
২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ফলাফল, যা প্রকল্প সমাপ্তির সময়ে অর্জিত হবে বলে আশা করা হয়।	● প্রকল্প সমাপ্তিকালে এসকল ফলাফল কি অর্জনযোগ্য?
৩	আউটপুট	প্রকল্পের ইনপুট ব্যবহার করে কার্যাবলীর মাধ্যমে অর্জিত/উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবা যা সুফলভোগীগণ গ্রহণ/ব্যবহার করছে।	● এগুলো কি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিভাজন করা হয়েছে? ● এগুলোর মধ্যে কি পারস্পরিক দ্বৈততা রয়েছে?
৪	কার্যাবলী	কার্যকরভাবে ইনপুটকে আউটপুটে রূপান্তরিতকরণের জন্য গৃহীত কার্যাবলী।	● কাজ ও কার্যাবলীর বিন্যাসের যথার্থতা পরীক্ষা করা। ● কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি বিষয়াদি পরীক্ষা করা। ● কখন, কী ধরনের ইনপুট প্রয়োজন হবে তা পরীক্ষা করা।

৫	ইনপুট	যথাসময়ে দক্ষতার সাথে প্রকল্পের কার্যাবলী পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অর্থ, মালামাল ইত্যাদি।	● প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রাখা হয়েছে কি না? ● যথাযথভাবে কার্যাবলী পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি না? ● প্রয়োজনীয় কারিগরি বিশেষজ্ঞের সংস্থান রাখা হয়েছে কিনা? ● প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা রয়েছে কি না?

সূত্র: GOB SPIMS 2023 Logical Framework for Investment Project

সারণি ৪ যাচাই নির্দেশক ২: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অনুভূমিক যুক্তি

	উপাদানসমূহ	সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা	যাচাই নির্দেশকসমূহ
১	সংক্ষিপ্ত বিবরণ (NS)	লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব যুক্তির প্রতিটি উপাদানে অর্জিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি	● সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকল্পের ফলাফল চেইন এর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে নিম্নতম থেকে উচ্চতম ফলাফলের পারস্পরিক সম্পর্কের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে কি?
২	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জিত ফলফল পরিমাপের সূচক	● বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকগুলো কি পরিমাপযোগ্য? ● এগুলো কি পরিমেয়? ● সংক্ষিপ্ত বিবরণে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা কি এগুলোর মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিমাপ করা যাবে? ● এগুলোর মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বিবরণে অন্তর্ভূক্ত সকল বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করা হয়েছে কি?
৩	যাচাই এর মাধ্যম (MoV)	একটি তথ্যসূত্র যা নির্দেশকে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস প্রদান করে	● যাচাই এর মাধ্যম হিসেবে প্রাপ্ত তথ্যাবলী দ্বারা প্রকল্পের ব্যাপ্তি (প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং আউটপুট এর ক্ষেত্রে) কি যাচাইযোগ্য?

সূত্র: GOB SPIMS 2023 Logical Framework for Investment Project

সারণি ৫ যাচাই নির্দেশক ৩: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ অনুমান ও পূর্বশর্তসমূহ

	বিষয়	সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা	যাচাই নির্দেশকসমূহ
১	গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ	প্রকল্পের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ যা প্রকল্পের পরিকল্পিত ফলাফলের অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে	● এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? ● এ বিষয়ে যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্ট হওয়া গেছে কিনা? ● এ ধরণের অবস্থা আদৌ যদি সৃষ্টি হয়, তবে তা প্রকল্পকে কিভাবে, কতটুকু প্রভাবিত করবে?
২	পূর্বশর্তাবলী	এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুমান, যা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরুর পূর্বেই বিবেচনা করতে হবে।	● এ বিষয়ে যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্ট হওয়া গেছে কিনা? ● এটি বা এগুলো কি অনিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদান বা উপাদানসমূহ?

সূত্র: GOB SPIMS 2023 Logical Framework for Investment Project

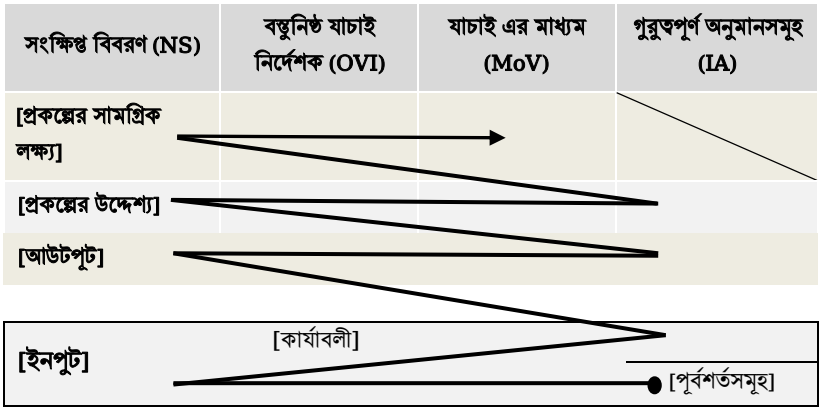

চিত্র ১২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের কাঠামো এবং যৌক্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কিভাবে তৈরী করতে হয় তা বিস্তারিত জানার জন্য মূল্যায়নকারী SPIMS প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'Logical Framework for Investment Project' পড়তে পারেন।

১-৩-৪ প্রকল্প মূল্যায়নের মানদন্ড (Project Evaluation Criteria)

কোন প্রকল্প প্রস্তাবের মূল্য যাচাই করার জন্য পরিচালিত মূল্যায়নের মৌলিক ধারণাগত কাঠামো পাঁচটি মানদন্ড এর উপর প্রতিষ্ঠিত: ১) প্রাসঙ্গিকতা; ২) কার্যকারিতা; ৩) দক্ষতা; ৪) প্রভাব; এবং ৫) স্থায়িত্বশীলতা। এই ৫টি মানদন্ড OECD/DAC দ্বারা প্রবর্তিত, যা অনেক উন্নয়ন সহযোগী সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশের প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই পাঁচটির সাথে আরো একটি মানদন্ড যথা- "ঝুঁকি ও তা নিরসনের উপায়" অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সারণি ৬- এ প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের প্রতিটি নির্দেশক/মানদন্ডের সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে।

সারণি ৬ প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের মানদন্ডসমূহের বিবরণ

	মানদন্ড	বিবরণ
১	প্রাসঙ্গিকতা (Relevance)	প্রকল্প প্রস্তাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পরিধি দেশের অগ্রাধিকারভূক্ত চাহিদা ও ঘাটতি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা হয়।
২	কার্যকরিতা (Effectiveness)	প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত আউপুটগুলো পরীক্ষা করে প্রকল্প প্রস্তাবের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সেগুলো কি পরিমাণ বা কতটুকু অবদান রাখবে তা যাচাই করা হয়।
৩	দক্ষতা (Efficiency)	প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন ইনপুটগুলো (তহবিল, সক্ষমতা, বাস্তবায়নকাল ইত্যাদি) কত দক্ষতার সাথে আউটপুটে রূপান্তর করা হয়েছে বা হবে তা পরীক্ষা করা হয়।
৪	প্রভাব (Impact)	প্রকল্পের লক্ষ্য কি পরিমাণে অর্জিত হয়েছে বা হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কারিগরি, আর্থ-সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবেশগত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
৫	স্থায়িত্বশীলতা (Sustainbility)	প্রকল্প সমাপ্তির পর এর সুফলগুলো চলমান থাকবে কিনা তা পরীক্ষা করা।

সূত্র: OECD/DAC (2004) Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, JICA (2010) Guidelines for Project Evaluation (First Edition)

১-৩-৫ প্রকল্প ও প্রকল্প মূল্যায়ন এর মধ্যে সম্পর্ক (লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং মূল্যায়নের মানদন্ড)

মূল্যায়ন হচ্ছে প্রকল্পের মূল্য বিচার করা, যা উপ-অধ্যায় ১-৩-১ তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উপ-অধ্যায় ১-২-১ ও ১-৩-৩ এ যথাক্রমে "প্রকল্প" এবং "মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ডসমূহকে" ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকল্পের ইনপুট, কার্যাবলী, আউটপুট, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে প্রকল্পের মূল্য নির্ণীত হয়। প্রকল্পের মূল্য যাচাই এর গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ডসমূহ হচ্ছে প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, স্থায়িত্বশীলতা এবং ঝুঁকি ও তা নিরসনের উপায়।

চিত্র ১৩- এ 'প্রকল্প মূল্যায়ন' ও 'প্রকল্পের' মধ্যস্থিত ধারণাগত সর্ম্পকের রূপ-রেখা তুলে ধরা হয়েছে।

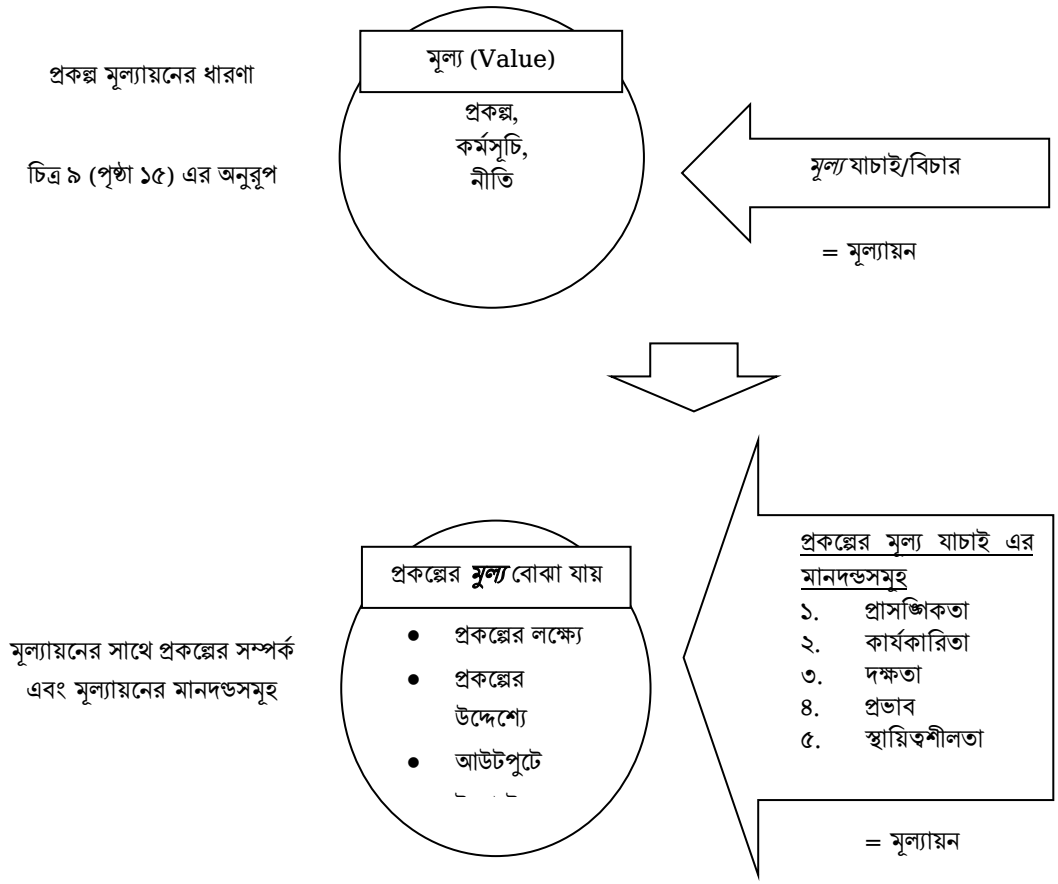

চিত্র ১৩ 'প্রকল্প মূল্যায়নের' সচিত্র ব্যাখ্যা

পাঁচটি মূল্যায়ন মানদন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল্য বা লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে প্রদত্ত প্রকল্পের উপাদানসমূহের মূল্য যাচাই করা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এবং চিত্র ১৪- এ 'লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে' প্রদত্ত তথ্যাদি কিভাবে মূল্যায়ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে পাঁচটি মূল্যায়ন মানদন্ডের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- **প্রাসঙ্গিকতা (Relevance):** প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যস্থ যৌক্তিক সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয়।
- **কার্যকারিতা (Effectiveness):** আউটপুট ও প্রকল্পের উদ্দেশ্যের মধ্যস্থ যৌক্তিক সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয়।
- **দক্ষতা (Efficiency):** ইনপুট ও আউটপুটের যৌক্তিক সম্পর্কসহ প্রয়োজনী কার্যাবলী পরিচালনার মাধ্যমে ইনপুটকে আউটপুটে রূপান্তরের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়।
- **প্রভাব (Impact):** প্রাসঙ্গিকতায় কার্যকারণ সম্বন্ধীয় যে সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয় তা ব্যতিরেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যস্থ যৌক্তিক সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয়।
- **স্থায়িত্বশীলতা (Sustainability):** প্রকল্পের জীবনচক্রের ৪ টি স্তরের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্কসহ প্রকল্প সমাপ্তির পর এর মাধ্যমে সৃজিত ফলাফল/সুবিধাদি বলবৎ/চলমান থাকার সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হয়।

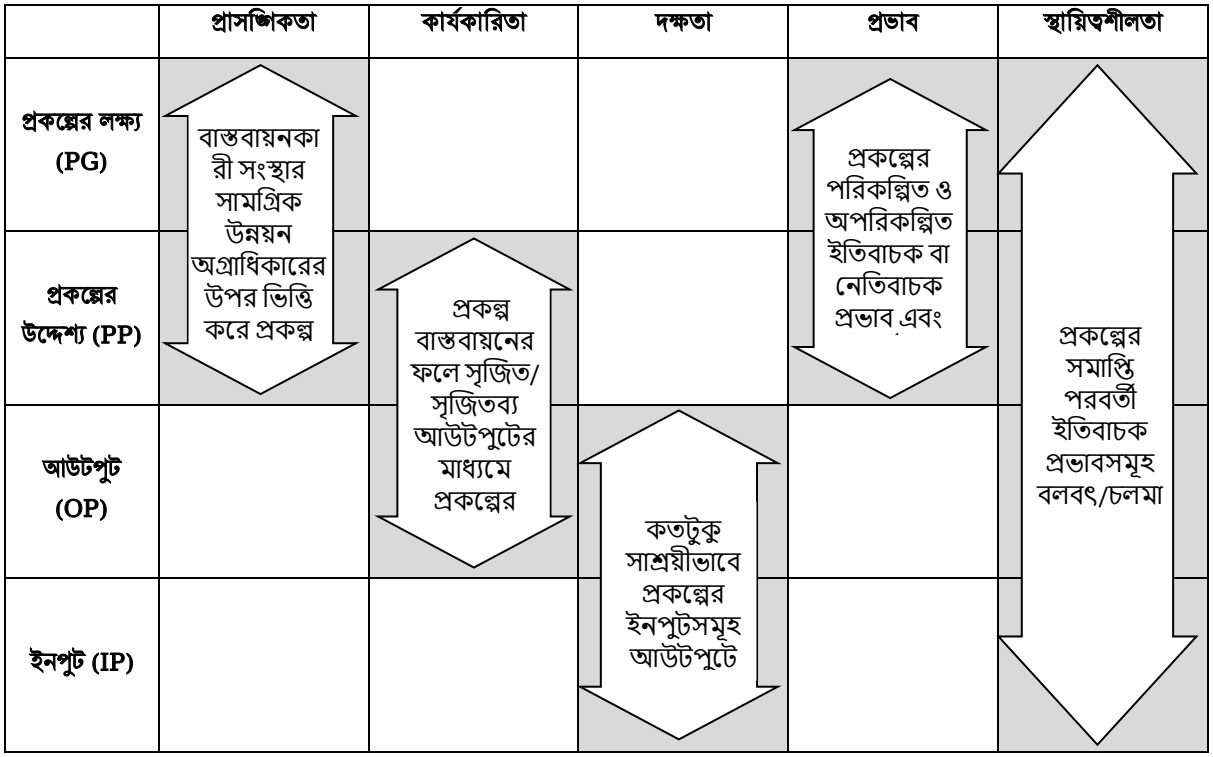

সূত্র: JICA Note for Project Evaluation

চিত্র ১৪ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কভুক্ত পাঁচটি মূল্যায়ন মানদন্ড এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১-৪. বাংলাদেশে পরিচালিত প্রকল্প মূল্যায়ন এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে প্রকল্প মূল্যায়নকারী মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পরিচালিত যাচাই পদ্ধতি এবং 'গ্রিনবুক' এ যাচাই এর সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

১-৪-১ প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশে প্রকল্প নির্বাচন ও অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন, প্রকল্প মূল্যায়ন/যাচাই সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রকল্প অনুমোদনের পর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প মূল্যায়ন/যাচাই এর সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থাকে।

চিত্র ১৫- এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা এবং উহার প্রতিটি স্তরের গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেখানো হয়েছে।

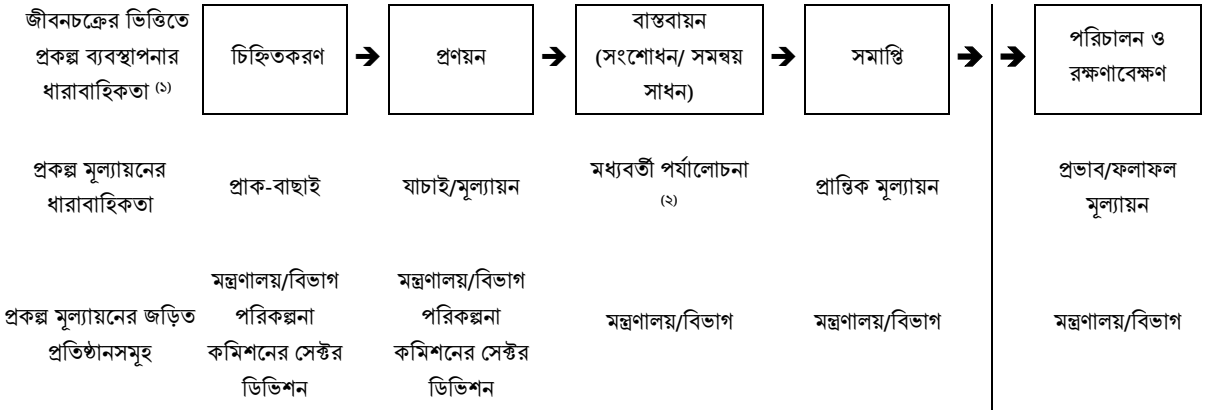

নোট (১)- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তর উপ-অধ্যায় ১-২-৩ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
নোট (২)- শুধু উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জড়িত প্রকল্পে মধ্যবর্তী পর্যালোচনা (Mid-term review) করা হয়ে থাকে।

চিত্র ১৫ জীবনচক্রের ভিত্তিতে প্রকল্প মূল্যায়নের ধারাবাহিকতার স্তরসমূহের সম্পর্ক এবং স্ব স্ব স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রতিটি স্তরে কী কী কার্য সম্পাদন করা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

১) প্রাক-বাছাই (Pre-Screening): সংস্থা অভ্যন্তরীণভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধারণা নিয়ে আলোচনা করে এবং সেক্টর কৌশলের সাথে আলোচ্য প্রকল্পের সামাঞ্জস্যতা বিবেচনা করে।

২) যাচাই/মূল্যায়ন (Appraisal): সংশ্লিষ্ট সংস্থা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন করে তা উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করে। প্রকল্প প্রণয়নের প্রাক্কালে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প যাচাই সম্পন্ন করে তা যাচাই প্রতিবেদনসহ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনে প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন যাচাই প্রতিবেদনের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সেক্টরভিত্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।** অতঃপর প্রকল্প ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা একনেক বা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হয়।

৩) মধ্যবর্তী পর্যালোচনা (Mid-Term Review): আইএমইডি প্রণীত ফরমেট ও নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রণীত প্রকল্প ওয়ারী মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত সকল প্রকল্প পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বাস্তবায়নকারী সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাধ্যমে প্রকল্প-ওয়ারী ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণ করে। এ সকল বিষয়াদি পর্যালোচনাকালে কিছু সংখ্যক প্রকল্প সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ সকল প্রকল্পের জন্য সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে। উপরিউক্ত মূল্যায়ন/যাচাই স্তরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তা ক্ষেত্র বিশেষে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা একনেক এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে শধুমাত্র উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে সংস্থান সাপেক্ষে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করা হয়।

৪) প্রান্তিক মূল্যায়ন (Terminal Evaluation): প্রকল্প সমাপ্তির এক মাসের মধ্যে সংস্থা আইএমইডি এর নিকট প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পেশ করে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাপ্ত হয়েছে কিনা তা যাচাইপূর্বক আইএমইডি একটি প্রান্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে, প্রকল্প সমাপ্তিকালে উহার কার্যকারিতা ও দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫) প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী (Ex-Post) মূল্যায়ন/প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation): প্রধানত: প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য আইএমইডি প্রকল্প সমাপ্তির দুই/তিন বছর পর কিছু সংখ্যক বাছাইকৃত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে।

এই ম্যানুয়ালটিতে ব্যবহৃত শর্তাবলীর সংজ্ঞা (বিশ্বব্যাংক এর পিআইএম প্রকল্প থেকে উদ্ধৃত)

নিচের সংজ্ঞাসমূহ এই ম্যানুয়ালটিতে ব্যবহার করা হয়েছে,

- **প্রকল্প চিহ্নিতকরণ (Project Identification):** নতুন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য জাতীয় এবং সেক্টর এর সামগ্রিক লক্ষ্য ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন কোন কার্যক্রম চিহ্নিত করা।
- **প্রকল্প পরিকল্পনা/নকশা (Project Plan/Design):** প্রকল্প তথা উহার মূল কার্যক্রম চিহ্নিত করার পর উহা বাস্তবায়নের একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা/নকশা প্রণয়ন করা, যথা প্রকল্পের ধারণাপত্র।
- **প্রকল্প প্রণয়ন (Project Formulation):** প্রকল্প পরিকল্পনাকে বিস্তৃত করে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় উপযোগীকরণ, বিস্তারিত ব্যয় প্রাক্কলন, ভৌত ও অর্থায়ন পরিকল্পনা, সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা, ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ডিপিপি প্রণয়ন পদ্ধতি ও কার্যক্রম এই সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- **প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়ন (Project Appraisal):** উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের **পূর্বে** প্রকল্প প্রস্তাব এর মূল্য বিচার এর জন্য গৃহীত কার্যক্রম। কোন কোন সময় একে প্রাক-মূল্যায়নও বলা হয়। এই ম্যানুয়ালে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন পর্যায়ে সেক্টরভিত্তিক মূল্যায়নকে সমন্বিতভাবে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/মূল্যায়ন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।
- **প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই (Project Assessment):** মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব এর সার্বিক প্রাসঙ্গিকতা, সম্ভাব্যতা, সম্ভাব্য প্রভাব এবং স্থায়িত্বশীলতা যাচাই কার্যক্রম।
- **প্রকল্প প্রস্তাব এর সেক্টর ভিত্তিক মূল্যায়ন (Sector Appraisal):** মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রণীত প্রকল্প যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ সেক্টরের সামগ্রিক অগ্রাধিকার এর আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিরূপণ।
- **প্রকল্প অনুমোদন (Project Approval):** পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক অনুর্দ্ধ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করেন এবং ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব একনেক অনুমোদন করে।
- **প্রকল্প মূল্যায়ন (Project Evaluation):** উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে প্রাক-বাছাই, প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/মূল্যায়ন, মধ্যমেয়াদি প্রকল্প পর্যালোচনা, প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন কিংবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন উত্তর প্রভাব মূল্যায়নকে সাধারণভাবে 'প্রকল্প মূল্যায়ন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation):** প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, প্রকল্পের সমাপ্তির অব্যবহিত পরে অথবা সমাপ্তির বেশ কিছু সময় পরে প্রকল্পের মূল্য যাচাই করার লক্ষ্যে মূল্যায়ন করা হয়।

১-৪-২ প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা

গ্রিনবুকে সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, যাচাই/মূল্যায়ন, অনুমোদন ও সংশোধনের সার্বিক পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নের সার্বিক ধারাবাহিকতার অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি স্তরের প্রধান কাজ চিত্র ১৬- এ দেখানো হয়েছে।

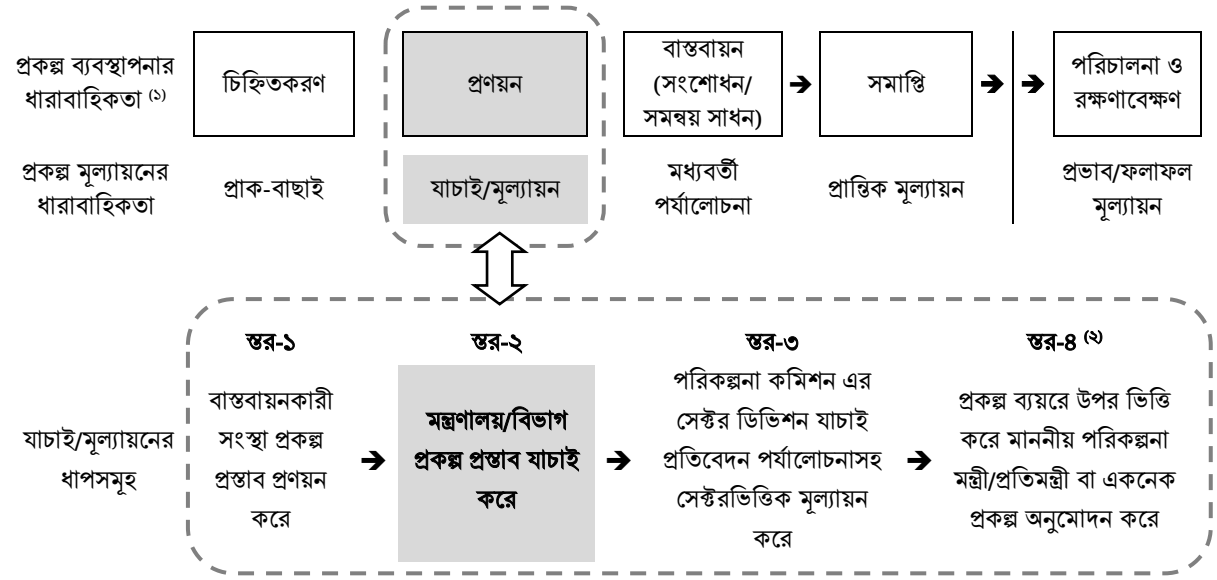

নোট (১)- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তর উপ-অধ্যায় ১-২-৩ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
নোট (২)- বর্তমানে ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহ একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পক্ষান্তরে, ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

চিত্র ১৬ বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় পদ্ধতি

প্রতিটি ধাপে সম্পাদিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

- **ধাপ ১. প্রকল্প নকশা/কাঠামো (Project Design):** বাস্তবায়নকারী সংস্থা উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন করে। সংস্থা প্রকল্প প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ, সামাজিক বিশ্লেষণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও পরিবেশগত প্রভাব যাচাইসহ ডিপিপি প্রণয়নের চাহিদা মাফিক অন্যান্য সকল কার্য/বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর সংস্থা উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিবেচনার জন্য ডিপিপি পেশ করে।
- **ধাপ ২. প্রকল্প যাচাই (Project Assessment):** মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প যাচাই কমিটি ডিপিপি'র মূল্য/গ্রহণযোগ্যতা ও মান যাচাই করে। **মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা 'গ্রিনবুকে' যাচাই পয়েন্টসমূহের আলোকে ডিপিপি পরীক্ষা করে।** পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা এমনভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু ও মতামত সুনির্দিষ্ট করে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় উপস্থাপন করে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে মূল্য ও মানের দিক থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের যোগ্য। প্রকল্প যাচাই কমিটি প্রয়োজনে ডিপিপি'র অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করে। যাচাই কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী ডিপিপি পূণর্গঠনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প যাচাই প্রতিবেদনসহ তা পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন এর বিবেচনার জন্য পেশ করে।
- **ধাপ ৩. প্রকল্প যাচাই প্রতিবেদনের ফলাফল পর্যালোচনা ও সেক্টর ভিত্তিক মূল্যায়ন (Review of Project Assessment Report and Sector Appraisal):** পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন এর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (PEC) মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রণীত প্রকল্প যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ সেক্টরের সার্বিক অগ্রাধিকার এর আলোকে ডিপিপি মূল্যায়ন করে থাকে। পিইসি প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাকে ডিপিপি'র উৎকর্ষ সাধনের জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি'র পূনর্গঠনের পর সেক্টর ডিভিশন পিইসি'র সুপারিশসহ তা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা একনেক এর বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করে।
- **ধাপ ৪. প্রকল্প অনুমোদন (Project Approval):** পিইসি সভার সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুর্ধ্ব ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত এবং একনেক ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন করে থাকে।

উপরে বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের সময়কাঠামো সারণি ৭- এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রক্রিয়করণের সময় কাঠামো

পর্যায়	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	গ্রিনবুকে প্রদত্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের সময় কাঠামো (৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের জন্য)
১	সংস্থা	ধাপ ০.০: ডিপিপি খসড়া প্রস্তুতের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ (প্রকল্প যাচাই কমিটি: PSC)	<u>প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার পূর্বে</u> ধাপ ১.১ ক: ডিপিপি যাচাইয়ের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ধাপ ১.১ খ: প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা আহ্বানের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। <u>প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার পরে</u> ধাপ ১.২.: ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যবিবরণী জারি ধাপ ১.৩: ডিপিপি পুনর্গঠনের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ধাপ ২.১: ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে জনবল যাচাই [১] ধাপ ২.২: ১০ কর্মদিবসের মধ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ (অনুচ্ছেদ ২.৪)
৩	পরিকল্পনা কমিশন (প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি: PEC)	<u>পিইসি সভার পূর্বে</u> ধাপ ৩.১: ২০ কর্মদিবসের মধ্যে মূল্যায়ন (অনুচ্ছেদ ৩.১.৬) ধাপ ৩.২ ক: [যদি ডিপিপি সংস্থায় ফেরত যায়] ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন (অনুচ্ছেদ ৩.১.৭) ধাপ ৩.২ খ: [যদি ডিপিপি সংস্থায় ফেরত না যায়] ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সংশোধন/পরিমার্জনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত PEC সভায় উপস্থাপন (অনুচ্ছেদ ৩.১.৮) ধাপ ৩.৩: পিইসি প্রস্তুতির কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই ধাপ ৩.৪: ৫ কর্মদিবস আগে পিইসি সভা আহ্বানের জন্য নোটিশ জারি (অনুচ্ছেদ ৩.১.৯) <u>পিইসি সভার পরে</u> ধাপ ৪.০: সভা অনুষ্ঠানের ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে পিইসি সভার কার্যবিবরণী জারি (অনুচ্ছেদ ৩.১.৯) ধাপ ৫.০: ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির (CRC) মাধ্যমে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ (বিশেষ ক্ষেত্রে) (অনুচ্ছেদ ৩.১.১০) ধাপ ৬.০: ২০ কর্মদিবসের মধ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন (অনুচ্ছেদ ৩.১.১০) ধাপ ৭.০: পিইসি সভার কার্যবিবরণী জারির পরে যদি ডিপিপি পুনর্গঠনের প্রয়োজন না থাকে তবে একনেকে উপস্থাপনের প্রস্তুতির জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই।
৪	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)	<u>একনেক সভার পূর্বে</u> ধাপ ৮.১: ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে একনেক সভার জন্য কার্যপত্র প্রস্তুত। <u>একনেক সভার পূর্বে</u> ধাপ ৮.২ ক: একনেক সভার পরে সভার কার্যবিবরণি জারির কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই। ধাপ ৮.৩ ক: একনেক সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পাওয়ার ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা বিভাগের ও এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে মন্ত্রণালয় বরাবর অনুমোদন পত্র জারি। (অনুচ্ছেদ ১৬.১.১) ধাপ ৯.০: ০৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থা বরাবর প্রশাসনিক আদেশ জারি। (অনুচ্ছেদ ১৬.১.২) ধাপ ১০: (শর্তাধীন অনুমোদনের ক্ষেত্রে) ১৪ কর্মদিবসের মধ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন (অনুচ্ছেদ ১৬.২.১), পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর/বিভাগের মাধ্যমে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি যাচাই, মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির পরে এবং এনইসি/একনেক ও সমন্বয় শাখার নিকট উপস্থাপন, এনইসি/একনেক এবং সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদন পত্র জারি। (অনুচ্ছেদ ১৬.২.২)

সূত্র: গ্রিনবুক, ২০২২

নোট ১- গ্রিনবুক, ২০২২ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র।

প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র হিসেবে বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির বিবরণ/ব্যাখ্যা বক্স ৫- এ প্রদান করা হলো।

বক্স ৫ বাংলাদেশের সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশের সারকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন, পকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগসমূহ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ মূলত এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোকে নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো।

স্তর (জীবনচক্র)	প্রণীত প্রধান দলিলাদি	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ
নীতি/ পরিকল্পনা (৫-২০ বৎসর)	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (PP) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP)	- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ - পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
কর্মসূচি (১ বৎসর)	বার্ষিক/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP/RADP)	- কার্যক্রম বিভাগ - অর্থ বিভাগ (FD) - অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) - বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED)
প্রকল্প (চলমান)	- উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP)	- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) - মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থায় অবস্থিত পরিবীক্ষণ উইং/শাখা/ইউনিট

উন্নয়ন খাতভুক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো এবং প্রধান সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল কার্যাবলী:

প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	কার্যাবলী
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED)	দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পরিবীক্ষণ করা।
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID)	সামষ্টিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তথ্যাদির পরিবীক্ষণ এবং জনশুমারিসহ অন্যান্য শুমারি পরিচালনা করা।
কার্যক্রম বিভাগ (Programming Division)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়ন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করা।
অর্থ বিভাগ (Finance Division)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর উন্নয়ন বাজেট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD)	উন্নয়ন সহযোগীদের সংস্থাসমূহ দ্বারা অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের বৈদেশিক অর্থের যথাযথ ব্যবহার পরিবীক্ষণ করা।
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED)	বার্ষিক/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পগুলোর মাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সমাপ্তিকালীন প্রান্তিক মূল্যায়ন, এবং সীমিত আকারে মধ্যবর্তী ও প্রভাব মূল্যায়ন করা।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার পরিকল্পনা/পরিবীক্ষণ উইং/শাখা/ইউনিট	মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আইএমইডি'তে প্রতিবেদন পেশ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত রাখা।

১-৪-৩ পরিকল্পনা কমিশনে সেক্টর ডিভিশন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন এর বিষয়সমূহ

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন প্রকল্প মূল্যায়ন এর সময় গ্রিনবুক ২০২২- এ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। উপরন্তু, গ্রিনবুকের অনুচ্ছেদ ১.১-এ তালিকাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই-এ অন্তর্ভুক্ত যাচাই পয়েন্টসমূহও পর্যালোচনা করে।

৩.১.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ প্রকল্পের বিস্তারিত এপ্রেইজাল সম্পন্ন করবে। প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশিত তথ্য উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠতা, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যথার্থতা, দ্বৈততা পরিহার, অন্যান্য প্রকল্প/সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় এপ্রেইজালের জন্য প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ পরিকল্পনা কমিশনে এপ্রেইজালের সময় অনুচ্ছেদ ১ ও ২১-এ উল্লিখিত বিষয়সমূহের পাশাপশি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে.

[এখানে গ্রিনবুক, ২০২২ এর ১.১.১ হতে ১.১.১৬ পর্যন্ত উপ-অনুচ্ছেদে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) যাচাইকালে বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যার পূর্ণ বিবরণ সারণি ৮- এ দেয়া হয়েছে।]

(সূত্র: গ্রিনবুক, ২০২২)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত যাচাই এর ফলাফল পর্যালোচনা করা সেক্টর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারণি ৮- এ গ্রিনবুকে নির্দেশিত যাচাই পয়েন্টসমূহ এবং

সারণি ৯- এ যাচাই পয়েন্টসমূহ ৫টি মূল্যায়ন মানদন্ডের (প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, ও স্থায়িত্বশীলতা) আলোকে শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে।

সেক্টর এপ্রেইজাল ফরমেট প্রকল্প যাচাই ফলাফল (Assessment) পর্যালোচনার একটি কার্যকর মাধ্যম। এটি ব্যবহার করে একই সাথে ৫ টি সুনির্দিষ্ট মানদন্ডের আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন করা যায়। সারণি ১০- এ মূল্যায়নের পয়েন্টসমূহ সারণি ১১- এ উক্ত পয়েন্টসমূহ ৫টি মানদন্ডের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ৫টি মানদন্ড হল- ১) প্রস্তুতি যাচাই; ২) সেক্টর পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের মধ্যেকার সংযোগ, ৩) জনবল ৪) ব্যয়, এবং ৫) অন্যান্য। সার্বিক সেক্টরাল প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ইনপুট, আকার, পরিধি ও ফলাফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ৫টি বিষয় বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি ৮ গ্রিনবুকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই সংক্রান্ত বিষয়সমূহের তালিকা

ক্রমিক	অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
	১.১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কিংবা উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হবে:
১	১.১.১	অ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে সঙ্গতি: প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করবে। একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে উপযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মুখ্য (Lead) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণভাবে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গুচ্ছ/আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।
২	১.১.২	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা: ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ক/খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ (নির্বাহী সার-সংক্ষেপ, ব্যয় প্রাক্কলন, ডিজাইন/কনসেপচুয়াল ডিজাইন ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের গুরুত্ব/প্রকৃতি বিবেচনায় ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
৩	১.১.৩	অংশীজনের মতামত গ্রহণ: উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনে মাঠ প্রশাসন/মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ অংশীজনের মতামত গ্রহণ করতে হবে।
৪	১.১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও সময়াবদ্ধ (Time-bound) হতে হবে। প্রকল্পের শিরোনাম ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এরূপ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
	১.১.৫	দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি:
৫		(ক) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা
৬		(খ) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কৌশল, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা
৭		(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার এবং
৮		(ঘ) সরকারের অগ্রাধিকার ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা থাকতে হবে।
	১.১.৬	সম্পদ প্রাপ্তি বিবেচনা:
৯		(ক) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় প্রাপ্য সম্পদসীমার মধ্যে সীমিত থেকে যৌক্তিক ব্যয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ছকে এমটিবিএফ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নসহ যথার্থতা যাচাই করা
১০		(খ) অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতীত প্রকল্প গ্রহণ না করা এবং
১১		(গ) একই উদ্দেশ্য/প্রকৃতির একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প পৃথকভাবে গ্রহণ না করে সমন্বিত আকারে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
	১.১.৭	সমজাতীয় প্রকল্পের ফলাফল বিবেচনা ও দ্বৈততা পরিহার:

ক্রমিক	অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
১২		(ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমজাতীয় কোন প্রকল্প ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে তার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি উত্তরণের পরিকল্পনা/কৌশল নির্ধারণ
১৩		(খ) পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল ও সুপারিশ, আইএমইডি'র সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র প্রদান এবং
১৪		(গ) এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) কিংবা অন্য কোন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিতকরণ।
	১.১.৮	প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতাঃ
১৫	১.১.৮.১	জনসংখ্যা, জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান, দুর্গম অঞ্চল ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে জোনভিত্তিক ভৌত নির্মাণের ইউনিট ব্যয় (রেট সিডিউল) নির্ধারণ করবে। উক্ত রেট সিডিউল অনুসরণ করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে। এছাড়া নন-সিডিউলড আইটেমের (মেডিকেল, আইসিটি ও অন্যান্য বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি/সামগ্রী/সরঞ্জামাদি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে বাজার দর বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইটেমভিত্তিক একক দর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উক্ত তালিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।
১৬	১.১.৮.২	ক) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি/যথার্থতা উল্লেখসহ পরামর্শক, জনবল, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় বাস্তবভিত্তিককরণ
১৭		(খ) প্রকল্পের আওতায় পরামর্শ সেবা ও যানবাহন ক্রয়ের যৌক্তিকতা
১৮		(গ) একই সংস্থা কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন/যন্ত্রপাতির হালনাগাদ অবস্থা/অবস্থান
১৯		(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়
২০		(ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জমির বর্তমান বাজার দর সংক্রান্ত তথ্য, জমির উপর বিদ্যমান সম্পদ (অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদি) এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন
২১		(চ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Service Outsourcing এর মাধ্যমে ভৌত সেবা ক্রয়ের বিষয় বিবেচনা এবং
২২		(ছ) বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।
২৩		মূল্যস্ফীতির জন্য প্রাইস কনটিনজেন্সি (Price Contingency) খাতে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কোন অঙ্গে (অর্থনৈতিক কোড/সাবকোড অনুযায়ী) অতি সীমিত পরিমাণ অতিরিক্ত ভৌত কাজ সম্পাদনের জন্য ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি (Physical Contingency) খাতে অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে।
	১.১.৯	দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ:
২৪		(ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/অনুন্নত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প হতে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য
২৫		(খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা
২৬		(গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং
২৭		(ঘ) উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।
	১.১.১০	প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ:
২৮		(ক) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয় (Exit Plan)
২৯		(খ) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখকরণ।
৩০	১.১.১১	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময়

ক্রমিক	অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
		ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়।
৩১	১.১.১২	প্রকল্পের মেয়াদ: বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বছর হবে।
৩২	১.১.১৩	তথ্য/উপাত্তের উৎস: ডিপিপিতে প্রদত্ত তথ্য/উপাত্তের উৎস উল্লেখ করতে হবে।
৩৩	১.১.১৪	প্রকল্পের জনবল: প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের রূপরেখা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত পদ/জনবলের ধরণ ও সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির (অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি) সুপারিশ গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) যথাযথভাবে প্রতিফলন করতে হবে। তবে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং/প্রেষণে জনবল নিয়োগের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থাৎ জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে প্রকল্প হতে কোন ব্যয় নির্বাহের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থ বিভাগে গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হবে না।
৩৪	১.১.১৫	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় প্রস্তাবিত জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সার্ভিস সড়ক নির্মাণসহ পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। বিগত একশত বছরের বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় মহাসড়কসমূহ উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া, পর্যায়ক্রমে চার লেন বিশিষ্ট সকল মহাসড়কে এবং মহাসড়ক প্রশস্তকরণের সময় ব্যস্ততম এলাকা ও ইন্টারসেকশনে আন্ডারপাস/ওভারপাস কিংবা ইউলুপ নির্মাণ করতে হবে।
৩৫	১.১.১৬	মহাসড়ক, মহাসড়কে বিদ্যমান/নির্মিতব্য সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল টেকসই করার লক্ষ্যে যানবাহনের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণের জন্য ওজন পরিমাপক যন্ত্র (Weighing Machine) স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে। এছাড়া, গ্রামীণ সড়ক/সেতু দিয়ে যাতে ভারী যানবাহন চলাচল করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সূত্র: গ্রিনবুক, ২০২২।

সারণি ৯ পাঁচটি মূল্যায়ন মানদন্ডে শ্রেণিবিন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই এর বিষয়সমূহ

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
	প্রাসঙ্গিকতা
১.১.১	অ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে সঙ্গতি: প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করবে। একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে উপযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মুখ্য (Lead) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণভাবে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গুচ্ছ/আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।
১.১.৫	দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি:
১.১.৫	(ক) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা
১.১.৫	(খ) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কৌশল, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা
১.১.৫	(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার এবং
১.১.৫	(ঘ) সরকারের অগ্রাধিকার ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা থাকতে হবে।
১.১.৬	সম্পদ প্রাপ্তি বিবেচনা:
১.১.৬	(ক) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় প্রাপ্য সম্পদসীমার মধ্যে সীমিত থেকে যৌক্তিক ব্যয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ছকে এমটিবিএফ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নসহ যথার্থতা যাচাই করা
১.১.৬	(খ) অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতীত প্রকল্প গ্রহণ না করা এবং
১.১.৬	(গ) একই উদ্দেশ্য/প্রকৃতির একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প পৃথকভাবে গ্রহণ না করে সমন্বিত আকারে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
১.১.৭	(গ) এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) কিংবা অন্য কোন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিতকরণ।
১.১.৯	দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ:
১.১.৯	(ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/অনুন্নত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প হতে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য
১.১.৯	(খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা
১.১.৯	(গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং
১.১.৯	(ঘ) উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।
	কার্যকারিতা
১.১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও সময়াবদ্ধ (Time-bound) হতে হবে। প্রকল্পের শিরোনাম ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এরূপ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
	দক্ষতা
১.১.৭	সমজাতীয় প্রকল্পের ফলাফল বিবেচনা ও দ্বৈততা পরিহার:
১.১.৭	(ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমজাতীয় কোন প্রকল্প ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে তার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি উত্তরণের পরিকল্পনা/কৌশল নির্ধারণ
১.১.৭	(খ) পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল ও সুপারিশ, আইএমইডি'র সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র প্রদান
১.১.৮	প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা
১.১.৮.১	জনসংখ্যা, জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান, দুর্গম অঞ্চল ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে জোনভিত্তিক ভৌত নির্মাণের ইউনিট ব্যয় (রেট সিডিউল) নির্ধারণ করবে। উক্ত রেট সিডিউল অনুসরণ করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে। এছাড়া নন-সিডিউলড আইটেমের (মেডিকেল, আইসিটি ও অন্যান্য বিশেষ

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
	ধরণের যন্ত্রপাতি/সামগ্রী/সরঞ্জামাদি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে বাজার দর বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইটেমভিত্তিক একক দর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উক্ত তালিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।
১.১.৮.২	(ক) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি/যথার্থতা উল্লেখসহ পরামর্শক, জনবল, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় বাস্তবভিত্তিককরণ
১.১.৮.২	(খ) প্রকল্পের আওতায় পরামর্শ সেবা ও যানবাহন ক্রয়ের যৌক্তিকতা
১.১.৮.২	(গ) একই সংস্থা কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন/যন্ত্রপাতির হালনাগাদ অবস্থা/অবস্থান
১.১.৮.২	(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়
১.১.৮.২	(ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জমির বর্তমান বাজার দর সংক্রান্ত তথ্য, জমির উপর বিদ্যমান সম্পদ (অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদি) এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন
১.১.৮.২	(চ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Service Outsourcing এর মাধ্যমে ভৌত সেবা ক্রয়ের বিষয় বিবেচনা
১.১.৮.২	(ছ) বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
১.১.৮.৩	মূল্যস্ফীতির জন্য প্রাইস কনটিনজেন্সি (Price Contingency) খাতে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কোন অঙ্গে (অর্থনৈতিক কোড/সাবকোড অনুযায়ী) অতি সীমিত পরিমাণ অতিরিক্ত ভৌত কাজ সম্পাদনের জন্য ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি (Physical Contingency) খাতে অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে।
১.১.১২	প্রকল্পের মেয়াদ: বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বছর হবে।
১.১.১৪	প্রকল্পের জনবল: প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের রূপরেখা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত পদ/জনবলের ধরণ ও সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির (অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি) সুপারিশ গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) যথাযথভাবে প্রতিফলন করতে হবে। তবে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং/প্রেষণে জনবল নিয়োগের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থাৎ জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে প্রকল্প হতে কোন ব্যয় নির্বাহের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থ বিভাগে গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হবে না।
১.১.১৫	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় প্রস্তাবিত জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সার্ভিস সড়ক নির্মাণসহ পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। বিগত একশত বছরের বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় মহাসড়কসমূহ উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া, পর্যায়ক্রমে চার লেন বিশিষ্ট সকল মহাসড়কে এবং মহাসড়ক প্রশস্তকরণের সময় ব্যস্ততম এলাকা ও ইন্টারসেকশনে আন্ডারপাস/ওভারপাস কিংবা ইউলুপ নির্মাণ করতে হবে।
১.১.১৬	মহাসড়ক, মহাসড়কে বিদ্যমান/নির্মিতব্য সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল টেকসই করার লক্ষ্যে যানবাহনের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণের জন্য ওজন পরিমাপক যন্ত্র (Weighing Machine) স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে। এছাড়া, গ্রামীণ সড়ক/সেতু দিয়ে যাতে ভারী যানবাহন চলাচল করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
	প্রভাব
১.১.১১	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়।
	স্থিতিশীলতা
১.১.১০	প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ:
১.১.১০	(ক) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয় (Exit Plan)

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
১.১.১০	(খ) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখকরণ।
	সাধারণ
১.১.২	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা: ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ক/খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ (নির্বাহী সার-সংক্ষেপ, ব্যয় প্রাক্কলন, ডিজাইন/কনসেপচুয়াল ডিজাইন ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের গুরুত্ব/প্রকৃতি বিবেচনায় ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
১.১.৩	অংশীজনের মতামত গ্রহণ: উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনে মাঠ প্রশাসন/মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ অংশীজনের মতামত গ্রহণ করতে হবে।
১.১.১৩	তথ্য/উপাত্তের উৎস: ডিপিপিতে প্রদত্ত তথ্য/উপাত্তের উৎস উল্লেখ করতে হবে।

সূত্র: গ্রিনবুক, ২০২২

সারণি ১০ সেক্টর বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়ন অনুচ্ছেদসমূহ

	অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
	৩.১.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ প্রকল্পের বিস্তারিত এপ্রেইজাল সম্পন্ন করবে। প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশিত তথ্য উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠতা, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যথার্থতা, দ্বৈততা পরিহার, অন্যান্য প্রকল্প/সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় এপ্রেইজালের জন্য প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ পরিকল্পনা কমিশনে এপ্রেইজালের সময় অনুচ্ছেদ ১ ও ২১-এ উল্লিখিত বিষয়সমূহের পাশাপশি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।
১	৩.১.১(১)	একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক সেক্টরের সম্পৃক্ততা থাকলে কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট লিড সেক্টরের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরকে নিয়ে পিইসি সভার পূর্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্পের বিষয়ে প্রয়োজনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
২	৩.১.১(২)	প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
৩	৩.১.১(৩)	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
৪	৩.১.১(৪)	যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে সে সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প বিবেচনার সময় উক্ত সংস্থাকে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে আরও কী পরিমাণ সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক চিত্র বিশদভাবে পরীক্ষা করতে হবে।
৫	৩.১.১(৫)	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের ধরণ ও সংখ্যা জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে এবং বিষয়টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় নিশ্চিত করতে হবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.১৪)।
৬	৩.১.১(৬)	পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ববর্তী পর্যায়ে সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কিংবা বিশেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করতে হবে। তবে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমের জন্য ক্রমাগতভাবে পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ না করে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৭	৩.১.১(৭)	প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে তার যথার্থতা বিশদভাবে পরীক্ষাকরণ এবং সংশোধনের পরিবর্তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
৮	৩.১.১(৮)	২য় কিংবা ৩য় সংশোধনের সময় প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সর্বশেষ অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের (১ম কিংবা ২য় সংশোধিত) সাথে তুলনার পাশাপাশি মূল অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের সাথেও তুলনা করতে হবে। প্রকল্পটি একনেক কিংবা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় সেক্টর-বিভাগের মতামতসহ বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।

	অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
৯	৩.১.১(৯)	প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.৮.৩)। তবে এ দু'টি খাতে সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রকল্পের প্রকৃতি ও কলেবর বিবেচনায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
১০	৩.১.১(১০)	এনইসি/একনেক সভাসমূহে সময়ে সময়ে প্রদত্ত অনুশাসনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র: গ্রিনবুক ২০২২

সারণি ১১ SAF এ তালিকাভুক্ত প্রকল্প মূল্যায়নের অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
	১ প্রস্তুতি যাচাই
৩.১.১(১)	একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক সেক্টরের সম্পৃক্ততা থাকলে কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট লিড সেক্টরের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরকে নিয়ে পিইসি সভার পূর্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্পের বিষয়ে প্রয়োজনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন
৩.১.১(৪)	যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে সে সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প বিবেচনার সময় উক্ত সংস্থাকে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে আরও কী পরিমাণ সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক চিত্র বিশদভাবে পরীক্ষা করতে হবে।
	২.১ সেক্টর পরিকল্পনা
৩.১.১(২)	প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
	২.২ সেক্টর অর্থসংস্থান
৩.১.১(২)	প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
	৩ জনবল
৩.১.১(২)	প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
৩.১.১(৩)	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
৩.১.১(৫)	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের ধরণ ও সংখ্যা জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে এবং বিষয়টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় নিশ্চিত করতে হবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.১৪)।
	৪ ব্যয়
৩.১.১(২)	প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
৩.১.১(৩)	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
৩.১.১(৬)	পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ববর্তী পর্যায়ে সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কিংবা বিশেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করতে হবে। তবে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমের জন্য ক্রমাগতভাবে পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ না করে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩.১.১(৯)	প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.৮.৩)। তবে এ দু'টি খাতে সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রকল্পের প্রকৃতি ও কলেবর বিবেচনায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
	৫.১ অন্যান্য (ডিপিপি সংশোধনের জন্য)
৩.১.১(৭)	প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে তার যথার্থতা বিশদভাবে পরীক্ষাকরণ এবং সংশোধনের পরিবর্তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
৩.১.১(৮)	২য় কিংবা ৩য় সংশোধনের সময় প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সর্বশেষ অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের (১ম কিংবা ২য় সংশোধিত) সাথে তুলনার পাশাপাশি মূল অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের সাথেও তুলনা করতে হবে। প্রকল্পটি একনেক কিংবা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় সেক্টর-বিভাগের মতামতসহ বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।
	৫.২ অন্যান্য
৩.১.১(১০)	এনইসি/একনেক সভাসমূহে সময়ে সময়ে প্রদত্ত অনুশাসনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র: গ্রিনবুক ২০২২

.

অংশ ২

সেক্টর এপ্রেইজাল পদ্ধতি

২ সেক্টর এপ্রেইজাল পদ্ধতি

২-১ সেক্টর এপ্রেইজালের সার্বিক কাঠামো

২-১-১ সেক্টর মূল্যায়ন (এপ্রেইজাল) এর অবস্থান

গ্রিনবুক, ২০২২-এ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, যাচাই/মূল্যায়ন, অনুমোদন এবং সংশোধনসহ সামগ্রিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া আছে। চিত্র ১৭- এ গ্রিনবুকে উল্লিখিত সামগ্রিক পদ্ধতিকে চারটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

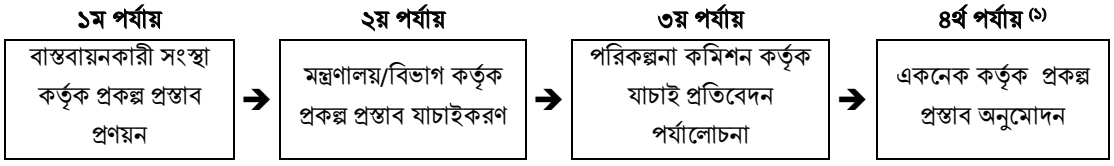

নোট (১)- শুধুমাত্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার প্রাক্কলিত ব্যয় খরচ ৫০ কোটি বা তার অধিক। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১০ কোটি টাকার অধিক প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বা জিওবি অর্থায়নের একটি অংশের যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০%এর বেশি হলে তা অনুমোদন করেন।

চিত্র ১৭ গ্রিনবুকে প্রদত্ত প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের ৪ টি ধাপ

প্রতিটি ধাপের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হলো:

- **১ম পর্যায়- বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন**: বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্প চিহ্নিত ও প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং নির্ধারিত ছক ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রস্তুত করে। ডিপিপি প্রণয়ন করার নিমিত্তে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ, ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ, সামাজিক বিশ্লেষণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, পরিবেশগত প্রভাব যাচাই/মূল্যায়ন, দূর্যোগের প্রভাব যাচাই/মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিশ্লেষণসহ সকল প্রস্তুতিমূলক কাজ পরিচালনা করে। অতঃপর অভ্যন্তরীণ যাচাই সম্পন্ন করে সংস্থা উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিবেচনার জন্য ডিপিপি দাখিল করে।

- **২য় পর্যায়- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব যাচাইকরণ:** মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প যাচাই কমিটি (Project Scrutiny Committee/ Project Assessment Committee (PSC/PAC) ডিপিপি'র উপাদানসমূহের যৌক্তিকতা ও উহাদের মান যাচাই করে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে গ্রিনবুক এ দেয়া যাচাই মানদন্ডের ভিত্তিতে দাখিলকৃত ডিপিপি পরীক্ষা করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা যাচাই কমিটির সভায় কার্যপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প যাচাই সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়গুলো তুলে ধরে, যাতে প্রকল্প প্রস্তাবের উপাদানসমূহ ও উহাদের মান প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। প্রয়োজন বোধে যাচাই কমিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রকল্প প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ সাধনের পরামর্শ প্রদান করে। যাচাই কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে পুনর্বিন্যাসকৃত ডিপিপি প্রাপ্তির পর, মন্ত্রণালয়/বিভাগ যাচাই প্রতিবেদনসহ তা পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের বিবেচনার জন্য দাখিল করে।

- **৩য় পর্যায়- পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক যাচাই প্রতিবেদনের ফলাফল পর্যালোচনা ও প্রকল্প প্রস্তাবের সেক্টরভিত্তিক মূল্যায়ন:** পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এবং প্রকল্প যাচাই কমিটি (প্রকল্প যাচাই কমিটি) কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত মন্ত্রণালয় যাচাই প্রতিবেদনের ফলাফল (এমএআর) পর্যালোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতের দৃষ্টিকোণ থেকে ডিপিপি'র মূল্যায়ন করে। অতঃপর মোট ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা একনেক এর অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটিকে সুপারিশ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত যাচাই প্রতিবেদন এবং ডিপিপি পর্যালোচনাপূর্বক আলোচ্য বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে কার্যপত্র প্রণয়ন এবং পিইসি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়। প্রয়োজন হলে পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি পুনর্বিন্যাসকরণের পর সেক্টর ডিভিশন তা ক্ষেত্রমতে পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে একনেক এর বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য দাখিল করে।

- **৪র্থ পর্যায়- পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা একনেক কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন:** পিইসি'র সুপারিশ পর্যালোচনা করে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সংবলিত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক এবং ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয় সংবলিত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২-১-২ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) এর গঠন এবং কার্যপরিধি

গ্রিনবুকে পিইসির গঠন ও কার্যপরিধি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৩.১.২- সংযোজনী ধ)

অনুচ্ছেদ ৩.১.২- উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব বিশদভাবে পরীক্ষা করত পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মতামত/বিশ্লেষণ সংবলিত কার্যপত্রসহ (সংযোজনী-ড়) প্রকল্প প্রস্তাবটি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (সংযোজনী-ধ) সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

পিইসি এর কার্যপরিধি:

১. স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির আলোকে ডিপিপি/সমীক্ষা প্রস্তাব সমূহের গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়ন করা;
২. প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের আর্থিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও কারিগরি বাস্তবোপযোগিতা পরীক্ষা করা;
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে এর কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা করা;
৪. প্রকল্প পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তনের নির্দেশনা করা;
৫. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা;
৬. উপরে উল্লিখিত TOR ছাড়াও ধারা ৩, ৪ এবং অন্যান্য ধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা।

প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) এর গঠন:

১) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের সদস্য	সভাপতি
২) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রধান	সদস্য
৩) পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৪) পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৫) আইএমইডির সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি	সদস্য
৬) পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৭) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৮) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৯) অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগের প্রতিনিধি (বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১৩) সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান	সদস্য
১৪) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের যুগ্মপ্রধান	সদস্য সচিব

নোট:
মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণ যুগ্মপ্রধান/যুগ্মসচিব পদ মর্যাদার নিচে হওয়া উচিত নয়।
পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর বিভাগ পিইসিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

গ্রিনবুক ২০২২- এর সংযোজনী ধ অনুযায়ী ১) মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি যুগ্মপ্রধান/যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদার নীচে হওয়া উচিত নয় এবং ২) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর বিভাগ পিইসিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

গ্রিনবুক ২০২২- এ সুনির্দিষ্ট করা না হলেও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনের কার্যপরিধি (TOR) নিম্নরূপ:
প্রকল্প যাচাই কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত যাচাই এর ফলাফল পর্যালোচনা এবং সেক্টরের পলিসির আলোকে পিইসি সভার প্রস্তুতির অংশ হিসাবে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করা;
প্রকল্প সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে প্রকল্পের প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শন করা;
পিইসি সভার জন্য সুনির্দিষ্ট মতামত/মন্তব্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ সহকারে কার্যপত্র (গ্রিনবুকের সংযোজনী ড় অনুযায়ী) প্রস্তুত করা;
পিইসি সভার আয়োজন;
পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা;
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূল্যায়নকৃত/পুনর্গঠিত ডিপিপি ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির কাছে প্রেরণ করা;
PEC এর সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত DPP মূল্যায়ন করা;

পিইসি সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য নথি/সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা;

মূল্যায়িত ডিপিপি পিইসির সুপারিশ সহকারে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর /পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগে প্রেরণ করা।

২-১-৩ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার প্রস্তুতি/সেক্টরে প্রকল্প মূল্যায়ন

পিইসি এর উদ্দেশ্য হল স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)/সমীক্ষা প্রস্তাব মূল্যায়ন করা। এ মূল্যায়ন পদ্ধতি ৬ টি ধাপে সম্পাদন করা হয় যা চিত্র ১৮- এ উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নে সারণি ১২- এ প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। মূল্যায়নের ৬ টি ধাপের মধ্যে ৫ এবং ৬ নং হল পিইসি পরবর্তী ধাপ। এ দুটি ধাপ অন্তর্ভুক্তির কারণ হল পিইসির উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হবে যখন পিইসির সুপারিশ/সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি যথাযথভাবে পুনর্গঠন করা হবে।

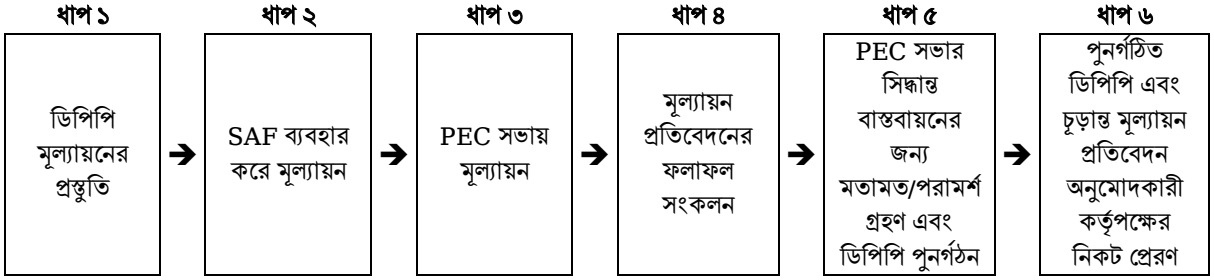

তথ্যসূত্র: SPIMS

চিত্র ১৮ PEC/সেক্টরে মূল্যায়নের ৬টি ধাপ

ডিপিপি'র মান যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের উপযোগী বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত ধাপ ২ থেকে ৫ এর কার্যক্রম চলমান থাকবে।

সারণি ১২ PEC/সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়নের ৬টি ধাপ ও উপ-ধাপ সমূহ

ধাপ (১)	শিরোনাম (১)	উপ-ধাপ সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (১)
১.	ডিপিপি মূল্যায়নের প্রস্তুতি	**(ধাপ ১ এর পূর্বে)** ● পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) **প্রকল্প(২) প্রণয়ন করে** প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) এর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে উপস্থাপন করে। ● পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মঃ/বিঃ) **MAF(৩)** ব্যবহার করে প্রকল্পটি যাচাই করে MAF এবং যাচাই এর ফলাফলসহ ডিপিপি প্রকল্প যাচাই কমিটির (PSC) সভায় উপস্থাপন করে। ● যাচাই কমিটির সভার আলোচনা ও ফলাফল/সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়। পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়ার পর চেক সিট ব্যবহার করে পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মঃ/বিঃ) যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত/পরামর্শ ডিপিপি'তে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে যাচাই প্রতিবেদনসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করবে। ● মন্ত্রণালয়ের যাচাই প্রতিবেদনে ৫ টি দলিল/নথি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ১) পুনর্গঠিত ডিপিপি ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত চেক সিট, ২) যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নেয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি, ৩) যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী, ৪) যাচাই কমিটির সভার কার্যপত্র এবং ৫) পূরণকৃত MAF।

ধাপ [১]	শিরোনাম [১]	উপ-ধাপ সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা [১]
		(পিইসি সভার পূর্বে) ১.১ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে যথাযথ প্রশাসনিক চ্যানেলে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী প্রধান (সেঃ/ডিঃ) বা সহকারী প্রধান (সেঃ/ডিঃ) নিকট প্রেরণ করবেন (এই ম্যনুয়ালে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডেস্ক কর্মকর্তা হিসেবে অবহিত করা হয়েছে)। ১.২ ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি নথিভুক্ত করেন, [সচিবালয় নির্দেশনা অনুযায়ী নথি নং (File code) দেওয়া হয়] ১.৩ ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) আবশ্যিক শর্তসমূহ প্রতিপালন করে সঠিক ভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করেন। ডিপিপি'র আবশ্যিক শর্ত প্রতিপালন এবং প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) সংশ্লিষ্ট উপ-প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (মঃ/বিঃ) (এই ম্যনুয়ালে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডেস্ক কর্মকর্তা হিসেবে অবহিত করা হয়েছে) এর সাথে যোগাযোগ করেন।
২.	SAF ব্যবহার করে মূল্যায়ন	২.১ ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই এর ফলাফল পর্যালোচনা করেন এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার (PEC) কার্যপত্র প্রস্তুতির জন্য SAF ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করেন। **প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলতে মূলত SAF এবং এর সাথে সংযুক্তি আকারে MAF- কে বোঝানো হয়।** ২.২ ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) সেক্টর মূল্যায়নের ফরমেটের (SAF) ভিত্তিতে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার জন্য একটি কার্যপত্র প্রস্তুত করেন এবং সভার আলোচনার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করেন। **সেক্টর মূল্যায়নের ফরমেট কার্যপত্রের সাথে সংযুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়।** ২.৩ যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার কার্যপত্র ও সেক্টর মূল্যায়নের ফলাফল পরীক্ষা করেন। ২.৪ বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার পূর্বে প্রয়োজনে "সেক্টর মূল্যায়নের ফলাফল পরীক্ষা, আলোচনার জন্য চিহ্নিত পয়েন্ট এবং মতামত/মন্তব্য পর্যালোচনার জন্য একটি প্রাক-পিইসি/ পর্যালোচনা সভা আহবান করতে পারেন। **এ সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।** "পর্যালোচনা বা প্রাক পিইসি" সভার আলোচনার ফলাফল প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মকর্তা পিইসি সভার জন্য প্রস্তুত হন। ২.৫ বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) উপরে বর্ণিত সভার কার্যবিবরণীসহ PEC সভার খসড়া কার্যপত্র সংশ্লিষ্ট সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর অনুমোদন ও পিইসি সভার সম্ভাব্য তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য উপস্থাপন করেন। ২.৬ সংশ্লিষ্ট সদস্যের (সেঃ/ডিঃ) সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার নোটিশ জারি করেন। সভার ৫ কর্ম দিবস পূর্বে ডিপিপি, PEC সভার কার্যপত্র, পূরণকৃত SAF ও MAF সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোন বিষয় স্পষ্টিকরনের জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ) এর সাথে যোগাযোগ করবেন।
৩.	PEC সভায় মূল্যায়ন	**(পিইসি সভা চলাকালীন)** ৩.১ প্রধান/যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) সভায় প্রকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং কার্যপত্রে উল্লেখিত আলোচনার বিষয়বস্তু ও সুপারিশসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। ৩.২ প্রতিনিধি (মঃ/বিঃ) এবং প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) উপস্থাপিত বিষয়সমূহ ও সুপারিশের উপর মন্তব্য/মতামত প্রদান করেন। ৩.৩ PEC'র সদস্যগণ কার্যপত্রে উল্লেখিত মতামত/মন্তব্যের আলোকে প্রকল্পটির সার্বিক বিষয়বস্তু, মান ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ৩.৪ PEC'র সদস্যগণ প্রকল্পটি যথাযথ অনুমোদনকারী* কর্তৃপক্ষের নিকট **উপস্থাপন/ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ/ডিপিপি পুনর্গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করেন।**

ধাপ [১]	শিরোনাম [১]	উপ-ধাপ সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা [১]
৪.	মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফল সংকলন	**(পিইসি সভার পর)** ৪.১ ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) **পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করেন।** ৪.২ উপপ্রধান (সেঃ/ডিঃ), যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ), বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) এবং সদস্য (সেঃ/ডিঃ) যথাক্রমে PEC সভার কার্যবিবরণী পরীক্ষা করেন। ৪.৩ সদস্য (সেঃ/ডিঃ)/ PEC সভার চেয়ারম্যান PEC সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। ৪.৪ **ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণী জারি করেন ও কার্যবিবরণীর অনুলিপি সচিব (মঃ/বিঃ), প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) এবং PEC'র সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন।** প্রয়োজনে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত কোন বিষয় স্পষ্টিকরনের জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ) এর সাথে যোগাযোগ করবেন।
৫.	PEC সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মতামত/পরামর্শ গ্রহণ এবং ডিপিপি পুনর্গঠন	৫.১ সচিব (মঃ/বিঃ) এর নিকট PEC সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন। ৫.১.১ সচিব (মঃ/বিঃ) কার্যবিবরণী পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান (মঃ/বিঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান (মঃ/বিঃ), পরিকল্পনা ইউনিট প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) কে ডিপিপি পূনর্গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। ৫.১.২ প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) PEC সভার কার্যবিবরণী পরিকল্পনা ইউনিটে (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) প্রেরণ করে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। পিইসি ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে একটি ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের পর ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। ৫.২ PEC প্রকল্পের **ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের** প্রয়োজন মনে করলে তা সম্পন্ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সচিব (মঃ/বিঃ) এবং প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। ৫.৩ পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) PEC সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ এবং SAF এর মতামত প্রতিফলিত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে এবং **একই সাথে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি প্রস্তুত করে।** ৫.৪ পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) এর অনুমোদন ও স্বাক্ষরসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি সিদ্ধান্ত প্রতিপালন ছকসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করে। ৫.৫ **ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ) সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণিটি পরীক্ষা করেন** এবং মন্তব্য/পরামর্শসহ সচিব (মঃ/বিঃ) এর অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করেন। ৫.৬ সচিব (মঃ/বিঃ) এর অনুমোদন ও স্বাক্ষরসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর নিকট প্রেরণ করা হয়।

ধাপ [১]	শিরোনাম [১]	উপ-ধাপ সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা [১]
৬.	পুনর্গঠিত ডিপিপি এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	৬.১ সদস্য (সেঃ/ডিঃ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে ডিপিপি প্রাপ্তির পর তা যথাযথ প্রশাসনিক চ্যানেলে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন[৪]। ৬.২ ডেস্ক কর্মকর্তা PEC সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং প্রতিফলিত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে কিনা তা চেক সিট, সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি, PEC সভার কার্যবিবরণী ও মূল SAF ব্যবহার করে মূল্যায়ন করেন। ৬.৩ বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) প্রয়োজন মনে করলে পুনর্গঠিত ডিপিপি ও চেক সিট পর্যালোচনার জন্য অভ্যন্তরীণ সভা করতে পারেন। ৬.৪ সদস্য (সেঃ/ডিঃ) পুনর্গঠিত ডিপিপি ও চেক সিট মূল্যায়ন করেন ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। যখন কিছু অমীমাংসিত বিষয় আলোচনার জন্য পুনরায় PEC সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন ধাপ-২ থেকে ৫ পর্যন্ত কার্যক্রম পুনরায় অনুসরণ করতে হবে যাতে **ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়।** ৬.৫ ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বাক্ষরে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অথবা একনেক এর বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করেন। ৬.৬ সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর অনুমোদনক্রমে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি, মন্ত্রণালয় যাচাই প্রতিবেদনসহ সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপ নির্ধারিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নিকট অথবা পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং-এ প্রেরণ করবেন। সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত ৫ টি নথি/দলিল থাকবে: ১) পুনর্গঠিত ডিপিপি ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত চেক সিট; ২) PEC'র সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ প্রতিপালন সারণি; ৩) PEC সভার কার্যবিবরণী; ৪) PEC সভার কার্যপত্র; ৫) পূরণকৃত SAF এবং ৬) [সংযুক্তি] মন্ত্রণালয় যাচাই প্রতিবেদন। অমীমাংসিত কোন বিষয় স্পষ্টিকরণের জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃবিঃ) এর সাথে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) এর সাথে যোগাযোগ করবেন।

Legend: মঃ/বিঃ- মন্ত্রণালয়/বিভাগ। সেঃ/ডিঃ- পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ/ডিভিশন
সূত্র: SPIMS

নোট ১- এই সারণিতে উল্লিখিত ধাপ ও শিরোনাম নিম্নে বর্ণিত উপ-অধ্যায়সমূহের ধাপ ও শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
নোট ২- প্রকল্প প্রণয়নের জন্য "ডিপিপি প্রণয়নের হ্যান্ডবুক" দেখুন।
নোট ৩- মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ডিপিপি যাচাই এর জন্য "মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে বিনিয়োগ প্রকল্প যাচাই করার ম্যানুয়াল" দেখুন।
নোট ৪- নির্ধারিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় (উপর থেকে নিচে এবং তদ্বিপরীত) সদস্য (সেঃ/ডিঃ)/সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর একান্ত সচিব, সচিব (মঃ/বিঃ) এর কাছ থেকে ডিপিপি গ্রহণ করেন। সদস্য (সেঃ/ডিঃ) বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) এর কাছে ডিপিপি পাঠান। বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) এর কাছে ডিপিপি পাঠান। যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি উপপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) এর কাছে ডিপিপি প্রেরণ করেন। উপপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি ডেস্ক অফিসার (সেঃ/ডিঃ): সিনিয়র সহকারী প্রধান (সেঃ/ডিঃ) বা সহকারী প্রধান (সেঃ/ডিঃ) এর নিকট ডিপিপি প্রেরণ করেন।

২-১-৪ প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপে প্রণীত দলিল/প্রতিবেদনসমূহ

প্রতিটি স্তরে প্রস্তুতকৃত নথি/দলিলসমূহ আবশ্যিকভাবে পরবর্তী স্তরে উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিটি স্তরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাগণকে চিত্র ১৯- এ উল্লেখিত কার্য সম্পাদন করতে হবে। প্রতিটি স্তরে সম্পাদিত কার্যাদি বোল্ড অক্ষরে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সম্পাদিত কাজের বিষয়বস্তু ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এসমস্ত নথি/দলিলের মধ্যকার সংযোগ নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে:

ধাপ ১: ডিপিপি প্রাপ্তির পর নথিভূক্ত করা হয়।
ধাপ ২: ডিপিপি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে SAF প্রস্তুত করা হয়।
ধাপ ৩: SAF এর ভিত্তিতে PEC সভার কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয়।
ধাপ ৪: PEC সভার কার্যপত্র, সভার আলোচনা, সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত অন্তর্ভূক্ত করে সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হয়।
ধাপ ৫: PEC সভার কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে দুই কলাম বিশিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি ও পুনর্গঠিত ডিপিপি বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।
ধাপ ৬: পুনর্গঠিত ডিপিপি'র ভিত্তিতে চেক সিট প্রস্তুত করা হয়। যদি ডিপিপি'র বিষয়বস্তু ও মান উপযুক্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনযোগ্য প্রতীয়মান বলে বিবেচিত হয় তাহলে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অথবা একনেক সভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়।

এই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় অর্থাৎ, "পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন" শেষে মূল্যায়িত ডিপিপি এবং সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদন: SAF এবং চেক সিট উপস্থাপন করা হয়।

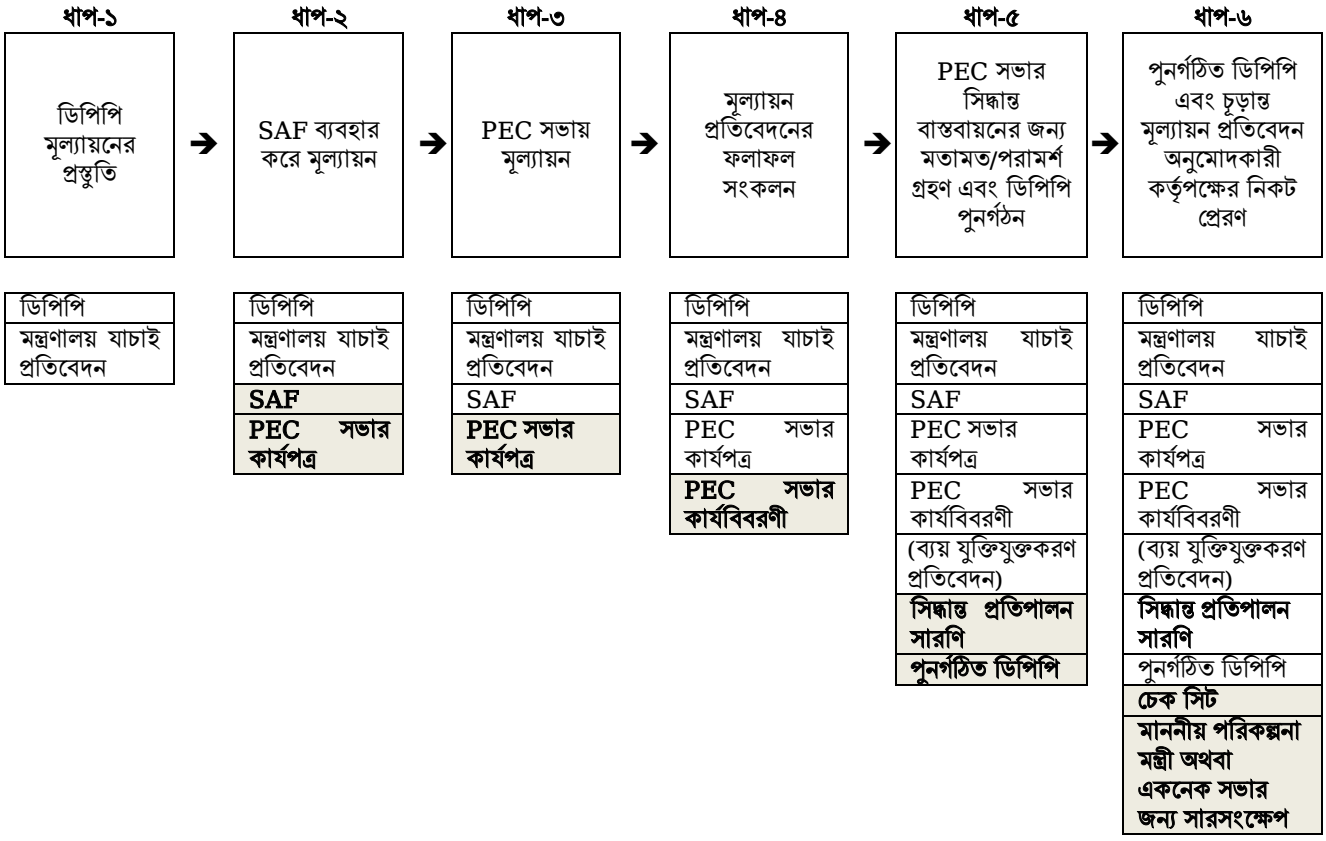

চিত্র ১৯ প্রতিটি ধাপে প্রণীত দলিল প্রতিবেদনসমূহ

২-২ ধাপ ১: ডিপিপি মূল্যায়নের প্রস্তুতি

এই অধ্যায়ে "ডিপিপি গ্রহণ ও মূল্যায়ন প্রস্তুতির" বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মূল্যায়ন হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ যা PEC সভার প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে চিত্র ২০- এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ ও উপ-ধাপ দেখানো হয়েছে। ১ নং ধাপে নীচের উপ-ধাপগুলো ক্রমানুসারে সম্পন্ন করা হয়। এদের মধ্যে পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে উপ-ধাপসমূহে (চিত্র ২০) সম্পাদিত কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(ধাপ ১ এর পূর্বে)

- পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) **প্রকল্প প্রণয়ন করে** প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) এর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে উপস্থাপন করে।
- পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মঃ/বিঃ) **MAF** ব্যবহার করে প্রকল্পটি যাচাই করে MAF এবং যাচাই এর ফলাফলসহ ডিপিপি প্রকল্প যাচাই কমিটির (PSC) সভায় উপস্থাপন করে।
- যাচাই কমিটির সভার আলোচনা ও ফলাফল/সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়। পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়ার পর চেক সিট ব্যবহার করে পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মঃ/বিঃ) যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত/পরামর্শ ডিপিপি'তে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে যাচাই প্রতিবেদনসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করবে।
- মন্ত্রণালয়ের যাচাই প্রতিবেদনে ৫ টি দলিল/নথি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ১) পুনর্গঠিত ডিপিপি ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত চেক সিট, ২) যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নেয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি, ৩) যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী, ৪) যাচাই কমিটির সভার কার্যপত্র এবং ৫) পূরণকৃত MAF।

(পিইসি সভার পূর্বে)

- উপ-ধাপ ১.১: প্রধান (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে যথাযথ প্রশাসনিক চ্যানেলে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী প্রধান (সেঃ/ডিঃ) বা সহকারী প্রধান (সেঃ/ডিঃ) নিকট প্রেরণ করবেন (এই ম্যনুয়ালে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডেস্ক কর্মকর্তা হিসেবে অবহিত করা হয়েছে)।
- উপ-ধাপ ১.২: ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি নথিভুক্ত করেন, [সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নথি নং (File code) দেওয়া হয়]
- উপ-ধাপ ১.৩: ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) আবশ্যিক শর্তসমূহ প্রতিপালন করে সঠিক ভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করেন।

ডিপিপি'র আবশ্যিক শর্ত প্রতিপালন এবং প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) সংশ্লিষ্ট উপ-প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (মঃ/বিঃ) (এই ম্যনুয়ালে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডেস্ক কর্মকর্তা হিসেবে অবহিত করা হয়েছে) এর সাথে যোগাযোগ করেন।

এ অধ্যায়ের ক্রিয়াকেন্দ্র

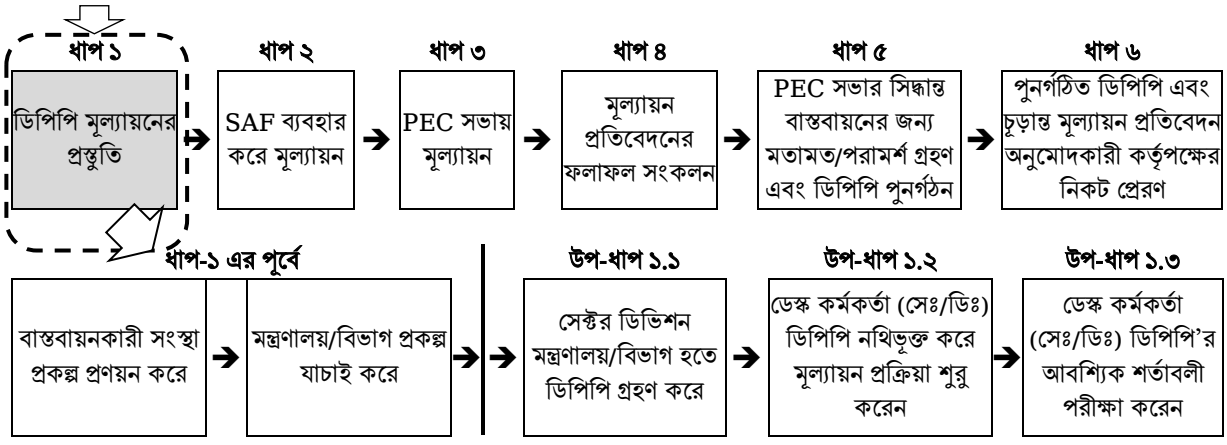

চিত্র ২০ ধাপ ১ "ডিপিপি মূল্যায়নের প্রস্তুতি"

[নোট] উপ-ধাপ ১ (ধাপ-১ এর পূর্বে) সংস্থা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে "ডিপিপি প্রণয়নের হ্যান্ডবুক " এবং উপ-ধাপ ২ (ধাপ-১ এর পূর্বে) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প যাচাই এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক "প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই করার ম্যানুয়াল" দেখা যেতে পারে।

২-২-১ ডিপিপি নথিভুক্ত ও নিবন্ধনকরণ

সেক্টর ডিভিশনের ডেস্ক কর্মকর্তা প্রাপ্ত ডিপিপি নথিভুক্ত করবেন। বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী ডিপিপি নথিভুক্ত করা হয় এবং নথি নম্বর (File Code) প্রদান করা হয়।

[নোট] সংস্থায় ব্যবহৃত নথি নম্বর সাময়িক প্রকল্প কোড হিসাবে বিবেচিত হতে পারে অথবা বিকল্প হিসাবে সংস্থা বা মন্ত্রণালয়/বিভাগ ডিপিপি প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের নিজস্ব একটি প্রকল্প কোড সংযোজন করতে পারে। বর্তমান প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পটি অনুমোদনের পর অর্থবিভাগ কর্তৃক আনুষ্ঠানিক 'প্রকল্প কোড' প্রদান করা হয়।

২-২-২ ডিপিপি'র আবশ্যিক শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা

সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন শুরু করার পূর্বে ডিপিপি'র আবশ্যিক শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা সংস্থার পরিকল্পনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করতে পারেন। মুলত: ডিপিপি'র আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণের বিষয়টি পরীক্ষা করেন ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ)। প্রকল্প মূল্যায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ডেস্ক কর্মকর্তা সারণি ১৩- এ উল্লিখিত বিষয়গুলো পরীক্ষা করবেন। ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে প্রেরণের পূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সারণি ১৩- এর ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত বিষয়গুলো পরীক্ষা করবেন; তবে পরিকল্পনা কমিশন এ সমস্ত বিষয় ও তথ্যাদি পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা ও নিশ্চিত করবে।

প্রকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে যাচাই ফলাফল পর্যালোচনার জন্য সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক সারণি ১৩- এর ০ নং ক্রমিকে উল্লেখিত "মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই ফরমেট ও চেক সিট" সংগ্রহ করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব PEC তে উপস্থাপনের পূর্বে কোন বিষয় নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন মনে করলে ডেস্ক কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করতে পারেন। যদি বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং সংস্থা কর্তৃক পুনঃবিবেচনাযোগ্য ও ডিপিপি পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয় তাহলে সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর অনুমোদনক্রমে ডিপিপি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত পাঠাবে।

সেক্টর ডিভিশন- এ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা শাখা এবং সংস্থার পরিকল্পনা ইউনিটের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি 'টাস্ক টিম' গঠন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত টিমের গঠন এবং কার্যপরিধি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

টাস্ক টিমের গঠন:

- যুগ্মপ্রধান/উপপ্রধান (সেঃ/ডিঃ);
- ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ);
- পরিকল্পনা অনুবিভাগের প্রতিনিধি (মঃ/বিঃ);
- ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ);
- পরিকল্পনা ইউনিট প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা);
- ডেস্ক কর্মকর্তা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)।

টাস্ক টিমের কার্যপরিধি:

- প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়ে তথ্য ও মতবিনিময়।

বিকল্প হিসাবে, সেক্টর ডিভিশন আনুষ্ঠানিক PEC সভার পূর্বে পর্যালোচনা/প্রাক-পিইসি সভা আয়োজন করে সভায় পিইসি সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে পারে। পর্যালোচনা/প্রাক-পিইসি সভার সদস্যগণ টাস্ক টিমের সদস্যগণের অনুরূপ হতে পারেন।

সারণি ১৩ ডিপিপি মূল্যায়নের মৌলিক চাহিদা পূরণের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের তালিকা

	যে আইটেমগুলো পরীক্ষা করতে হবে		পরীক্ষিত
০	ডিপিপিতে নিম্নে উল্লিখিত যাচাই প্রতিবেদনসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা? ১. চেক সিট ২. প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তুতকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি ৩. প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যবিবরণী ৪. প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র ৫. পূরণকৃত MAF		
১	ডিপিপি'তে সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর দেয়া হয়েছে কিনা?		
২	সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা সংক্রান্ত পরিপত্রে প্রদত্ত ডিপিপি ছকের নির্ধারিত ৩৩ টি (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে ৩৪ টি) আইটেম পর্যায়ক্রমিকভাবে পূরণ/সম্পাদন করা হয়েছে কিনা?		
৩	নিম্নোক্ত নির্ধারিত সকল সংযোজনীগুলো সংযুক্ত আছে কিনা?		
	সংযোজনী ১- প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন		
	সংযোজনী ২- প্রকল্পের জনবল কাঠামো (প্রস্তাবিত কাঠামোর অর্গানোগ্রামসহ)		
	সংযোজনী ৩- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য, পুর্তকাজ ও সেবা)		
	সংযোজনী ৪- বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের পরিকল্পনা		
	সংযোজনী ৫- প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী		
	সংযোজনী ৬- ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (শুধুমাত্র সরকারি ঋণের অর্থে গৃহীত প্রকল্প)		
	সংযোজনী ৭- প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা		
৪	নিম্নোক্ত নির্ধারিত সকল সংযুক্তিগুলো সংযুক্ত আছে কিনা?		
	সংযুক্তি ১: প্রকল্প এলাকা (মানচিত্র)		
	সংযুক্তি ২: প্রাক-মূল্যায়ন/প্রাক বিনিয়োগ সমীক্ষার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশের সারমর্ম		
	সংযুক্তি ৩: আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের গণনা সিট		
	সংযুক্তি ৪: প্রধান অঙ্গসমূহের স্পেসিফিকেশন/নকশা		
	সংযুক্তি ৫: পরিবেশগত প্রভাব যাচাই (EIA) প্রতিবেদন (যদি প্রস্তাবিত প্রকল্প লাল শ্রেণিভুক্ত হয়)		
	সংযুক্তি ৬: পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ		
	সংযুক্তি ৭: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SDG, মন্ত্রণালয়/সেক্টরের অগ্রাধিকার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার কপি		
৫	কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ডিপিপি পরীক্ষা করার জন্য সংস্থা প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সভার কার্যপত্র/কার্যবিবরণী সংযুক্ত আছে কিনা?		
৬	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে হলে	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত, অনুমোদিত ও সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?	
৭	উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে	৭.১- পিডিপিপি (PDPP) প্রস্তুত ও অনুমোদিত কিনা এবং তা সংযুক্ত আছে কিনা?	
		৭.২- ঋণ চুক্তি/MoU/মূল্যায়ন রিপোর্ট ডিপিপি-র সাথে সংযুক্ত আছে কিনা?	
৮	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের ক্ষেত্রে	৮.১- যদি জিওবি থেকে তহবিল প্রয়োজন হয়, তাহলে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি প্রাপ্ত কিনা এবং তা ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত কিনা?	
		৮.২- যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল প্রকল্পে বিনিয়োগ করে, তাহলে অর্থ বিভাগ থেকে অনাপত্তিপত্র" প্রাপ্ত এবং ডিপিপি'তে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?	
৯	ভূমি অধিগ্রহণ জড়িত থাকলে	ভূমি ছাড়পত্র (জেলা প্রশাসক হতে প্রত্যয়নকৃত) প্রয়োজন হলে, তা সংযুক্ত আছে কিনা?	
১০	পুনর্বাসন জড়িত থাকলে	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা সংযুক্ত আছে কিনা?	
১১	Disaster Impact Assessment- DIA প্রয়োজন হলে	আপৎকালীন পরিকল্পনাসহ Disaster Impact প্রতিবেদন সংযুক্ত আছে কিনা?	
১২	স্থায়িত্বশীলতা	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা/ এক্সিট প্ল্যান আছে কিনা?	
১৩	অন্যান্য	প্রযুক্তিগত পরীক্ষার প্রয়োজনীয় রিপোর্ট (মাটি পরীক্ষা, ডিআইএ এবং অন্যান্য) সংযুক্ত আছে কিনা?	

* ডিপিপি'তে দুইটি (২) অংশ, ৩৩/৩৪* টি আইটেম, এবং সাতটি (৭) নির্ধারিত সংযোজনী ও সাতটি (৭) সহায়ক সংযুক্তি রয়েছে।

২-৩ ধাপ ২: SAF ব্যবহার করে মূল্যায়ন

"এই অধ্যায়ে SAF এর মাধ্যমে সেক্টর মূল্যায়নের ব্যবহারিক নির্দেশনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি PEC'র সার্বিক প্রস্তুতির ২য় ধাপ যা চিত্র ২১- এ দেখানো হয়েছে। ২য় ধাপে নিম্নের উপ-ধাপগুলো ক্রমান্বয়ে সম্পাদন করা হয়। এর মধ্যে পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

- উপ-ধাপ ২.১: ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই এর ফলাফল পর্যালোচনা করেন এবং প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার (PEC) কার্যপত্র প্রস্তুতির জন্য SAF ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করেন। **প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলতে মূলত SAF এবং এর সাথে সংযুক্তি আকারে MAF- কে বোঝানো হয়।**
- উপ-ধাপ ২.২: ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) ভিত্তিতে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার জন্য একটি কার্যপত্র প্রস্তুত করেন এবং সভার আলোচনার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করেন। **সেক্টর মূল্যায়নের ফরমেট কার্যপত্রের সাথে সংযুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়।**
- উপ-ধাপ ২.৩: যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার কার্যপত্র ও সেক্টর মূল্যায়নের ফলাফল পরীক্ষা করেন।
- উপ-ধাপ ২.৪: বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার পূর্বে প্রয়োজনে "সেক্টর মূল্যায়নের ফলাফল পরীক্ষা, আলোচনার জন্য চিহ্নিত পয়েন্ট এবং মতামত/মন্তব্য পর্যালোচনার জন্য একটি প্রাক-পিইসি/ পর্যালোচনা সভা আহবান করতে পারেন। **এ সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।**

  "পর্যালোচনা বা প্রাক পিইসি" সভার আলোচনার ফলাফল প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মকর্তা পিইসি সভার জন্য প্রস্তুত হন।
- উপ-ধাপ ২.৫: বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) উপরে বর্ণিত সভার কার্যবিবরণীসহ PEC সভার খসড়া কার্যপত্র সংশ্লিষ্ট সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর অনুমোদন ও পিইসি সভার সম্ভাব্য তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য উপস্থাপন করেন।
- উপ-ধাপ ২.৬: সংশ্লিষ্ট সদস্যের (সেঃ/ডিঃ) সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার নোটিশ জারি করেন। সভার ৫ কর্ম দিবস পূর্বে ডিপিপি, PEC সভার কার্যপত্র, পূরণকৃত SAF ও MAF সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

  প্রয়োজনে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোন বিষয় স্পষ্টিকরণের জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ) এর সাথে যোগাযোগ করবেন।

* গ্রিনবুক ২০২২ এর সংযোজনী 'ড' তে কার্যপত্রের একটি নমুনা দেওয়া আছে।

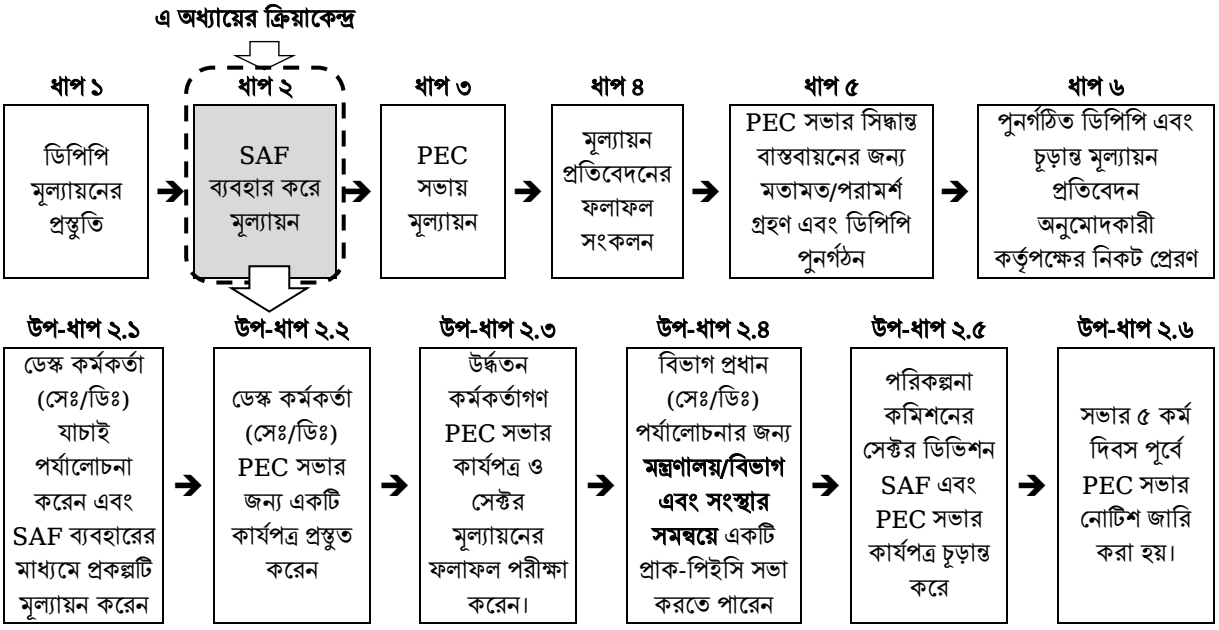

চিত্র ২১ ধাপ ২ "SAF এর মাধ্যমে এপ্রেইজাল প্রস্তুতি"

২-৩-১ SAF-এ উল্লেখিত মূল্যায়ন মানদন্ড

(১) SAF এর উদ্দেশ্য

SAF পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়নের মানদন্ড সমন্বিত একটি সুগঠিত কাঠামো যার মাধ্যমে সেক্টরের উন্নয়ন কৌশল এবং বহুবার্ষিক বিনিয়োগ কর্মসূচির আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ করা যায়।

(২) SAF এর বিষয়বস্তু

প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য গ্রিনবুকে উল্লেখিত সকল মানদন্ড SAF এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা এই ম্যানুয়েলের অংশ -১ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। SAF এ নিম্নের পাঁচ (৫) টি অংশ রয়েছে:

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা: প্রকল্প যাচাই এর কার্যক্রম রেকর্ড করা;
প্রস্তুতি যাচাই: প্রকল্পটি সেক্টর কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত কিনা;
অংশ ১. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যাদি: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ও ব্যয়-আয় বিশ্লেষণের পর্যালোচনাসহ ডিপিপি'তে মৌলিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
অংশ ২. সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের সাথে সম্পৃক্ততা: প্রকল্পের উন্নয়নসূচক সমূহ সেক্টরের উন্নয়ন নীতি ও কৌশল পত্রের (SSP) সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা এবং প্রকল্পের বিনিয়োগ ও পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের বাজেট পরিকল্পনা ও বহুবার্ষিক বিনিয়োগ কর্মসূচির সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা;
অংশ ৩. জনবল কাঠামোর যৌক্তিকতা: প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোর যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা। জনবল কাঠামোর যৌক্তিকতা, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকালীন জনবলের প্রয়োজনীয়তার আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে;
অংশ ৪. ব্যয়ের যৌক্তিকতা: প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন যথাযথ কিনা এবং প্রকল্প সৃষ্ঠ সুবিধা/সেবাসমূহ আর্থিকভাবে টেকসই হবে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
অংশ ৫. যাচাইকৃত ফলাফল পর্যালোচনা করা (মূল্যায়নের মানদন্ড): মূল্যায়নের মানদন্ড ব্যবহার করে প্রকল্পের ভ্যালু/উপযোগ নির্ধারণ করা।

অধ্যায় ৩-৪ এ সেক্টর কৌশলপত্র ও বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সারণি ১৪- এ SAF এর পাঁচ (৫) টি অংশ ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>প্রতিটি বিষয়ের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই ম্যানুয়েলের অংশ ৩ এ দেওয়া হয়েছে।</u>

সারণি ১৪ সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট এর বিষয়বস্তু

অংশ	বিষয়সমূহ	মানদন্ড/ প্রশ্নসমূহ
০	প্রচ্ছদ পাতা	● প্রকল্পের নাম ● ডিপিপি প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের তারিখ ● ডিপিপিতে সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরের তারিখ ● মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি সুপারিশের তারিখ ● পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে ডিপিপি প্রেরণের তারিখ ● পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখ ● ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখ ● মূল্যায়নের ফল পুনঃনিরীক্ষণ ও সেক্টর কর্তৃক মূল্যায়নের (PEC Preparation) Track Record ● চেক সিট ব্যবহার করে পুনর্গঠিত DPP ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক নিশ্চিতকরণ ● সভাপতি, পিইসি কর্তৃক ডিপিপি সুপারিশের তারিখ ● এনইসি-একনেক ও সমন্বয় শাখা, পরিকল্পনা বিভগে ডিপিপি প্রেরণের তারিখ
	প্রস্তুতি যাচাই	ক: সেক্টর ডিভিশন ১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ২. প্রকল্প যাচাই কমিটি ৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ

অংশ	বিষয়সমুহ	মানদন্ড/ প্রশ্নসমুহ
		১. সংস্থার কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা ২. সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ৩. বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৪. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]: সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ ৫. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]: জনবল নির্ধারণ কমিটি খ-২ ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজণিত ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ ১. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২. পরিবেশগত বিবেচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি খ-৩ অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন ১. অ্যালোকেশন অব বিজনেস ২. সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ
১	প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি	১. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহ ৩. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ ৪. প্রকল্পের পরিকল্পিত মেয়াদ (মাস, বছর) ৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ৬. প্রকল্পের এলাকা/স্থান ৭. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ক. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ খ. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ
২	সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা	১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা ২. বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা
৩	জনবলের প্রাসঙ্গিকতা	১. প্রকল্পের জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদির নিশ্চিতকরণ ২. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল ৩. প্রকল্প পরিচালনার সময় জনবল (O&M)
৪	ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা	১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন ২) প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ৪) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্কলন
৫	মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড)	১. প্রাসঙ্গিকতা ২. কার্যকারিতা ৩. দক্ষতা ৪. প্রভাব ৫. স্থায়িত্বশীলতা ৬. ঝুঁকি

সুত্র: SAF

২-৩-২ PEC সভার কার্যপত্রের বিষয়বস্তু

PEC সভার কার্যপত্রে মূল্যায়নের ফলাফল, আলোচ্য বিষয় এবং প্রস্তাবিত সমাধান/পরামর্শ অন্তর্ভূক্ত থাকে। PEC'র সদস্যবৃন্দ কার্যপত্রে উল্লেখিত বিষয় ও পরামর্শসমূহ সভায় আলোচনা করেন। বিশদভাবে আলোচনা শেষে PEC সভা ডিপিপি'টি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনযোগ্য হলে অনুমোদনের সুপারিশ করে। আর ডিপিপি'তে কোন তথ্য উপাত্তের ঘাটতি থাকলে কিভাবে তা পূরণ করে ডিপিপি'র উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করে।

PEC সভার কার্যপত্র এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে: "যে সমস্ত বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রয়োজন সে সমস্ত বিষয়ের সাজানো তালিকা" এবং "নির্দিষ্ট বিষয়ে সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উৎকর্ষ সাধনের পরামর্শ সংক্রান্ত সভায় উপস্থাপিত নোট।"

গ্রিনবুক ২০২২ এর ৩.২.২- অনুচ্ছেদ ৩.১.১ এ বর্ণিত বিষয়সমূহের আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব বিশদভাবে পরীক্ষা করতঃ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মতামত/বিশ্লেষণ সংবলিত কার্যপত্রসহ (সংযোজনী-ড়) প্রকল্প প্রস্তাবটি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (সংযোজনী-ধ) সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা কার্যপত্রের ১২ নং আইটেমকে সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট ব্যবহার করে এর ফলাফলের সাথে প্রতিস্থাপন করবেন। অর্থাৎ, সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট এ উল্লিখিত মন্তব্য এবং পরামর্শসমূহ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির কার্যপত্র এর আইটেম ১২ তে উপস্থাপন করবেন। বক্স ৬- এ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির কার্যপত্র এর বিষয়সমূহ দেখানো হল:

বক্স ৬ কার্যপত্রের বিষয়বস্তু/সূচিপত্র

১। প্রকল্পের নাম
২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৩। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
৫। প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও উৎস
৬। প্রকল্প এলাকা
৭। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অবস্থান ও বরাদ্দ
৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য
৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/আউটপুট
১০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন
১১। প্রকল্প সংশোধনের কারণ (সংশোধিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে)
১২। পরিকল্পনা কমিশনের/মন্ত্রণালয়ের বিশ্লেষণ

(ক) প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ

- প্রকল্পের উপকারভোগী, উন্নয়ন সমস্যা (Development Problem)
- প্রকল্পের মাধ্যমে কি সুফল (Benificial Consequence) অর্জিত হবে; প্রকল্প গ্রহণ না করলে কি ক্ষতি হবে তার বিশ্লেষণ
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও সময়াবদ্ধ (Time-bound) হয়েছে কি না

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এবং জাতিসংঘ/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি বিশ্লেষণ

(গ) উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে প্রকল্পটি নীতিগতভাবে (In Principle) গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হলে নিম্নের বিষয়সমূহ বিশ্লেষণঃ

- প্রকল্পের অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের যথার্থতা
- প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু; দারিদ্র হ্রাস, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, ইত্যাদি ইস্যুর ওপর প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব (সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণসহ) বিশ্লেষণ
- প্রকল্পের ডিজাইন এবং Logical Framework বিশ্লেষণ; লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট, ইনপুট ও এক্টিভিটি এর মধ্যকার সম্পর্ক এবং এগুলো পরিমাপের নির্দেশক, পরিমাপের উৎস এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- পরিচালন বাজেটের আওতাভুক্ত কর্মসূচি এবং অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা বিশ্লেষণ
- প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের সুবিধা/উপকারসমূহের স্থায়িত্ব (Sustainability) বিশ্লেষণ
- প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা পরীক্ষা করা
- চলমান প্রকল্পের দায়সহ বিবেচ্য প্রকল্পের দায়ের বিষয় পরীক্ষা করা
- প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা

(ঘ) প্রকল্পে প্রস্তাবিত জনবলের ধরন, সংখ্যা, যোগ্যতা, নিয়োগের ধরন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ

(ঙ) সংশোধিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

(চ) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াবলী

সূত্র: গ্রিনবুক ২০২২

২-৩-৩ পর্যালোচনা সভা বা প্রাক- PEC সভা

পর্যালোচনা সভা বা প্রাক-পিইসি সভায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পিইসি সভায় মূল্যায়নের যোগ্য কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সদস্যগণ মূলত সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক খসড়া কার্যপত্রে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ আলোচনা করবেন। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে PEC সভার খসড়া কার্যপত্র সংশোধন করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার পরিকল্পনা শাখা PEC সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে কার্যপত্রে উল্লেখিত পরামর্শ/সুপারিশসমূহের উত্তর প্রদান করেন।

পর্যালোচনা সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করতে পারেন:
বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ);
যুগ্মপ্রধান এবং/অথবা উপপ্রধান (সেঃ/ডিঃ);

- ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ)।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে পর্যবেক্ষক হিসাবে পর্যালোচনা সভা বা প্রাক PEC সভায় আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

পর্যালোচনা সভা বা প্রাক-পিইসি সভার কার্যপরিধি নিম্নরূপ হতে পারে:
পিইসি সভার আলোচ্য বিষয় প্রস্তুত করা এবং পিইসি সভার সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর নিশ্চিত করা।
প্রকল্প মূল্যায়ন প্রস্তুতির ফলাফল আলোচনা করা।
ডিপিপিতে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি এমন বিষয় স্পষ্টিকরণ।

সারণি ১৫- এ পর্যালোচনা সভা বা প্রাক-পিইসি সভার আলোচ্যসূচির নমুনা দেওয়া হলো:

সারণি ১৫ পর্যালোচনা সভা বা প্রাক-পিইসি সভার আলোচ্যসূচির নমুনা

বিষয়সমূহ	দায়িত্ব
উদ্বোধনী বক্তব্য	বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ)
প্রকল্প উপস্থাপন (আলোচনার বিষয়বস্তু ও সুপারিশসমূহ)	যুগ্ম-প্রধান/ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উত্তর/মতামত	পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মঃ/বিঃ) এবং বাস্তনায়নকারী সংস্থা
আলোচনা	সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ
উপসংহার	সভাপতি

২-৩-৪ PEC সভার নোটিশ ও মতামত প্রেরণ

গ্রিনবুক ২০২২- এ PEC সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে পাঁচ (৫) দিন পূর্বে আবশ্যিকভাবে সভার নোটিশ জারীর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। নোটিশের সাথে PEC সভার কার্যপত্র, পূরণকৃত SAF সহ MAF প্রতিবেদন সংযুক্ত করে PEC সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করতে হবে। PEC'র সদস্যগণ সভার পূর্বে আলোচনার বিষয়বস্তু, প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ ও সেক্টর মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ পরীক্ষা করবেন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে তাদের মতামত প্রস্তুত করবেন।

যদি কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে অপারগ হয়, তাহলে সরকারি কার্যবিধিমালার (রুলস অব বিজনেস) তফসিল ১ এ বর্ণিত কার্যবণ্টন (এলোকেশন অব বিজনেস) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে অথবা সার্বিকভাবে প্রকল্পটি সম্পর্কে লিখিত মতামত/অনাপত্তিপত্র সেক্টর ডিভিশন বরাবর প্রেরণ করবে।

২-৪ ধাপ ৩: PEC সভায় মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে PEC কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়নের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি পিইসি কর্তৃক সার্বিক প্রকল্প মূল্যায়ন প্রস্তুতির তৃতীয় ধাপ, যা চিত্র ২২- এ দেখানো হয়েছে। এ ধাপে নিম্নের উপ-ধাপগুলো ক্রমানুযায়ী সম্পাদন করা হয়। এ উপ-ধাপে সম্পাদিত কার্যক্রম/করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হয়েছে (চিত্র ২২)।

(পিইসি সভা চলাকালীন)

- উপ-ধাপ ৩.১: প্রধান/যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ) (সেঃ/ডিঃ) সভায় প্রকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং কার্যপত্রে উল্লেখিত আলোচনার বিষয়বস্তু ও সুপারিশসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন।
- উপ-ধাপ ৩.২: প্রতিনিধি (মঃ/বিঃ) এবং প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) উপস্থাপিত বিষয়সমূহ ও সুপারিশের উপর মন্তব্য/মতামত প্রদান করেন।
- উপ-ধাপ ৩.৩: PEC'র সদস্যগণ কার্যপত্রে উল্লেখিত মতামত/মন্তব্যের আলোকে প্রকল্পটির সার্বিক বিষয়বস্তু, মান ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
- উপ-ধাপ ৩.৪: PEC'র সদস্যগণ প্রকল্পটি যথাযথ অনুমোদনকারী* কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন/ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ/ডিপিপি পুনর্গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করেন।

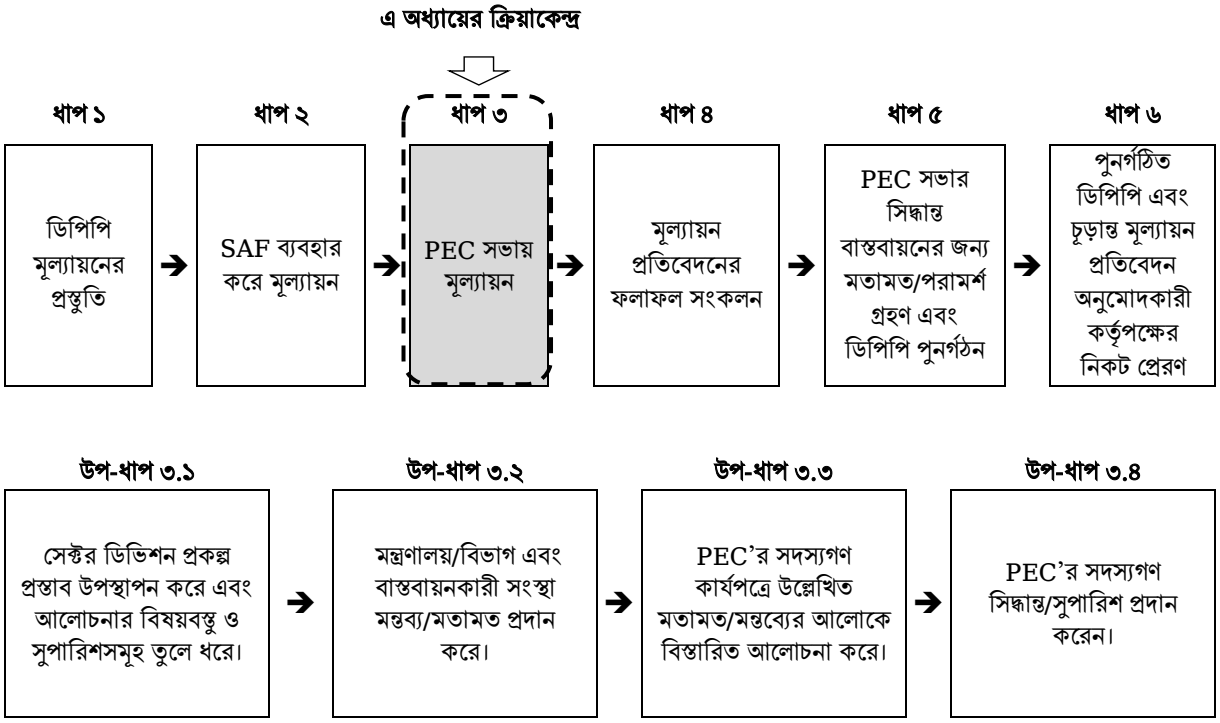

চিত্র ২২ ধাপ ৩ "PEC সভায় মূল্যায়ন"

২-৪-১ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ভূমিকা

গ্রিনবুক ২০২২ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৩.১.২ এবং সংযোজনী 'ধ' তে PEC এর ভূমিকা কি তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ম্যানুয়েলের উপ-অধ্যায় ২-১ এ তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২-৪-২ পিইসি সভা পরিচালনা পদ্ধতি

PEC সভায় সদস্যগণ প্রকল্পটির সার্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কে উপসংহারে পৌঁছবেন এবং ডিপিপি একনেক/মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী/মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সেক্টর ডিভিশন কার্যপত্রে যে তথ্য/মন্তব্য উপস্থাপন ও পরামর্শ প্রস্তাব করে, সদস্যগণ সভায় সেগুলো আলোচনা করবেন। পিইসির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের সদস্য সভায় উত্থাপিত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে নিবিড় আলোচনা নিশ্চিত করবেন। সারণি ১৬- এ পিইসি সভার আলোচ্যসূচির একটি নমুনা দেয়া হয়েছে।

সারণি ১৬ নমুনা আলোচ্যসূচি

বিষয়	দায়িত্ব
উদ্বোধনী বক্তব্য	সদস্য (সেঃ/ডিঃ)
আলোচনার বিষয়বস্তু ও সুপারিশসহ প্রকল্প উপস্থাপন	প্রবিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) , সহায়তাকারী ডেস্ক কর্মকর্তা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার মতামত	পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান (মঃ/বিঃ) এবং সংস্থা
আলোচনা	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ
উপসংহার	সভাপতি

২-৪-৩ কার্যপত্রের ব্যবহার

কার্যপত্রের অংশ ২ এ প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে সভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই ম্যানুয়ালের অনুচ্ছেদ ২-৩-২ এ বর্ণিত কার্যপত্রের বিষয়বস্তু সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ SAF এর মাধ্যমে সম্পাদিত মূল্যায়নের ফলাফল ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ PEC সভার পূর্বে পর্যালোচনা সভায়/প্রাক-পিইসি সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে আলোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা PEC সভার পূর্বে তাদের মতামত/বিকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করতে পারে। PEC সভায় উভয় পক্ষের (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং সেক্টর ডিভিশন) মতামত/বক্তব্য শোনার সুযোগ রয়েছে। সকল পক্ষের বক্তব্য/মতামত নিবিড়ভাবে আলোচনার পর প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

PEC সভার সদস্যগণ সরকারি কার্যবণ্টন বিধিমালার আলোকে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যপরিধি অনুযায়ী বর্ণিত বিষয়ে মতামত/সুপারিশ প্রদান করবেন।

২-৫ ধাপ ৪: মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফল সংকলন

এই অধ্যায়ে "মূল্যায়ন ফলাফল সংকলনের বিস্তারিত" নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এটি PEC প্রস্তুতির চতুর্থ ধাপ যা চিত্র ২৩- এ দেখানো হয়েছে। এ ধাপে নিম্নের উপ-ধাপগুলো ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করা হবে।

(পিইসি সভার পর)

- উপ-ধাপ ৪.১: ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করেন।
- উপ-ধাপ ৪.২: উপপ্রধান (সেঃ/ডিঃ), যুগ্মপ্রধান (সেঃ/ডিঃ), বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) এবং সদস্য (সেঃ/ডিঃ) যথাক্রমে PEC সভার কার্যবিবরণী পরীক্ষা করেন।
- উপ-ধাপ ৪.৩: সদস্য (সেঃ/ডিঃ)/ PEC সভার চেয়ারম্যান PEC সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন।
- উপ-ধাপ ৪.৪: ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণী জারি করেন। কার্যবিবরণীর অনুলিপি সচিব (মঃ/বিঃ), প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) এবং PEC'র সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন।

প্রয়োজনে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত কোন বিষয় স্পষ্টিকরণের জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ) এর সাথে যোগাযোগ করবেন।

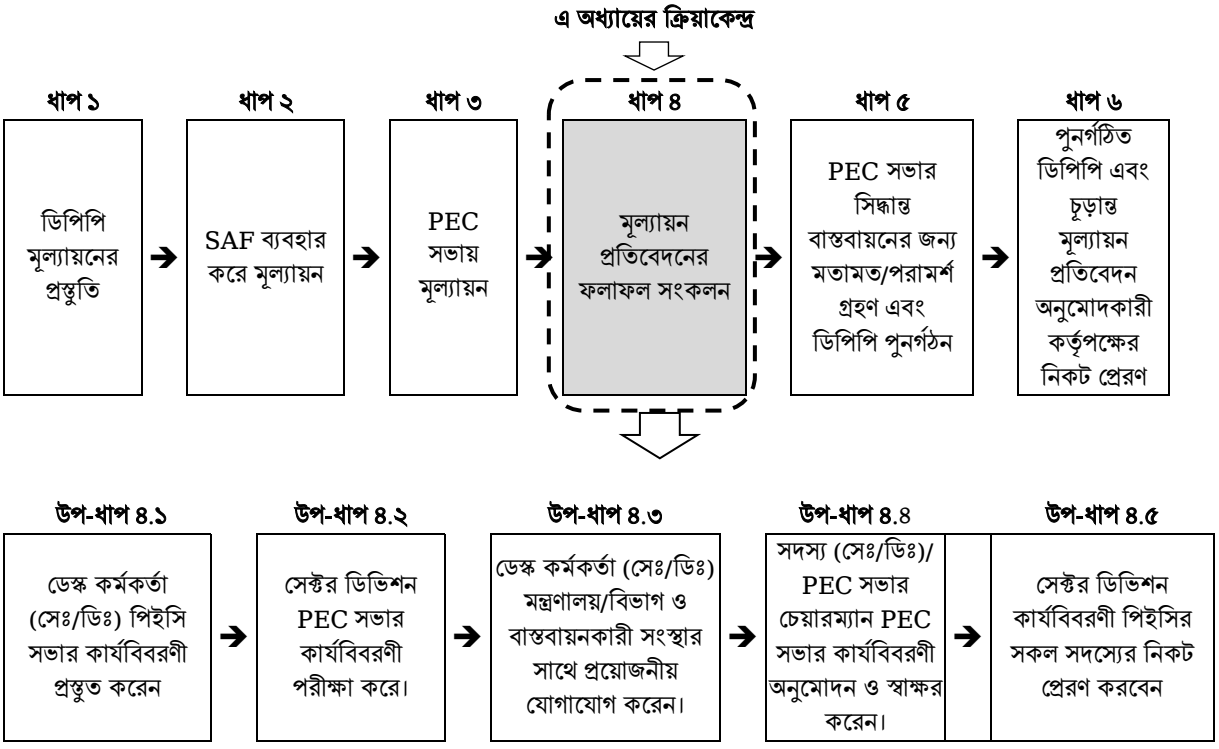

চিত্র ২৩ ধাপ ৪ "মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফল সংকলন"

২-৫-১ কার্যবিবরণীর বিষয়বস্তু

ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) PEC সভার কার্যপত্র, আলোচনা, উপসংহার, সুপারিশ/সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যবিবরণীর খসড়া প্রস্তুত করবেন।

কার্যবিবরণীতে ২ টি অংশ থাকবে:

অংশ ১: সাধারণ বর্ণনা;

অংশ ২: আলোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত।

অংশ ১ এ মৌলিক বিষয় এবং সভার স্থান, তারিখ, সময়, এবং সভাপতির নাম উল্লেখ থাকে।

অংশ ২ এ নিম্নোক্ত ৩ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

১) প্রস্তাবিত পরামর্শসমূহ: কার্যপত্রে উল্লেখিত বিষয়সমূহ;
২) আলোচনার সার-সংক্ষেপ: PEC সদস্যগণের নাম উল্লেখসহ প্রদত্ত বক্তব্য/মন্তব্য/পরামর্শ;
৩) সুপারিশ/সিদ্ধান্ত: PEC সদস্য গণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ।

PEC সভার কার্যবিবরণীর একটি তুলনামূলক ছক চিত্র ২৪- এ দেওয়া হলো।

বিষয়	প্রস্তাবিত পরামর্শ	আলোচনার ফলাফল	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত
প্রস্তুতি যাচাই	*এই অংশটিতে কার্যপত্রের ন্যায় একই বিষয়বস্তু থাকবে*		
লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের পর্যালোচনা			
ব্যয়-আয় বিশ্লেষণের পর্যালোচনা			
সেক্টর পরিকল্পনার সাথে সম্পর্ক			
সেক্টর বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা			
জনবল কাঠামো পর্যালোচনা			
প্রাক্কলিত ব্যয় পর্যালোচনা			
যাচাই ফলাফল পর্যালোচনা (মূল্যায়ন মানদণ্ড)			
অন্যান্য বিষয়সমূহ			

চিত্র ২৪ পিইসি সভার কার্যবিবরণীর প্রস্তাবিত তুলনা চিত্র

২-৫-২ পিইসি সভার কার্যবিবরণী, কার্যপত্র ও SAF প্রেরণ

PEC সভার কার্যবিবরণী বিতরণ করা হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা কার্যবিবরণী হতে PEC সভার উপসংহার ও সিদ্ধান্ত/সুপারিশ জানতে পারবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার ডেস্ক কর্মকর্তা কার্যবিবরণী ও পূরণকৃত SAF থেকে PEC সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবেন।

২-৬ ধাপ ৫: PEC সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মতামত/পরামর্শ গ্রহণ এবং ডিপিপি পুনর্গঠন

এটি সার্বিক পিইসি সভার প্রস্তুতির ৫ম ধাপ। এ অধ্যায়ে "মতামত গ্রহণ এবং আলোচনা/পরামর্শ" প্রদান/গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এই ধাপের উপ-ধাপগুলো তে সম্পাদিত কার্যক্রম/করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হয়েছে। (চিত্র ২৫)

- উপ-ধাপ ৫.১: সচিব (মঃ/বিঃ) এর নিকট PEC সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন।
  - উপ-ধাপ ৫.১.১: সচিব (মঃ/বিঃ) কার্যবিবরণী পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান (মঃ/বিঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রধান (মঃ/বিঃ), পরিকল্পনা ইউনিট প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) কে ডিপিপি পূনর্গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।
  - উপ-ধাপ ৫.১.২: প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) PEC সভার কার্যবিবরণী পরিকল্পনা ইউনিটে (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) প্রেরণ করে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন।
- উপ-ধাপ ৫.২: PEC প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়োজন মনে করলে তা সম্পন্ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সচিব (মঃ/বিঃ) এবং প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রতিবেদন গ্রহণ করেন।
- উপ-ধাপ ৫.৩: পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) PEC সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ এবং SAF এর মতামত প্রতিফলিত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে এবং একই সাথে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি প্রস্তুত করে।
- উপ-ধাপ ৫.৪: পরিকল্পনা ইউনিট (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) প্রধান (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) এর অনুমোদন ও স্বাক্ষরসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি সিদ্ধান্ত প্রতিপালন ছকসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করে।
- উপ-ধাপ ৫.৫: ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ) সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণিটি পরীক্ষা করেন এবং মন্তব্য/পরামর্শসহ সচিব (মঃ/বিঃ) এর অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করেন।
- উপ-ধাপ ৫.৬: সচিব (মঃ/বিঃ) এর অনুমোদন ও স্বাক্ষরসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর নিকট প্রেরণ করা হয়।

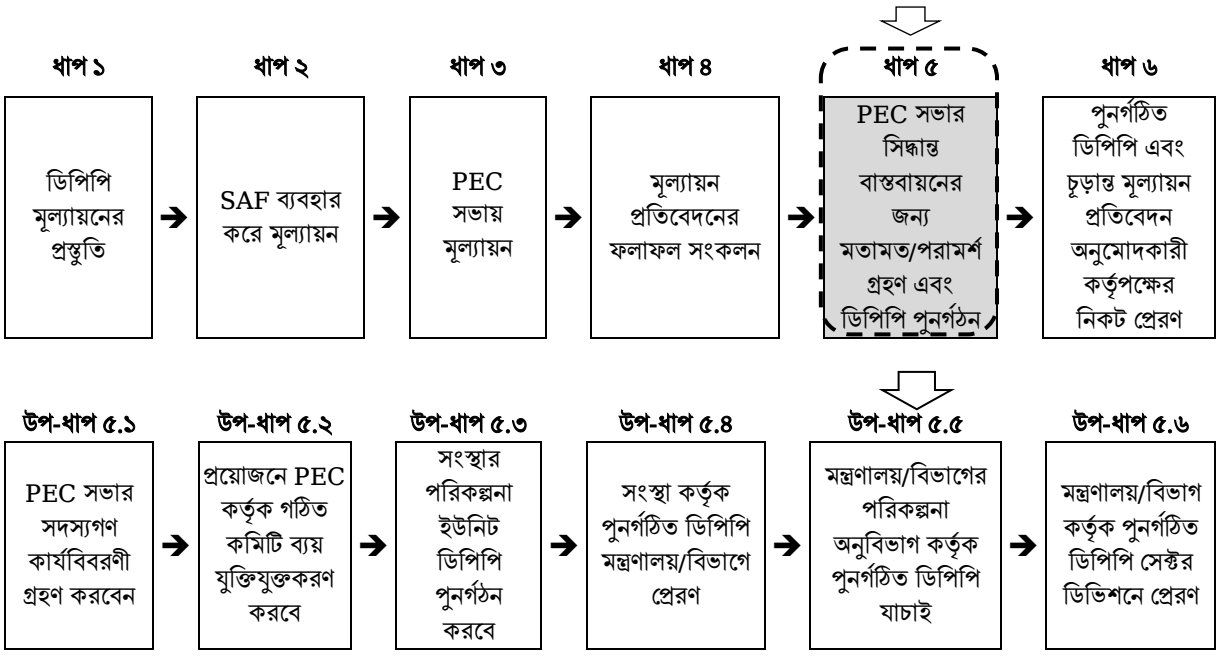

চিত্র ২৫ ধাপ ৫ "মতামত গ্রহণ ও আলোচনা"

২-৬-১ ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ

PEC সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ব্যয়-যুক্তিযুক্তকরণ করা হয়। **বাস্তবে PEC ব্যয়-যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সদস্য ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেয়।**

গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ৩.১.১০- পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের প্রয়োজন হলে সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়োজন হলে পিইসি কর্তৃক গঠিত ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি কার্যবিবরণী/সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তা সম্পন্ন করবে এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে। যুক্তিযুক্তকৃত ব্যয় প্রাক্কলন প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ তা ডিপিপিতে প্রতিফলনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব না হলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাসহ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা না হলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আগ্রহী নয় বলে বিবেচিত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে বিলম্বের যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক ডিপিপি প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে তা প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে।

২-৬-২ সংস্থা কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন

সংস্থার পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তাগণ PEC সভার কার্যবিবরণীতে প্রতিফলিত সুপারিশ/সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডিপিপি পুনর্গঠন করবেন। ডিপিপি পুনর্গঠনে ব্যয় যুক্তযুক্তকরণের সুপারিশ ও বিবেচনা করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশের প্রেক্ষাপট জানার জন্য সংস্থার পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তাগণের জন্য SAF কে তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন হবে।

PEC সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং ব্যয়-যুক্তিযুক্তকরণের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম প্রতিফলিত করে সংস্থা একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি পুনর্গঠিত ডিপিপি'র সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে। সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণিতে সংস্থা কিভাবে PEC এর সিদ্ধান্ত ও ব্যয়-যুক্তিযুক্তকরণের সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করবে। প্রতিটি সিদ্ধান্তের উপর কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে দেখানোর জন্য সিদ্ধান্তের ক্রম নম্বর ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করতে হবে। প্রতিপালন সারণির একটি নমুনা চিত্র ২৬- এ দেখানো হলো।

সংস্থা সুপারিশসমূহ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন/প্রতিফলন করতে না পারলে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বিকল্প প্রস্তাব প্রদান করতে হবে।

বিষয়সমূহ	PEC সভার সিদ্ধান্ত ও ব্যয়-যুক্তিযুক্তকরণের সুপারিশ	পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
প্রস্তুতি যাচাই	**এই অংশটি সভার কার্য বিবরণীর অনুরূপ হবে।**	
লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের পর্যালোচনা		
ব্যয়-আয় বিশ্লেষণের পর্যালোচনা		
সেক্টর পরিকল্পনার সাথে সম্পর্ক		
সেক্টর বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা		
জনবল কাঠামো পর্যালোচনা		
প্রাক্কলিত ব্যয় পর্যালোচনা		
যাচাই ফলাফল পর্যালোচনা (মূল্যায়ন মানদণ্ড)		
ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের উপর সুপারিশ	**এই অংশটি ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ প্রতিবেদনের অনুরূপ হবে।**	

চিত্র ২৬ প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি (ডিপিপি পুনর্গঠনের পর সংস্থা কর্তৃক প্রণীত)

২-৬-৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরীক্ষা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা শাখা সংস্থা থেকে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তির পর সেক্টর ডিভিশনে উপস্থাপনের পূর্বে তা পরীক্ষা করবে। ডেস্ক কর্মকর্তা (মঃ/বিঃ) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরীক্ষা করবেন:

- সংস্থা প্রতিপালন সারণিতে সকল সিদ্ধান্ত/সুপারিশের জবাব দিয়েছে কিনা এবং ডিপিপি'র পরিবর্তনসমূহ পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?
- প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত/সুপারিশ সঠিকভাবে ও যুক্তিযুক্তরূপে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা?

বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত উত্তর যথাযথ মনে হলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি স্বাক্ষর করবে এবং এর মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক পরিবর্তন/অগ্রগতি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।

২-৭ ধাপ ৬: পুনর্গঠিত ডিপিপি এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ

এই অধ্যায়ে "চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ" বিষয়ে বিস্তারিত করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এটি **PEC'র** প্রস্তুতি সম্পর্কিত পুরো প্রক্রিয়ার ষষ্ঠ ও শেষ ধাপ যা চিত্র ২৭- এ দেখানো হয়েছে। এ ধাপে, নিম্নের উপ-ধাপসমূহ ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে উপ-ধাপসমূহে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (চিত্র ২৭)

- উপ-ধাপ ৬.১: সদস্য (সেঃ/ডিঃ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে ডিপিপি প্রাপ্তির পর তা যথাযথ প্রশাসনিক চ্যানেলে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন।
- উপ-ধাপ ৬.২: ডেস্ক কর্মকর্তা PEC সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং প্রতিফলিত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে কিনা তা চেক সিট, সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি, PEC সভার কার্যবিবরণী ও মূল SAF ব্যবহার করে মূল্যায়ন করেন।
- উপ-ধাপ ৬.৩: বিভাগ প্রধান (সেঃ/ডিঃ) প্রয়োজন মনে করলে পুনর্গঠিত ডিপিপি ও চেক সিট পর্যালোচনার জন্য অভ্যন্তরীণ সভা করতে পারেন।
- উপ-ধাপ ৬.৪: সদস্য (সেঃ/ডিঃ) পুনর্গঠিত ডিপিপি ও চেক সিট মূল্যায়ন করেন ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

  যখন কিছু অমীমাংসিত বিষয় আলোচনার জন্য পুনরায় PEC সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন ধাপ-২ থেকে ৫ পর্যন্ত কার্যক্রম পুনরায় অনুসরণ করতে হবে যাতে **ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়।**

- উপ-ধাপ ৬.৫: ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বাক্ষরে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অথবা একনেক এর বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করেন।
- উপ-ধাপ ৬.৬: সদস্য (সেঃ/ডিঃ) এর অনুমোদনক্রমে ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) ডিপিপি, মন্ত্রণালয় যাচাই প্রতিবেদনসহ সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপ নির্ধারিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নিকট অথবা পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং- এ প্রেরণ করবেন।

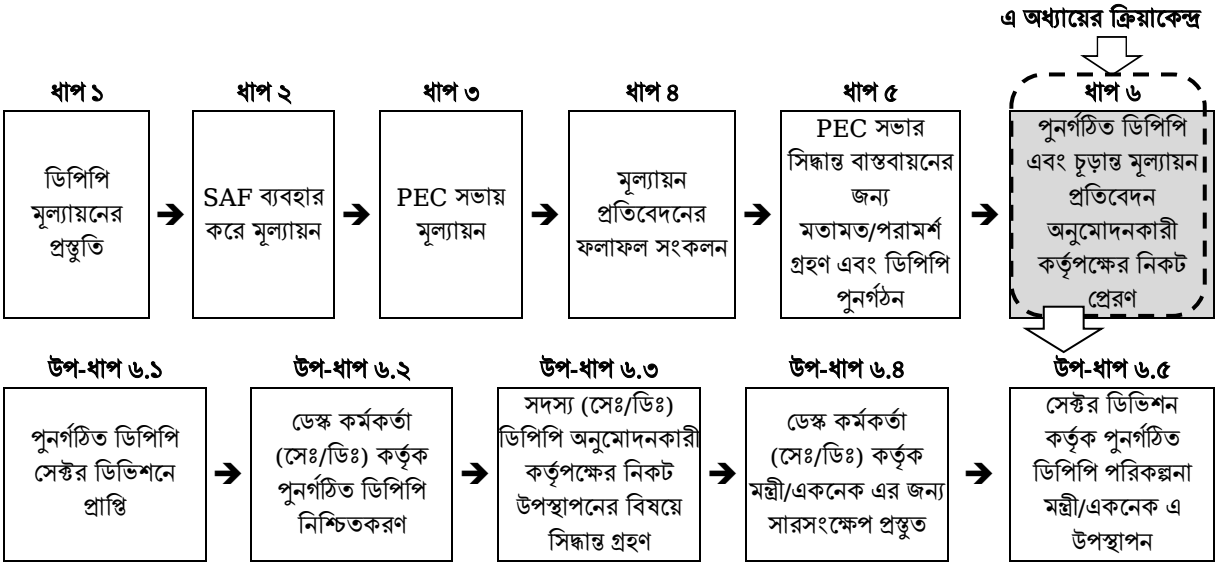

চিত্র ২৭ ধাপ ৬ "অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন"

[নোট]: যদি PEC এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আরও সেক্টর মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোচনা প্রয়োজন এবং ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে, তাহলে **সেক্টর মূল্যায়ন পদ্ধতির ২ থেকে ৫ ধাপের কার্যাবলী পুনরায় সম্পন্ন করতে হবে** ।

২-৭-১ পুনর্গঠিত ডিপিপি নিশ্চিতকরণ

ডিপিপি পুনর্গঠন যথাযথ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা (সেঃ/ডিঃ) চেক সিট ব্যবহার করে PEC সভার কার্যবিবরণী ও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি পরীক্ষা করবেন।

এক্ষেত্রে, সদস্য (সেঃ/ডিঃ) কিছু অমীমাংসিত বিষয় পর্যালোচনার জন্য পুনরায় PEC সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, সেক্টর ডিভিশন পুনর্গঠিত ডিপিপি'র বিষয়বস্তু মূল্যায়নের মাধ্যমে SAF পুনর্গঠন করবে।

এই ম্যানুয়ালের অংশ ৩- এ চেক সিট ব্যবহারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২-৭-২ প্রকল্প মূল্যায়ন চূড়ান্তকরণ

PEC'র সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্য প্রকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। SAF এবং MAF এর মাধ্যমে সম্পাদিত প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়ন প্রকল্পটির/ডিপিপি'র গুণগত মান নিশ্চিত করে। চেক সিট এর ফলাফল সেক্টর ডিভিশনে আলোচনা করা হয় এবং সবশেষে **PEC'র** সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সাথে আলোচনা করা হয়।

২-৭-৩ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ

একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুনর্গঠিত ডিপিপি ও একনেকের জন্য প্রণীত সারসংক্ষেপ সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ সেক্টর ডিভিশনে প্রেরণ করবে।

সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

- SAF এর চেক সিট
- সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি
- পিইসি সভার কার্যবিবরণী, এবং
- পিইসি সভার কার্যপত্র।
- পূরণকৃত SAF

একনেক এর সার-সংক্ষেপ এর নমুনা গ্রিনবুকের সংযোজনী 'য' তে সংযুক্ত রয়েছে।

অংশ ৩

সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

৩ সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) ব্যবহার করার নির্দেশিকা

SAF নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত। এই অধ্যায়ে SAF এর প্রতিটি অংশ কিভাবে পূরণ করতে হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

১. প্রচ্ছদ পাতা: পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ;
২. প্রস্তুতি যাচাই: প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
৩. অংশ-১: প্রকল্পের মৌলিক তথ্যাদি (লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ও ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ);
৪. অংশ-২: সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটে অর্থ সংস্থানের প্রাসঙ্গিকতা;
৫. অংশ-৩: প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও পরিচালনায় জনবলের প্রাসঙ্গিকতা;
৬. অংশ-৪: ব্যয় প্রাক্কলনের প্রাসঙ্গিকতা;
৭. অংশ-৫: মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত যাচাই এর ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদন্ড);
৮. চেক সিট: মূল্যায়ন কমিটি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে DPP পুনর্গঠন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাইয়ের গুণমান নিশ্চিত করে না বা MAF সম্পর্কে কোন মন্তব্য/মতামত প্রদান করে না, তবে ডিপিপি মূল্যায়ন করার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের যাচাই ফলাফল পর্যালোচনা করে এবং ডিপিপি'র বিষয়বস্তুর উপর মন্তব্য প্রদান করে।

৩-১ প্রচ্ছদ পাতা

প্রচ্ছদ পাতার মূল উদ্দেশ্য হল কিভাবে ফরমেটটি ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং সেক্টরে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য নেওয়া কার্যক্রমের ট্র্যাক রাখা।

নির্দেশনা

সূত্র: SAF

নির্দেশনাঃ

[ডিপিপি প্রাপ্তির পর] মন্ত্রণালয়/ বিভাগ থেকে ডিপিপি প্রাপ্তির পর পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক এই ফরম্যাটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে ডেস্ক কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার কার্যপত্র প্রণয়ন করবেন। সভার কার্যপত্র ও পূরণকৃত SAF মূল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। প্রস্তুতি যাচাই (অংশ-১) প্রকল্পের মৌলিক তথ্যাদি (লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ও ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ) (অংশ-২) সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটে অর্থ সংস্থানের প্রাসঙ্গিকতা (অংশ-৩) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও পরিচালনার সময় জনবলের প্রাসঙ্গিকতা (অংশ-৪) ব্যয় প্রাক্কলনের প্রাসঙ্গিকতা (অংশ-৫) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত যাচাই এর ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড পুনঃনিরীক্ষণ)
[পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তির পর] ১. পুনর্গঠিত ডিপিপি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা করা প্রয়োজন হলে, ডেস্ক কর্মকর্তা SAF ব্যবহার করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরীক্ষা করবেন। ২. চেক সিট (Check Sheet) ব্যবহার করে ডিপিপি মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন না হলে, ডেস্ক কর্মকর্তা এই মর্মে নিশ্চিত করবেন যে SAF এর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের আলোকে বিগত মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে।
[ডিপিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের সময়] [প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে, এমন বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে] ডিপিপির সাথে 'একনেক সভার বিবেচনার জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (সংযোজনী-ঘ, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬, গ্রিনবুক ২০২২)'-এর 'পিইসি সভার তারিখ ও সুপারিশ' অংশের সংযুক্তি হিসেবে SAF- এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত পিইসি সভার কার্যপত্র/প্রেজেন্টেশন পেপার, পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। [প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকা বা এর নিচে, এমন বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে] ডিপিপির সাথে 'মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ (সংযোজনী-র, পৃষ্ঠা ২২৭-২২৮, গ্রিনবুক ২০২২)'-এর 'পিইসি সভার তারিখ ও সুপারিশ' অংশের সংযুক্তি হিসেবে SAF- এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত পিইসি সভার কার্যপত্র/প্রেজেন্টেশন পেপার, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
[নোট] এই ফরমেটটিতে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' (স্মারক নং- ২০.০০.০০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২০২০(অংশ ১)/১৩৩, তারিখ- ১২ জুন ২০২২) (এখন থেকে যা "গ্রিনবুক ২০২২" নামে অভিহিত হবে) এর উপর ভিত্তি করে মূল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) যাচাই এর মানদন্ডের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

কখন এবং কিভাবে সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) ব্যবহার করতে হবে এই নির্দেশনাটি তা ব্যাখ্যা করে। বিশদভাবে, প্রকল্পের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক যাচাই পদ্ধতির জন্য, এই ম্যানুয়ালটির অংশ ২ দেখুন।

কখন এবং কিভাবে

- প্রস্তুতি যাচাইকালে SAF ব্যবহার করুন;
  - SAF এর "প্রস্তুতি যাচাই" অংশ পূরণ করার মাধ্যমে।
- ডিপিপি এবং ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত নথিপত্র যাচাইকালে এবং প্রকল্প যাচাই কমিটির কার্যপত্র প্রস্তুত করতে SAF* ব্যবহার করুন।
  - SAF এর "অংশ ১ ও অংশ ৫" পূরণ করার মাধ্যমে।
- SAF-এর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার সকল সিদ্ধান্ত পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে SAF ব্যবহার করুন।
  - "চেক সিট" পূরণ করার মাধ্যমে ।

প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা পুনরায় অনুষ্ঠিত হবার প্রয়োজন/সিদ্ধান্ত হলে পুনরায় SAF ব্যবহার করুন/পুনর্গঠিত DPP ব্যবহার করে SAF পুনর্গঠন করুন।

প্রকল্পের নাম

ডিপিপিতে প্রকল্পের যে নাম উল্লেখ রয়েছে SAF এ একই নাম উল্লেখ করতে হবে। ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সময় শুধুমাত্র নাম দিয়েই প্রকল্পটি চিহ্নিত করা যায়, কারণ বর্তমান পদ্ধতিতে প্রকল্প অনুমোদনের পরই প্রকল্প কোড প্রদান করা হয়।

সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক মূল্যায়ন এর পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের তারিখ

সূত্র: SAF

প্রকল্পের নাম: _____

ডিপিপি প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের তারিখ: _____

ডিপিপিতে সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরের তারিখ: _____

মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি সুপারিশের তারিখ: _____

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে ডিপিপি প্রেরণের তারিখ: _____

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখ: _____

ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখ: _____

ডিপিপি প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান কর্তৃক ডিপিপি স্বাক্ষরের তারিখ

ডিপিপি প্রণয়নকারী কর্মকর্তার(দের) স্বাক্ষর ও তারিখ ডিপিপি'র অংশ-ক/Part-A: প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ এর শেষ পৃষ্ঠায় এবং সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ অংশ-খ/Part-B: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা এর শেষ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে, যা যথাক্রমে ডিপিপি প্রণয়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার প্রত্যয়ন নির্দেশ করবে।

ভবিষ্যৎ রেফারেন্স এবং দালিলিক কর্মকাণ্ডের জন্য ডেস্ক কর্মকর্তাকে জবাবদিহি/ওয়াকিবহাল করতে সংস্থা প্রধান ডিপিপিতে স্বাক্ষর করবেন।

মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুমোদনের তারিখ

ডিপিপি'র প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনার 'খ'অংশের শেষ পৃষ্ঠা থেকে এই তারিখটি নেওয়া যাবে: প্রকল্প যাচাই কমিটির* সভাপতি হিসাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ডিপিপিতে স্বাক্ষর করবেন।

* এ ম্যানুয়েলে প্রকল্প যাচাই কমিটিকে ইংরেজিতে Project Assessment Committee (PAC) নামে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও গ্রিনবুক ২০২২- এ Project Scrutiny Committee (PSC) নাম উল্লেখ আছে। সাধারণত PSC বলতে Project Steering Committee বুঝায় বিধায় বিভ্রান্তি এড়াতে PSC এর পরিবর্তে PAC ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে ডিপিপি প্রেরণের তারিখ

তারিখটি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের ফরওয়ার্ডিং চিঠি থেকে পাওয়া যাবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন ও সেক্টর ডিভিশনের ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখ

পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের সদস্য (সচিব) এর কার্যালয়ের নথি রেজিস্টার থেকে এই তারিখটি নেওয়া যাবে।

সেক্টর কর্তৃক মূল্যায়নকালে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের তারিখ

সূত্র: SAF

মূল্যায়নের ফল পুনঃনিরীক্ষণ ও সেক্টর কর্তৃক মূল্যায়নের (PEC Preparation) Track Record.

তারিখ	যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে	পরবর্তী অনুসরণীয় কার্যক্রম
	প্রকল্প মূল্যায়ন শুরু করা হয়েছে	
	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে	
	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে	
	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার কার্যবিবরণী জারি ও বিতরণ করা হয়েছে	
	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে	
	সেক্টর ডিভিশনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি	
	ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি	
	সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক চেক সিট ব্যবহার করে পুনর্গঠিত ডিপিপি মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে	

ট্র্যাক রেকর্ড

সেক্টর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ধাপে সম্পাদিত কার্যক্রম রেকর্ড করতে হবে। এপ্রেইজাল প্রক্রিয়ার অগ্রগতি প্রদর্শন এবং অপ্রত্যাশিত বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ রেকর্ড সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রেকর্ড সংরক্ষণের বিষয়টি তিনটি অংশে পূরণ করতে হবে:

- তারিখ: যে তারিখে কাজটি করা হয়েছে
- সম্পাদিত কাজ: কি ধরনের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বর্ণনা
- অনুসরণীয় বিষয়গুলো: পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

এই ফরমেটে এপ্রেইজালের একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নিম্নে উল্লেখ করা হলো, **তবে এটি নমনীয় এবং কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিবর্তন করা যাবে।**

- প্রকল্প মূল্যায়ন শুরু করা হয়েছে
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার কার্যবিবরণী জারি ও বিতরণ করা হয়েছে
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে
- সেক্টর ডিভিশনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি
- ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি

[পরামর্শ]

প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পাদনের তারিখ লিপিবদ্ধ ও অনুসরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির দক্ষতা নিশ্চিতকরণ; মূল্যায়নকারী/ডেস্ক কর্মকর্তা সংস্থা প্রধান এর স্বাক্ষরের তারিখ দেখে বুঝতে পারবেন কখন ডিপিপি যাচাইযোগ্য হয়েছে এবং/অথবা যাচাইযোগ্য হওয়ার কতদিন পর ডিপিপি তাঁর কাছে পৌঁছেছে।

সেক্টর ডিভিশনে মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণের তারিখ

সূত্র: SAF

চেক সিট ব্যবহার করে পুনর্গঠিত DPP ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক নিশ্চিতকরণ: _____

সভাপতি, পিইসি কর্তৃক ডিপিপি সুপারিশের তারিখ: _____

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় শাখা, পরিকল্পনা বিভগে ডিপিপি প্রেরণের তারিখ: _____

নিশ্চিতকরণের তারিখ

যে তারিখে ডেস্ক অফিসার চেক সিট ব্যবহার করে নিশ্চিত করবেন যে, SAF- এ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে সর্বশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সকল সিদ্ধান্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুমোদনের তারিখ

ডিপিপি'র নির্ধারিত স্থানে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভাপতির স্বাক্ষরের তারিখ দেখুন। সেক্টর ডিভিশনের সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত তারিখটি ডিপিপি এই অংশের তারিখ নির্দেশ করে এবং একইসাথে নির্দেশ করে যে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

সেক্টর ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বাক্ষরিত একনেক/মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর জন্য প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ থেকে তারিখটি নেওয়া যেতে পারে।

জমাদানের তারিখ

এই তারিখটি ডিপিপি জমা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক তারিখ হবে; তাই, সেক্টর বিভাগ থেকে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি- একনেক এবং সমন্বয় উইং- এ ডিপিপি জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত ফাইলের কভার লেটার থেকে নেওয়া যেতে পারে।

৩-২ প্রস্তুতি যাচাই

এখানে প্রস্তুতি যাচাই এর দু'টি ভাগ রয়েছে: প্রস্তুতি যাচাই ক (সেক্টর ডিভিশন) এবং প্রস্তুতি যাচাই খ (প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ)

প্রস্তুতি যাচাই ক- তে, নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বারা ডিপিপি মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন:

- ক-১: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি
- ক-২: প্রকল্প যাচাই কমিটি
- ক-৩: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রস্তুতি যাচাই খ- তে, গ্রিনবুক ২০২২-এ উল্লেখিত প্রকল্প প্রণয়ন, যাচাই/মূল্যায়ন এবং অনুমোদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতা যাচাই করুন:

- খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ
  - খ-১.১: সংস্থার কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা
  - খ-১.২: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
  - খ-১.৩: বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ
  - খ-১.৪: সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ
  - খ-১.৫: জনবল নির্ধারণ কমিটি
- খ-২ ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জণিত ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ
  - খ-২.১: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন
  - খ-২.২: পরিবেশগত বিবেচনা
  - খ-২.৩: দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি
- খ-৩ অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন
  - খ-৩.১: অ্যালোকেশন অব বিজনেস
  - খ-৩.২: সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ

ক- ১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি

সূত্র: SAF

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি / সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি

ক. গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদসমূহ
অনুচ্ছেদ ২১.৫- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ)-এর আহ্বায়কত্বে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটি (সংযোজনী-ম) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই ও অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত কোন নতুন অননুমোদিত প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করতে হলে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির বিশেষ সভা আহ্বান করে উক্ত কমিটির সুপারিশসহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
খ. তথ্য সূত্র
- সর্বশেষ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা (সবুজ পাতা)

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ (ঘ তে যান)	☐ না (খ-১ এ যান)
খ-১) প্রকল্পটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির বিশেষ সভা কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়েছে কি এবং প্রক্রিয়াকরণের প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ (খ-২ এ যান)	☐ না (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে)
খ-২) যদি খ-১ এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে, অনুমোদন পত্র ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ (গ তে যান এবং তারিখ ও সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)	☐ না (অনুমোদন পত্র সংযুক্ত করুন)
গ) অনুমোদনের তারিখ:	সংযুক্তি নং:
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ২১.৫ এ পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে প্রকল্প মূল্যায়নের পূর্বে বার্ষিক/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) সর্বশেষ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা (সবুজ পাতা)

- প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে কি?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত আছে
  - না: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত নেই
- হ্যাঁ হলে গ- তে যান
- না হলে খ-১ এ যান

খ-১) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর পূর্বানুমতি

- ডিপিপি'তে সংযুক্ত "অনুমোদন পত্র" থেকে পরীক্ষা করুন, প্রকল্পটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির বিশেষ সভা কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়েছে কিনা এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: অনুমোদন পাওয়া গেছে
  - না: অনুমোদন পাওয়া যায়নি
- হ্যাঁ হলে খ-২ এ যান
- না হলে খ-২ পরিহার করুন, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে

খ-২) রেকর্ড

- ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত "অনুমোদন পত্র" অনুযায়ী অনুমোদনের তারিখ উল্লেখ করুন
- অনুমোদন পত্রের সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

ক- ২. প্রকল্প যাচাই কমিটি

সূত্র: SAF

২. প্রকল্প যাচাই কমিটি

ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.৯- সরকারি খাতে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা আরো শক্তিশালী ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (পিআইএম) টুলস ব্যবহারের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে জারিকৃত নির্দেশনা (সংযোজনী-ঈ) অনুসরণ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ২.৩- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা উপরে বর্ণিত (অনুচ্ছেদ ২.১ এবং ২.২) বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে বিস্তারিত পরীক্ষান্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির (Project Scrutiny Committee) (সংযোজনী-দ) সভা আয়োজন করবে। উক্ত সভায় উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে যাচাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পুনর্গঠন করবে। যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী (চেকলিস্টসহ) ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ২.৪- প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০ (বিশ) কপি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগে প্রেরণ করবে। অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথা প্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।
খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• সংযুক্তি: প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের ফলাফল পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ • সংযুক্তি: প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার সিদ্ধান্ত • সংযুক্তি: প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র • সংযুক্তি: পূরণকৃত MAF/MAR (Ministry Assessment Report) এবং চেক সিট

ক) প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ (খ তে যান এবং সভার তারিখ উল্লেখ করুন)	☐ না (ডিপিপি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরৎ পাঠান এবং গ তে যান)
সভার তারিখ:	
খ) সভার কার্যবিবরণী, কার্যপত্র ও পূরণকৃত MAF ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ (গ তে যান) (সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)	☐ না (কার্যবিবরণী, কার্যপত্র ও পূরণকৃত MAF ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করুন)
সংযুক্তি: (সভার কার্যবিবরণী)	সংযুক্তি: (সভার কার্যপত্র)
সংযুক্তি: (পূরণকৃত MAF)	সংযুক্তি: (সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্তকরণের ফলাফল)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ১.৯, ২.৩, ২.৪ এবং ৩.১.২ এ সেক্টর মূল্যায়নের পূর্বে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রকল্প যাচাই কমিটির সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি?

- ডিপিপি'তে সংযুক্ত "যাচাই কমিটি সভার কার্যবিবরণী" থেকে পরীক্ষা করুন, প্রকল্পটির যাচাই কমিটি কর্তৃক যাচাই করা হয়েছিল কিনা?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রকল্প যাচাই কমিটি কর্তৃক যাচাই করা হয়েছিল
  - না: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রকল্প যাচাই কমিটি কর্তৃক যাচাই করা হয়নি
- হ্যাঁ হলে গ-এ যান
- না হলে খ-১ এ যান

খ-১ সভার কার্যবিবরণী, কার্যপত্র ও পূরণকৃত MAF

- যাচাই কমিটি সভার কার্যবিবরণী, যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র ও পূরণকৃত MAF ডিপিপি'তে সংযুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: সংযুক্ত আছে
  - না: সংযুক্ত নেই
- হ্যাঁ হলে খ- তে যান
- না হলে খ পরিহার করুন, মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ সংযুক্তির জন্য অনুরোধ করুন

খ-২) রেকর্ড

- ডিপিপি'তে যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণীর সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

ক- ৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

সূত্র: SAF

৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (১)- একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক সেক্টরের সম্পৃক্ততা থাকলে কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট লিড সেক্টরের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরকে নিয়ে পিইসি সভার পূর্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্পের বিষয়ে প্রয়োজনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিম্নোজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ • ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা • ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর • ৩. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা • ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি কার্যবন্টন (Allocation of Business) এর সাথে সামঞ্জস্যতা • সংযুক্তি: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী • সংযুক্তি: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যপত্র • [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি একাধিক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ (খ-১ এ যান)	☐ না (গ তে যান)
খ-১) প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার পূর্বে কি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ (খ-২ এ যান)	☐ না (আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করুন)
খ-২) যদি খ-১ এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে, সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ (গ তে যান এবং সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)	☐ না (সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র সংযুক্ত করুন)
সংযুক্তি: (সভার কার্যবিবরণী)	সংযুক্তি: (সভার কার্যপত্র)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (১)- এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক সেক্টরের সম্পৃক্ততা থাকলে কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।

ক) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ডিপিপি আইটেম ২.৩ এবং ২৮.২ অনুযায়ী প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি একাধিক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত কিনা যাচাই করুন

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রস্তাবিত প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একাধিক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত
  - না: প্রস্তাবিত প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একাধিক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত নয়
- হ্যাঁ হলে খ-১ এ যান
- না হলে গ এ যান

খ-১) আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

- আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র দেখুন ও মূল্যায়ন করুন প্রকল্পটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল
  - না: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি
- যদি উত্তর "হ্যাঁ" হয়, তাহলে প্রশ্ন খ-২ এ যান
- যদি উত্তর "না" হয়, প্রশ্নগুলি এড়িয়ে খ-২ এ যান। এক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের অনুরোধ করুন।

খ-২) রেকর্ড

- ডিপিপি'র সংযুক্তি হিসেবে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র থেকে সভার তারিখ উল্লেখ করুন
- ডিপিপি'তে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র এর সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ

সূত্র: SAF

খ-১.১, খ-১.২,খ-১.৩,খ-১.৪ এবং খ-১.৫ নিচের চিত্র অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

২. সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ডিপিপি আইটেম ১৭.)

ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.১.২- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা: ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ক/খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ (নির্বাহী সার-সংক্ষেপ, ব্যয় প্রাক্কলন, ডিজাইন/কনসেপচুয়াল ডিজাইন ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের গুরুত্ব/প্রকৃতি বিবেচনায় ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথাপ্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।
খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ১৭. এই প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রি-এপ্রেইজাল/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা করা হয়েছিল কি? • সংযুক্তি: সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি ও সুপারিশের সারাংশ • MAF: অনুসরণ চেক ক-২

MAF এর ফলাফল (এই বাক্সের তথ্য MAF চেক সিট বা পুনর্গঠিত MAF থেকে পূরণ করতে হবে)

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় কি ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ হলে (খ-১ এ যান)	☐ না হলে, গ তে যান
খ-১) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)	
☐ হ্যাঁ হলে (খ-২ এ যান)	☐ না হলে, ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে।
খ-২) বাস্তবায়নকারী সংস্থার কারিগরি কমিটি কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা গ্রহণের তারিখ	
তারিখ (দিন/মাস/বছর):	সংযুক্তি নং:
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
খ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

খ-১.১: সংস্থার কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা
খ-১.২: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
খ-১.৩: বৈদেশিক অর্থায়ন
খ-১.৪: সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ
খ-১.৫: জনবল নির্ধারণ কমিটি

ক) নিশ্চিতকরণ

- উপরের বক্সে তালিকাভুক্ত পয়েন্টসমূহের বিষয়বস্তু MAF এর অনুসরণ বা MAF এর চেক সিট দেখে নিশ্চিত করুন যে প্রকল্পটি গ্রিনবুক ২০২২-এ উল্লিখিত নির্দেশনার সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে
  - না: প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- গ্রিনবুকের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করুন।

প্রক্রিয়াকরণের আরও বিশদ ব্যাখ্যার জন্য "মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই করার ম্যানুয়াল" এর অনুসরণ চেক ও চেক সিট দেখুন।

খ-২ ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজণিত ও ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ

খ-২.১: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

সূত্র: SAF

১. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.৪- সাধারণভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ পরিহার করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বনসহ কৃষি/আবাদি জমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির পরিমাণ, প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের সময় ভূমির পূর্বাবস্থা জানার জন্য প্রস্তাবিত ভূমির ছবি/ভিডিও প্রস্তাবনার পূর্বেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

- প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সংখ্যা কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে? - ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাব কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে? - ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসাব কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী নির্ধারণ করা হয়েছে?

ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপঃ অর্থনৈতিক কোড: ৪১৪১১০১ • ৩০./৩১. (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন • সংযুক্তি: ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা • সংযুক্তি: পুনর্বাসন পরিকল্পনা • সংযুক্তি: জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন পত্র • সংযুক্তি: MAF অনুসরণ খ-১ ও খ-২ • সংযুক্তি: MAF অংশ ৩- ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের সম্পৃক্ততা [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪-কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ক) অবস্থান; (খ) প্রাক্কলিত ব্যয় • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ। • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ, চ) পুনর্বাসন
[নোট] প্রাসঙ্গিক বিধি/বিধান - স্থাবর সম্পত্তি ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ - স্থাবর সম্পত্তি ও হুকুমদখল ম্যানুয়েল ১৯৯৭ - পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) প্রবিধান (সংশোধিত) আইন ২০১৯

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি উপরিউক্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
খ) উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রকল্পটি ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন/প্রত্যাবাসন এর প্রেক্ষিতে যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

[নোট]: SAF এর অংশ ৫ (যাচাই ফলাফল পর্যালোচনা-মূল্যায়ন মানদন্ড) মূল্যায়নকালে, বিশেষ করে মানদন্ড হিসেবে "প্রভাব" এর অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নসমূহ মূল্যায়নকালে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রতিপালন যাচাই/মূল্যায়ন করা যাবে।

ক) নিশ্চিতকরণ ১

- MAF -এর অনুসরণ চেক, MAF -এর অংশ ৩ এবং MAF -এর চেক সিট পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে
  - না: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়নি

খ) নিশ্চিতকরণ ২ (প্রকল্প নকশা/ডিজাইনের পর্যালোচনা)

- নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করে প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণয়ন/ডিজাইন করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত করুন।
  - প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সংখ্যা কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
  - ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাব কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
  - ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসাব কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী নির্ধারণ করা হয়েছে?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণয়ন/ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণয়ন/ডিজাইন করা হয়নি

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- গ্রিনবুকের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করুন।

খ-২.২: পরিবেশগত বিবেচনা

সূত্র: SAF

২. পরিবেশগত বিবেচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.১.৮- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা ১.১.৮.২ (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়। অনুচ্ছেদ ১.১.১১- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়। অনুচ্ছেদ ২১.৩- 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫' এবং 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭'* অনুযায়ী লাল শ্রেণিভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ (বিশেষতঃ পানি, বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদ, শিল্প এবং যোগাযোগ ও পরিবহন খাতসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্প) গ্রহণ/অনুমোদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) এবং EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন করতে হবে। পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত Environmental Management Plan প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) সম্পাদন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথাপ্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে।

- দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে? - দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ব্যয় কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?

ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল: • ২৫.২ টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি • ২৬. ECA ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে কিনা? (না হলে, ছাড়পত্র সংযুক্ত করুন অথবা কারণ উল্লেখ করুন) • সংযুক্তি: Environment Clearance Certificate (ECC) • সংযুক্তি: Environment Impact Assessment Report • সংযুক্তি: Environment Management Plan • সংযুক্তি: MAF অনুসরণ খ-১ ও খ-৩ • সংযুক্তি: MAF অংশ ৪- পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
[নোট] প্রাসঙ্গিক বিধি/বিধান - পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) - পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি উপরিউক্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
খ) উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে পরিবেশগত বিবেচনার নিরিখে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

[নোট]: SAF এর অংশ ৫ (যাচাই ফলাফল পর্যালোচনা-মূল্যায়ন মানদণ্ড) মূল্যায়নকালে, বিশেষ করে মানদন্ড হিসেবে "প্রভাব" এর অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নসমূহ মূল্যায়নকালে পরিবেশগত বিবেচনা সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রতিপালন যাচাই/মূল্যায়ন করা যাবে।

ক) নিশ্চিতকরণ ১

- MAF -এর অনুসরণ চেক, MAF -এর অংশ ৩ এবং MAF -এর চেক সিট পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরন করে প্রণয়ন করা হয়েছে
  - না: প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরন করে প্রণয়ন করা হয়নি

খ) নিশ্চিতকরণ ২ (প্রকল্প নকশা/ডিজাইনের পর্যালোচনা)

- নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির আলোকে পরিবেশগত বিবেচনার নিরিখে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে কি?

- দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
- দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ব্যয় কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণয়ন/ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণয়ন/ডিজাইন করা হয়নি

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- গ্রিনবুকের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করুন।

খ-২. ৩. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি

সূত্র: SAF

৩. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি

গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.১.৮- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা ১.১.৮.২ (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়।
অনুচ্ছেদ ১.১.১১- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রভাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়।
অনুচ্ছেদ ১.১.১১ (ক)- বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে 'সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD)' বিষয়টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (DPP) ২৫.৩ অনুচ্ছেদে একটি উপ-অনুচ্ছেদ [২৫.৩ (ক)] হিসেবে সন্নিবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন ধারণা অনুযায়ী সেক্টর ভিত্তিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ডিপিপি-তে সংযুক্ত করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ১.১৬- স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি পরীক্ষার (মৃত্তিকা পরীক্ষা, ডিআইএ ও অন্যান্য) প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা, সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি/আরডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ২১.৩- 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫' এবং 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭'* অনুযায়ী লাল শ্রেণিভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ (বিশেষতঃ পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, শিল্প এবং যোগাযোগ ও পরিবহন খাতসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্প) গ্রহণ/অনুমোদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) এবং EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন করতে হবে। পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত Environmental Management Plan প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন করতে হবে। প্রযোজ্যে ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) সম্পাদন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ২১.৩ (ক)- বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ ১.১.১১ (ক)- এ উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী 'সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD)' বিষয়টি ডিপিপির ২৫.৩ অনুচ্ছেদের ২৫.৩(ক) উপ-অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করতে হবে।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে।

- দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে? - দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ব্যয় কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?

ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পেরর প্রভাব/ফলাফলঃ • ২৫.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন • সংযুক্তি: জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আকস্মিক পরিকল্পনা • সংযুক্তি: Disaster Impact Assessment Report • সংযুক্তি: MAF অনুসরণ খ-১ ও খ-৩ • সংযুক্তি: MAF অংশ ৪- পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.২- প্রকল্পটির দুর্যোগ সহিষ্ণুতা যাচাই
[নোট] প্রাসঙ্গিক বিধি/বিধান - পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) - পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি DIA Guidelines অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
খ) উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রকল্পটির নকশা কি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

[নোট]: SAF এর অংশ ৫ (যাচাই ফলাফল পর্যালোচনা-মূল্যায়ন মানদন্ড) মূল্যায়নকালে, বিশেষ করে মানদন্ড হিসেবে "প্রভাব" এর অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নসমূহ মূল্যায়নকালে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রতিপালন যাচাই/মূল্যায়ন করা যাবে।

ক) নিশ্চিতকরণ ১

- MAF -এর অনুসরণ চেক, MAF -এর অংশ ৩ এবং MAF -এর চেক সিট পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরন করে প্রণয়ন করা হয়েছে
  - না: প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান অনুসরন করে প্রণয়ন করা হয়নি

খ) নিশ্চিতকরণ ২ (প্রকল্প নকশা/ডিজাইনের পর্যালোচনা)

- নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রকল্পটির নকশা কি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে?

  দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
  দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ব্যয় কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণয়ন/ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণয়ন/ডিজাইন করা হয়নি

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- গ্রিনবুকের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করুন।

খ-৩ অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন

খ-৩. ১. অ্যালোকেশন অব বিজনেস

সূত্র: SAF

খ-৩ অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন

[নোট] SAF অংশ ৫ মূল্যায়নের সময় খ-৩ অংশ পর্যালোচনা করা যাবে

১. অ্যালোকেশন অব বিজনেস

ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.১.১- অ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে সঙ্গতি: প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করবে। একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে উপযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মুখ্য (Lead) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণভাবে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গুচ্ছ/আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ২১.১- অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প প্রণয়ন করবে। প্রয়োজনে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে উপযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে Lead মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণভাবে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গুচ্ছ/আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে।

ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ২৮.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার (Vision ও Mission) • ২৮.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্য বণ্টন (Allocation of Business) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
খ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) নিশ্চিতকরণ

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি আইটেম ২৮.১ ও ২৮.২ এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পটি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে
  - না: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- গ্রিনবুকের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করুন।

খ-৩. ২. সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লষণ

সূত্র: SAF

২. সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লষণ

ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
[নোট] গ্রিনবুক ২০২২ এ উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট চাহিদা/মান, আইন ও প্রবিধি ছাড়াও প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য চাহিদা/মান উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথা প্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।

ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ২৩. প্রধান প্রধান আইটেমসমূহের কারিগরি বিনির্দেশ/ডিজাইন • সংযুক্তি: MAF অংশ ৫- সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (খ)- কারিগরি নকশা

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
খ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) নিশ্চিতকরণ ১

- ডিপিপি আইটেম ২৩. এবং ডিপিপি আইটেম ২৩. এর সংযুক্তি দেখে নিশ্চিত করুন যে প্রকল্পটি গ্রিনবুক ২০২২ এ তালিকাভুক্ত বক্স ৭- এ প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের সাথে প্রাসঙ্গিক হিসেবে তৈরি করা হয়েছে কিনা
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে
  - না: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- যখন MAF বা চেক সিট ব্যবহার করে প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রিনবুকের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়নি, তখন গ্রিনবুকের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করুন।

বক্স ৭ গ্রিনবুক ২০২২ এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ

অনুচ্ছেদ ১.১.১৫- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় প্রস্তাবিত জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সার্ভিস সড়ক নির্মাণসহ পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। বিগত একশত বছরের বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় মহাসড়কসমূহ উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া, পর্যায়ক্রমে চার লেন বিশিষ্ট সকল মহাসড়কে এবং মহাসড়ক প্রশস্তকরণের সময় ব্যস্ততম এলাকা ও ইন্টারসেকশনে আন্ডারপাস/ওভারপাস কিংবা ইউলুপ নির্মাণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১.১৬- মহাসড়ক, মহাসড়কে বিদ্যমান/নির্মিতব্য সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল টেকসই করার লক্ষ্যে যানবাহনের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণের জন্য ওজন পরিমাপক যন্ত্র (Weighing Machine) স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে। এছাড়া, গ্রামীণ সড়ক/সেতু দিয়ে যাতে ভারী যানবাহন চলাচল করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২- সড়ক পরিবহন খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের সময় Project Appraisal Framework (PAF) এ প্রদত্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। PAF অনুসরণে Project Appraisal Report (PAR) এবং Appraisal Summary Table (AST) প্রস্তুতপূর্বক ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, সড়কের শ্রেণিবিন্যাস ও স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন বিবেচনায় নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩- ১০০(একশত) মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ এবং নদীতীর সংরক্ষণ ও নদীতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল, নেভিগেশনাল ও বেথিমেট্রিক সমীক্ষার সুপারিশ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সমীক্ষায় নদীর বৈশিষ্ট্য, পানির প্রবাহ, নৌযান চলাচল, চরের গতিবিধি, ডুবোচরের এরিয়াল ভিউ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া, সমীক্ষার সুপারিশ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও বাঁধ নির্মাণের কার্যক্রম নিম্নবর্ণিতভাবে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.১- নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর পর প্রতিবছর Maintenance ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ড্রেজ্ড ম্যাটেরিয়ালস্ (মাটি, পলি ও বালি) ব্যবহারের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে রেললাইন ও মহাসড়ক উঁচুকরণ, সড়কের পাশে মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজে (আবাসন, অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদি) ব্যবহারের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। এসব কাজে কোনভাবেই ফসলী জমি নষ্ট করা যাবে না। বিশেষজ্ঞ কমিটি/কারিগরি কমিটি কর্তৃক বিশেষ ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ থাকলে প্রমাণকসহ ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.২- উপকূলীয় এলাকাসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করা হবে সেখানে বাঁধ টেকসই করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে এবং বাঁধের পাড়ে উভয় পার্শ্বে সবুজ বেষ্টনী/বনায়ন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৩- হাওর অঞ্চলসহ নিচু অঞ্চলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার্থে যথাপ্রয়োজন সাবমার্সিবল/এলিভেটেড রাস্তা নির্মাণের বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে সেচ ব্যবস্থাপনা ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে যথাসম্ভব স্লুইস গেইট নির্মাণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে এবং হাওর এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৪- বাঁধের কান্ট্রি সাইডে কোন সংস্থা কর্তৃক কোন স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৫- নদীর নাব্যতা, পানির স্বাভাবিক প্রবাহ যাতে বাঁধাগ্রস্ত না হয়, সেটি বিবেচনায় নিয়ে সেতু নির্মাণের ডিজাইন করতে হবে। নদীর উপর যথাসম্ভব কম সংখ্যক সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা থাকতে হবে। সেতুর ভিত্তির ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে যাতে নৌযান চলাচল বিঘ্নিত না হয় এবং পরবর্তীতে নদী পুনঃখনন বা ড্রেজিং-এর সময় সেতু ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৬- সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ ও অন্যান্য) নিকট থেকে নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণ করে প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৭- 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' এবং 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) থেকে ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণ করে প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৮- প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেল আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৬- সরকারি অফিস ভবন, আবাসিক ভবন ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত প্রয়োজন ও পরিবেশ বিবেচনা করে যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গা ও জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে। অনুভূমিকভাবে একাধিক ভবন তৈরি না করে উল্লম্বভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ রেখে ভবন নির্মাণের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা অফিস ভবন তৈরি না করে সমন্বিত ভবন নির্মাণের

বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। একই অবকাঠামো যথা: হলরুম, অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি মাল্টি এজেন্সি কর্তৃক মাল্টিপারপাসে ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১৬- স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি পরীক্ষার (মৃত্তিকা পরীক্ষা, ডিআইএ ও অন্যান্য) প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা, সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি/আরডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.১৯- উপজেলা, জেলা এবং নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কী-কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, অর্থ বরাদ্দসহ ডিপিপি'তে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। নগরীর বর্জ্য/স্যুয়ারেজ কোন নদী/খালে নিঃসরণ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২১.২০- প্রতিটি শিল্প এলাকায় Central Effluent Treatment Plant (CETP) এর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২১- সকল স্থাপনাতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিবন্ধীদের জন্য Ramp এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেটের সংস্থান রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২২- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রথমেই একটি 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করে সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলোতে হোস্টেল নির্মাণের সময় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সম-আসনের হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২৩- ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরে জনসংখ্যা ও জমির স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জমিতে নিজস্ব বহুতল ভবন নির্মাণ পরিকল্পনায় অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জন্য অফিস সংকুলানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধাসহ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২৪- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকারি অফিসসমূহ এক জায়গায় আনয়নের লক্ষ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডসহ প্রয়োজনে নীচতলা/দোতলা/তৃতীয় তলায় পার্কিং, ওয়েটিং স্পেস, কনফারেন্স সেন্টার, একাধিক সভাকক্ষ, ক্যাফেটেরিয়া, প্রার্থনাকক্ষ, ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদির সংস্থান রাখতে হবে। এছাড়া, প্রতি ফ্লোরে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক সুপরিসর ওয়াশরুম/টয়লেট, মাদার্স কর্নার ইত্যাদি সুবিধাসহ বহুতল ভবনের একটি মডেল নকশা প্রণয়ন করতে হবে যার বাহ্যিক ভিউ (Exterior Design) একই রকম হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২৫- বহুতল ভবনের নকশায় অডিটরিয়াম/বড় হলরুম থাকলে তা গ্রাউন্ড ফ্লোর/ফার্স্ট ফ্লোর বা পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় করতে হবে; কোনভাবেই ভবনের উপরের অংশে করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২১.৩১- অনলাইনে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্র (সংযোজনী-উ) অনুসরণ করতে হবে।

সূত্র: গ্রিনবুক ২০২২

৩-৩ অংশ- ১: প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

সূত্র: SAF

অংশ- ১ : প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

১. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহ :
৩. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ :
৪. প্রকল্পের পরিকল্পিত মেয়াদ (মাস, বছর) : শুরু :
শেষ :
মেয়াদ (মাস) :
৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : **মোট** :
জিওবি :
প্রকল্প ঋণ/অনুদান :
নিজস্ব অর্থ :
অন্যান্য :
৬. প্রকল্পের এলাকা/স্থান :

৭. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করতে হবে)	মোট
		RPG/RPL	DPG/DPL			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭) = (২) +(৩) +(৪) +(৫) +(৬)
বছর ১						
বছর ২						
বছর ৩						
					সর্বমোট	

অংশ ১: মৌলিক তথ্যে প্রকল্পের অপরিহার্য বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে।

(১-১, ১-২ এবং ১-৩) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম ডিপিপি'র অনুচ্ছেদ ২.১ ও ২.২ এ পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের নাম ডিপিপি'র অনুচ্ছেদ নং ২.৩ এ পাওয়া যাবে। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অথবা একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদনের পূর্বে তা "মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্টর ডিভিশন চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ।

[পরামর্শ]
SAF এর খ-৩.১-এ প্রদত্ত অ্যালোকেশন অব বিজনেস গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

(১-৪) পরিকল্পিত মেয়াদ (মাস, বছর)

এ অংশে প্রকল্পরে শুরু ও সমাপ্তির তারখি বা মাস এবং মাসের হিসেবে মোট মেয়াদ উল্লখে করতে হবে। প্রকল্পের শুরু ও সমাপ্তির তারিখ/মাস ডিপিপি'র আইটমে- ৪. (প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল) এ দেয়া আছে। উক্ত তথ্য ব্যবহার করে মাসের হিসেবে প্রকল্পের মোট মেয়াদকাল বের করা যাবে।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল (মাস) = ডিপিপি'র আইটেম "৪.খ) সমাপ্তির তারিখ" – ডিপিপি'র আইটেম "৪.ক) শুরুর তারিখ + ১ মাস"

(১-৫) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ডিপিপি আইটেম-৫.১ ও ৫.২ এ পাওয়া যাবে। প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে যথাযথভাবে উৎস অনুযায়ী এর প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিভাজন নির্ধারণ করা আবশ্যক। অংশ ১-৫ এ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রকল্প ব্যয়ের জিওবি, প্রকল্প সাহায্য, নিজস্ব

তহবিল এবং অন্যান্য অংশের যোগফল যেন মোট ব্যয়ের সমান হয়।

সূত্র: DPP ফরমেট

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা):

মোট	:
জিওবি	:
প্রকল্প সাহায্য	:
নিজস্ব অর্থ	:
অন্যান্য	:

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (তারিখসহ):

(উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

(১-৬) প্রকল্প এলাকার সারসংক্ষেপ

প্রকল্প এলাকা ডিপিপি'র অনুচ্ছেদ ৭.১ এ উল্লেখ করা থাকে। প্রকল্প শুরু করার পুর্বে প্রকল্পের এলাকা নির্দিষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সেগুলোর তালিকা প্রস্তুত করুন। প্রকল্প এলাকা শনাক্তকরণের সুবিধার্থে ডিপিপি'র সাথে প্রকল্প এলাকার মানচিত্র সংযুক্ত করা উচিত।

সূত্র: DPP ফরমেট

বিভাগ/জেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলার নাম

৭.০ প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
১	২	৩

(প্রয়োজনে সংযোজনী আকারে মানচিত্র প্রদান করুন)

(১-৭) বছর-ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়

বছর-ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিবরণ ডিপিপি'র অনুচ্ছেদ ৬.২ এ দেখা যেতে পারে। অর্থায়নের উৎসসহ প্রকল্পটির বছর-ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় এবং অর্থায়নের উৎস ও ধরন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি ও অন্যান্য) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এসকল তথ্য ডিপিপি'র অনুচ্ছেদ ৬.১ থেকে নেওয়া যাবে।

সূত্র: DPP ফরমেট

৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎস:

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

উৎস / ধরন	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)=(২)+(৩)+(৪)*
বিনিয়োগ				
ঋণ				
ইক্যুইটি				
অনুদান				
অন্যান্য				
মোট				

ক: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ

এই অংশ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে প্রকল্পের ডিজাইন পর্যালোচনা করে।

সূত্র: SAF

ক. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ

গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.১.৪- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও সময়াবদ্ধ (Time-bound) হতে হবে। প্রকল্পের শিরোনাম ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ নয় এরূপ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক • সংযোজনীঃ MAF এর অংশ -২, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর স্পষ্টতা

ডিপিপি আইটেম ১০. কপি করুন

	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MoV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য				
প্রকল্পের উদ্দেশ্য				
আউটপুটসমূহ				
ইনপুটসমূহ				

বক্স ৮ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর রূপরেখা

লজিকাল ফ্রেমওয়ার্কের এর কাঠামো: সাধারণত লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর কাঠামো নিম্নরূপ হয়ে থাকে:

চার/চার ম্যাট্রিকস এর মাধ্যমে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কোন প্রকল্পের নকশা প্রদর্শন করে/তুলে ধরে।

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উলম্ব (Vertical) যুক্তি হচ্ছে কোন প্রকল্পের কাংঙ্খিত বিভিন্ন অবস্থার পারমপর্য যা প্রকল্পটির কার্যকরনের সহিত সংযুক্ত: ১) ইনপুট; ২) আউটপুট; ৩) উদ্দেশ্য এবং ৪) অভিষ্ট লক্ষ্য।

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর অনুভূমিক যুক্তি কাংঙ্খিত অবস্থার বিভিন্ন অবস্থান ব্যাখ্যা করে: ১) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ২) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI), ৩) যাচাই এর মাধ্যম (MOV) এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA) সমূহ।

উলম্ব যুক্তি: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উলম্ব যুক্তি কোন প্রকল্পের কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় নিমিত্তবাচক পরম্পরাসমূহ দেখায় যেমন; ইনপুট থেকে শুরু হয়ে কার্যাবলির মাধ্যমে আউটপুট হয়ে আউটকাম ও প্রভাবে গিয়ে শেষ হয় (যা পরবর্তিতে "**ফলাফল চেইন**" নামে অবহিত।

প্রভাব	প্রকল্পের ফলফলের সাথে বিভিন্ন দীর্ঘ মেয়াদি ও বিন্নস্ত উন্নয়ন ফল।
⇑	
আউটকাম	আউটপুট ব্যবহারের মাধ্যমে সুফলভোগিগণ যে সমস্ত স্বল্প মেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ফলাফলসমূহ পেয়ে থাকেন।
⇑	
আউটপুট	কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইনপুট ব্যবহার করে সৃষ্ট যে সমস্ত সুবিধাভোগিগণের নিকট উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহ সুবিধাভোগিগণের কাছে পৌছে দেয়া হয়ে থাকে।
⇑	
কার্যাবলি	ইনপুট ব্যবহার করে আউটপুট সৃষ্টির জন্য গৃহীত/কৃত একগুচ্ছ কার্যক্রম।
⇑	
ইনপুট	কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক মানবসম্পদ ও বৈশ্বিক সম্পদ।

প্রকল্পের ফলাফল যা প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সময় আশা করা যায়, তাকে প্রকল্পের লক্ষ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাই লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর লক্ষ্য/উদ্দেশ্য সাধারণত ডিপিপি'র 'ফলাফল চেইন' এর আউটকাম স্তরে দেখানো হয়েছে (যা প্রকল্প সমাপ্তির সময় অর্জিত হতে পারে।)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের ২-৩ বছর পর প্রকল্পের পাপ্ত ফলাফলকে লক্ষ্য হিসেবে রাখা যেতে পারে। ডিপিপিতে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর ফলাফল চেইন এর প্রভাব স্তরে রাখা/দেখানো যেতে পারে।

লক্ষ্য রাখতে হবে যে 'লক্ষ্য হচ্ছে প্রভাব স্তরে' এবং 'উদ্দেশ্য হচ্ছে আউটকাম স্তরে' এ যুক্তি সবসময় সত্য নয়। প্রকল্প সমাপ্তির সময় ও প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য অর্জনের ২-৩ বছর পর প্রকল্পের আউটকাম স্তরের অর্জন বহুলাংশে প্রকল্পের ডিজাইন/নকশা ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আউটকাম parpose/objective স্তর output স্তরের খুব কাছাকাছি কারণ সুবিধাভোগিগণ যে ফলাফল output ব্যবহারের মাধ্যমে পাবেন বলে ধারনা করা হয়, তা সব সময় প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে শুরু হয়না।

অনুভূমিক যুক্তি: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর অনুভূমিক যুক্তি ফলাফল চেইন এর প্রতিটি পর্যায় ব্যাক্ষা করে: ১) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ২) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই এর মাধ্যম/উপায় এবং ৪) গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ।

- সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব যুক্তির প্রতিটি উপাদানে অর্জনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি।
- বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক: অর্জিত ফলাফল পরিমাপের সূচকঃ নির্দেশকগুলো প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত ফলাফলের কোন বিশেষ দিক অথবা বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয় যা প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি নিরুপণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
- গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ: প্রকল্পের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ যা প্রকল্পের পরিকল্পিত ফলাফলের অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে: সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় উল্লিখিত প্রকল্প প্রস্তাব/ধারণা এর বিবরণী যা কিছু অনুমানের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এগুলো প্রকল্প দ্বারা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংশ্লিষ্ট অনুমান যা প্রকল্পের পরিকল্পিত ফলাফল অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রকল্প ধারণায়/প্রস্তাবে প্রভাব ফেলতে পারে ।

সূত্র: GOB-SPIMS 2023 Logical Framework for Investment Projects

(ক-১) প্রকল্পের ফলাফল চেইন (Result Chain) কি যথেষ্ট/পর্যাপ্ত?

সূত্র: SAF

১. প্রকল্পের ফলাফল চেইন (Result Chain) কি যথেষ্ট/পর্যাপ্ত?

- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো কি পর্যাপ্ত, বেশী বা কম ধরা হয়েছে? - কোন গুরূত্বপূর্ণ অনুমান বাদ পড়েছে কি?

ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী কি প্রকল্পটি পর্যাপ্তভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে ডিপিপি আইটেম ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা করুন।
  - উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো কি পর্যাপ্ত, বেশী বা কম ধরা হয়েছে?
  - কোন গুরূত্বপূর্ণ অনুমান বাদ পড়েছে কি?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

পরামর্শ: পরীক্ষার জন্য কয়েকটি বিষয়

- ☐ আউটপুট ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষে প্রাপ্ত তাৎক্ষণিক ও সরাসরি সুফলকে অভিষ্ট লক্ষ্য/লক্ষ্যবস্তু বুঝায়।
- ☐ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ২ থেকে ৩ বছর পর প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাবকে লক্ষ্য বুঝায়।
- ☐ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত, এখানে লক্ষ্যের সাথে উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়।
- ☐ প্রস্তাবিত আউটপুটসমুহ একত্র করে উদ্দেশ্য/লক্ষ্য যথাসময়ে অর্জন করা হবে। অন্য কথায়, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতগুলো একক আউটপুট সামষ্টিকভাবে অর্জন জরতে হবে। যদি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আউটপুটসমূহ যথেষ্ট না হয় অথবা একটির সাথে অপরটির দ্বৈততা দেখা যায়, তাহলে হয় উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অথবা আউটপুট পরিবর্তন/সংশোধন করতে হবে।
- ☐ উদ্দেশ্য/লক্ষ্য আউটপুটের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে উদ্দেশ্য/লক্ষ্যের সাথে আউটপুটের অনুমানসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়।
- ☐ প্রকল্পের কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইনপুট সমূহ ব্যবহার করে আউটপুট অর্জন করা হয়। তাই ইনপুট ছাড়া/ব্যতিত আউটপুট লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক-এ তালিকাভূক্ত করা যাবেনা।
- ☐ আউটপুটসমূহ ইনপুট এর সাথে সম্পৃক্ত। এখানে আউটপুটগুলির সাথে ইনপুটের গুরুত্বপূর্ণ অনুমান সমূহ বিবেচনায় রাখা হয়।
- ☐ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক, মানবসম্পদ এবং অন্যান্য সামগ্রি/সম্পদ ইনপুট হিসেবে বিবেচিত হয়।
- ☐ প্রকল্পদ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয় এমন সংকটপূর্ণ উপাদান/কারনসমূহ হলো গুরুত্বপূর্ণ অনুমান।

GOB-SPIMS 2023 Note for Logical Framework

(ক-২) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ও যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো কি পর্যাপ্ত?

সূত্র: SAF

২. বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ও যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো কি পর্যাপ্ত?

- নির্দেশকগুলো কি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করে? - নির্দেশক ও যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো কি বাস্তবে পাওয়া যাবে?

ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী প্রকল্পটি পর্যাপ্তভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে ডিপিপি আইটেম ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা করুন।
  - নির্দেশকগুলো কি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করে?
  - নির্দেশক ও যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো কি বাস্তবে পাওয়া যাবে?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।".

পরামর্শ: পরীক্ষা করার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা

☐ বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সংগতিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ব্যাখ্যা করে। কতগুলো বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সংগতিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে পরিগ্রহণ করা হয়। যখন বস্তুনিষ্ঠ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্পাদন করা হয়, তখন বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশসমূহ পুনরায় দেখা উচিৎ এবং সে অনুযায়ী সংশোধন করা উচিৎ।

☐ বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ কার্য সম্পাদন সূচকের মৌলিক চাহিদা পূরন করে থাকে, যেমন SMART (Specific, Achievable, Measurable, Relevant, and Time-bound এবং QQTL (Quality, Quantity, Time and Location). নিম্নের উদাহরণ দেখুন।

☐ প্রয়োজনীয় data এর প্রাপ্যতা এবং কোথা থেকে data সংগ্রহ করতে হবে তা নিশ্চিত করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকে সু-স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

☐ প্রাথমিক data, সময়সূচি এবং data সংগ্রহের ব্যয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি ও বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

☐ অমুখ্য/ অপ্রধান data এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রতিবেদন দাখিলের সময়টি নিশ্চিত করতে হবে।

SMART তথ্যসহ বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকের উদাহরণ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	SMART তথ্যসহ বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকের উদাহরণ
নদীর জলের মান উন্নত হয়েছে	প্রকল্প এলাকায় ভারি ধাতুর একত্রিকরণ (specific) ২০২২ থেকে ২০২৫ (Time-bound) এর মধ্যে ২৫% (Measurable) কমেছে, জাতীয় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন মানদন্ড পূরনের লক্ষ্যে (relevant with GovernemntPolicy)

* এই লক্ষ্যে বর্ণিত অংক/ সংখ্যা প্রকল্পের শেষে "Achievable" হতে হবে।

GOB-SPIMS 2023 Note for Logical Framework

খ. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ

এই অংশটি আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ফলাফল, তথ্যের উৎস এবং গণনা পদ্ধতির নির্ভুলতা পর্যালোচনা করে।

সূত্র: SAF

খ. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ

গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ১.১.৮.২- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা: (ছ) বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।

ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ - সংযোজনী: গণনা সিট [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] - সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৬- ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ - ৬.১ আর্থিক বিশ্লেষণ - ৬.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ - সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৯- ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ - সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ১০- বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

ডিপিপি আইটেম ১৮. কপি করুন (আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ)

	Discount Rate	NPV	BCR	IRR
আর্থিক				
অর্থনৈতিক				

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আয়-উৎপাদনশীল (Revenue Generating**) প্রকল্প?**	
☐ হ্যাঁ (আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন)	☐ না (শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন)

বক্স ৯- এ আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য CBA-এর হ্যান্ডবুক দেখুন।

বক্স ৯ আয়-ব্যয় বিশ্লেষণের মৌলিক ধারণা

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (EA): দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন প্রকল্প গ্রহণ/নির্ধারণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে [গ্রিনবুক ২০২২- অনুচ্ছেদ ১.১.৫ (ঘ)]। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত "বাট্টার হার" (Discount rate) কে সামাজিক বাট্টার হার (SDR) বলা হয়। যদি কোন প্রকল্পের EIRR>Social Discunt Rate হয় তাহলে তা দেশের কল্যাণে যথেষ্ট পরিমাণে অবদান রাখবে বলে ধারণা করা হয় এবং প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এটি অর্থনৈতিক দক্ষতার আর্থিক নীতি তত্ত্বের (Fiscal policy principle) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (EA) সমাজের কল্যাণের বিবেচনায় প্রকল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক ও প্রভাবসমূহের আর্থিক মূল্য নির্ণয় করে । এই হিসাব/নির্ণয় প্রক্রিয়ায় ১) Input & Output সমূহ Traded and non-traded goods, production factor ও externalities এ শ্রেণিভূক্ত করা হয় এবং ২) Conversion factor, ও "দাম দিতে ইচ্ছুক"(Willingness to Pay Values) মূল্যের উপাত্ত ব্যবহার করে ৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের EIRR, ENPV, ও EBCR নির্ণয় /হিসাব করা হয়।

আর্থিক বিশ্লেষণ (FA): প্রকল্পের অর্থায়নের প্রয়োজন, লাভজনকতা (Profitability) ও আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে। প্রকল্প কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যাদি ও সেবাসমূহের দাম কোন পর্যায়ে নির্ধারণ করলে সম্পূর্ণ ব্যয়/খরচ "উঠানো" (recover) সম্ভব হবে, আর্থিক বিশ্লেষণ তার হিসাব নির্ণয় করতে পারে। লাভজনকতার প্রধান নির্দেশক হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের আর্থিক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের হার (FIRRi) ও equity capital (FIRRc); আর্থিক নীট বর্তমান মূল্য (FNPV) ও আর্থিক আয়-ব্যয় অনুপাত (FBCR) এই বিষয়ে এক নজরে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে।

EIRR, ENPV ও EBCR ইত্যাদি নির্দেশকসমূহ স্থির মূল্যে দেখানো হয়। Non-Financial Operation এর নীট Cash প্রবাহের উপর Discounted Cash Flow (DCF) কৌশল ব্যবহার/প্রয়োগের মাধ্যমে এই হিসাব নির্ণয় করা হয়। সরকার সকল সেক্টরের আর্থিক বিশ্লেষণের জন্য একটি (সকল সেক্টরের জন্য) ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি পৃথক বাট্টার হার (discount rate) নির্ধারণ করে দেয়। উল্লেখ্য যে, স্থির মূল্যের জন্য ব্যবহৃত বাট্টার হার চলতি মূল্যের (nominal price) জন্য ব্যবহৃত বাট্টার হার থেকে ভিন্ন, যার পরিমাণ হবে মূল্যস্ফিতি হারের কাছাকাছি।

অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা এবং আর্থিক স্থায়িত্ব এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকল্পের মূল্য (Value) বিচার করা হয়। দুটি বিষয় তিনটি নির্দেশকের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে, যথা, ১) NPV, ২) BCR, এবং ৩) IRR।

- **Net Present Value (NPV)** (প্রকল্প প্রণয়নের সময়) একটি প্রকল্পের অর্থনৈতিক পূর্ণ সময়ের ব্যয় ও লাভের বর্তমান মূল্যের প্রবাহ দেখায়। Discounting Technique ও একটি নির্দিষ্ট discount factor (DF) ব্যবহার করে NPV হিসাব করা হয় । EA এর ক্ষেত্রে SDR এবং FA এর ক্ষেত্রে market interest rate of discount (MRD) ব্যবহার করা হয়। কোন নির্দিষ্ট SDR প্রয়োগের ফলে, NPV>0 হলে net benefit (the difference between the NPV of all revenues/ benefits and the NPV of all costs) ধণাত্বক হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত Discount Rate-ই হল SDR।
- **বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR)** প্রকল্পের কর্মক্ষমতার একটি আপেক্ষিক সূচক প্রকাশ করে। BCR> 1.1এর মানে হল, প্রকল্পের সুবিধার NPV, প্রকল্পের খরচের NPV থেকে 10% বেশি। BCR= 1 এর অর্থ হল, প্রদত্ত ডিসকাউন্ট হারে সুবিধার NPV এবং খরচের NPV সমান।
- **ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন (IRR)** বিনিয়োগের উপর রিটার্ন প্রকাশ করে IRR সেই ডিসকাউন্ট রেট দেখায়, যা অ-আর্থিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রকল্পগুলির নেট নগদ প্রবাহের NPV শূন্য হয়। যদি EA তে প্রতীয়মান হয় যে, EIRR> SDR, তাহলে প্রকল্পের কর্মক্ষমতা SDR-এর সাথে GOB দ্বারা সংজ্ঞায়িত welfare benchmark এর চেয়ে ভালো হবে; যদি FA তে প্রতীয়মান হয় যে, FIRR> MDR, তাহলে এর মানে হল প্রকল্পটি সমস্ত stakeholder দের জন্য লাভজনক হবে।

Decision-Making Framework

নিম্নে উল্লিখিত ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশেষণ থেকে প্রাপ্ত IRR এর তথ্য সরকারি বিনিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অর্থ বরাদ্দের ন্যায্যতা সম্পর্কে অবহিত করা যায়।

- **NO GO**: আর্থিক ও অর্থনৈতিক, উভয় সূচকসমূহ অসন্তোষজনক।

- **GO and finance the gap:** এখানে, অর্থনৈতিক সূচকসমূহ সন্তোষজনক তবে আর্থিক সূচকসমূহ নয়। এক্ষেত্রে, দেশের উন্নয়নে পণ্য/সেবা?অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্প আর্থিকভাবে লাভজনক না হলেও প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
- **GO but no subsidies:** আর্থিক ও অর্থনৈতিক উভয় সূচকসমূহ সন্তোষজনক। সেক্ষত্রে সরকারি বিনিয়োগের পরিবর্তে বেসরকারি সেক্টরের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং সরকারকর্তৃক রেগুলেত করা প্রয়োজন।
- **Go & Tax or internalized welfare cost:** এখানে, আর্থিক সূচকসমূহ সন্তোষজনক তবে অর্থনৈতিক সূচকসমূহ নয়। এধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট জনকল্যাণে নেতিবাচক বিষয়সমূহ প্রশমনের জন্য ব্যয় আর্থিক বিশ্লেষণে হিসাব করতে হবে (যেমন, দূষণ প্রতিরোধে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা)।

CBA Decision rules

CBA outcomes	EIRR < SDR ENPV < 0; EBCR < 1	EIRR > SDR ENPV > 0 EBCR > 1
FIRR < FDR FNPV <0 FBCR<1	NO GO	GO and Finance the gap
FIRR > FDR FNPV > 0 FBCR >1	GO & Tax or internalize the welfare costs	GO but no subsidies

EIRR = Economic Internal Rate of Return
FIRR = Financial Rate of Return on Investment
FDR = Financial Discount Rate
SDR = Social Discount Rate

সূত্র: SPIMS (2018) GUIDANCE FOR CBA TRAINERS

আর্থিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করুন

সূত্র: SAF

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আয়-উৎপাদনশীল (Revenue Generating) প্রকল্প?	
☐ হ্যাঁ (আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন)	☐ না (শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন)

মূল্যায়নের প্রশ্ন

- প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আয়-উৎপাদনশীল (Revenue Generating) প্রকল্প?

প্রকল্পের প্রকৃতি

ডিপিপি আইটেম ১৩., ১৮. এবং ৩৩. এ প্রদত্ত O&M- এর জন্য অর্থায়ন পরিকল্পনা যাচাই পূর্বক প্রকল্পের প্রকৃতি মূল্যায়ন করুন।

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আয়-উৎপাদনশীল
  - না: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আয়-উৎপাদনশীল নয়
- হ্যাঁ হলে "১. আর্থিক বিশ্লেষণ" এ যান
- না হলে "১. আর্থিক বিশ্লেষণ" পরিহার করুন

আয় সৃষ্টিকারী/অ-আয়-সৃষ্টিকারী প্রকল্পসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়:

- আয় সৃষ্টি করেনা এমন প্রকল্প হলো রাস্তা, সেতু, এবং অন্যান্য সরকারি দ্রব্য যেখানে সরাসরি কোন ব্যবহার ফি প্রয়োজন হয়না। এই ধরনের প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সবসময় সরকারের পরিচালন বাজেট অথবা অনুদান বা প্রকল্প সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।
- আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প হলো জ্বালানি নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, আইসিটি নেটওয়ার্ক, বন্দর, রেল, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এই ধরনের প্রকল্পে পুরো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ করা যাবে এবং কিছু প্রকল্প পুরো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার ফি, অন্যান্য ফি/রাজস্ব আহরণ পর্যাপ্ত নয়। আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা অর্জন নিশ্চিত হবে তখনই, যদি সরকার বা অন্য কোন উৎস থেকে আর্থিক শূণ্যতা পূরণ করা হয়।

(খ-১) আর্থিক বিশ্লেষণ

সূত্র: SAF

১. আর্থিক বিশ্লেষণ

- আয় উৎপাদক প্রকল্পের জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি? - ব্যয়/খরচ কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত? - আয় কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?

ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের নিরীখে আর্থিক বিশ্লেষণের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি রেফারেন্স আইটেম ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অধ্যায়নের মাধ্যমে নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে আর্থিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করুন
  - আয় উৎপাদক প্রকল্পের জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি?
  - ব্যয়/খরচ কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?
  - আয় কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন
  - ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
  - [সংযুক্তি]: গণনা সিট
- নিচের অনুচ্ছেদগুলো সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - ৩. বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ
  - ৬. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ, ৬.১ আর্থিক বিশ্লেষণ
  - ৯- ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ
  - ১০- বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

[পরামর্শ] MAF এর অংশ ৬- এ প্রদত্ত আর্থিক বিশ্লেষণের সারাংশ সারণি থেকে আর্থিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

- Incremental Analysis সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা?
- তথ্যের উৎস ও ব্যয় প্রাক্কলন কি নির্ভরযোগ্য কিনা?
- ইনপুট/ব্যয় এবং সুফল/ফলাফল/প্রভাব কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- BCR/IRR/NPV গণনার জন্য স্থিরমূল্য (constant price) ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্প পরিষেবাগুলোর চাহিদা সম্পর্কে অনুমানগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- অন্যান্য প্রধান অনুমানসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে কিনা?
- ডিস্কাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (DCF) সঠিকভাবে গণনা করা হয়েছে কিনা?
- আর্থিক মূল্যের জন্য বাজার মূল্য (market price) ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?
- মিশ্র উৎসের অর্থায়নের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ (Sensitivity Analysis) করা হয়েছে কি?
- সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যাপ্ত কিনা?

(খ-২) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

সূত্র: SAF

২. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

- অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি? - ব্যয়/খরচ কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত? - আয় কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?

ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের নিরীখে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি রেফারেন্স আইটেম ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অধ্যায়নের মাধ্যমে এবং নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করুন
  - অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি?
  - ব্যয়/খরচ কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?
  - আয় কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন
  - ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
  - [সংযুক্তি]: গণনা সিট
- নিচের অনুচ্ছেদগুলো সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - ৩. বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ
  - ৬. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ, ৬.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
  - ৯- ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ
  - ১০- বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

[পরামর্শ] MAF এর অংশ ৬- এ প্রদত্ত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সারাংশ সারণি থেকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

- প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আয় উৎপাদনকারী নাকি অ-আয় উৎপাদনকারী? (বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিচের বক্স ৭-এ প্রদান করা হয়েছে)
- Incremental Analysis সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা?
- তথ্যের উৎস ও ব্যয় প্রাক্কলন কি নির্ভরযোগ্য কিনা?
- ইনপুট/ব্যয় এবং সুফল/ফলাফল/প্রভাব কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- BCR/IRR/NPV গণনার জন্য স্থিরমূল্য (constant price) ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্প পরিষেবাগুলোর চাহিদা সম্পর্কে অনুমানগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- অন্যান্য প্রধান অনুমানসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে কিনা?
- ডিস্কাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (DCF) সঠিকভাবে গণনা করা হয়েছে কিনা?
- অর্থনৈতিক মূল্য এবং রূপান্তর ফ্যাক্টর (Conversion Factor) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিনা?
- অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সব উল্লেখযোগ্য প্রভাব (ভূমি, পুনর্বাসন, পরিবেশ এবং বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন) অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা?
- মিশ্র উৎসের অর্থায়নের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ (Sensitivity Analysis) করা হয়েছে কি? সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যাপ্ত কিনা?

(খ-৩) কর্মসম্পাদনের সূচকসমূহের গণনাকৃত মূল্য

সূত্র: SAF

৩. কর্মসম্পাদনের সূচকসমূহের গণনাকৃত মূল্য

ক) আর্থিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সরকারি খাতে বিনিয়োগ যোগ্য?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি রেফারেন্স আইটেম ও সংযুক্তিসমূহ অধ্যায়নের মাধ্যমে এবং নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রকল্পের মূল্য পর্যালোচনা করুন।
  - আর্থিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সরকারি খাতে বিনিয়োগ যোগ্য?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: আর্থিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সরকারি খাতে বিনিয়োগ যোগ্য
  - না: আর্থিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সরকারি খাতে বিনিয়োগ যোগ্য নয়

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেম সমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন
  - ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
  - সংযোজনী: গণনা সিট
- নিচের অনুচ্ছেদগুলো সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - ৩. বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ
  - ৬. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ, ৬.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
  - ৯. ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ
  - ১০. বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

[পরামর্শ]

একটি প্রকল্পে সরকারি বিনিয়োগের নিমিত্তে এর মূল্য বিবেচনার প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত ম্যাট্রিক্সটি ব্যাবহার করা যেতে পারে।

ম্যাট্রিক্সটির বর্ণনা পৃষ্ঠা এ প্রদান করা হল:

CBA outcomes	EIRR < SDR ENPV < 0 EBCR < 1	EIRR >SDR ENPV > 0 EBCR > 1
FIRR < FDR FNPV < 0 FBCR < 1	**No GO**	**Go and Finance the gap**
FIRR > FDR FNPV > 0 FBCR <> 1	**GO and Tax or internalize the welfare cost**	**GO but No subsidies**

[Legend] EIRR: Economic Internal Rate of Return, FIRR: Financial Rate of Return on Investment, FDR: Financial Discount Rate, SDR: Social Discount Rate

৩-৪ অংশ- ২: সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা

অংশ ২- এ সেক্টর পরিকল্পনা ও সেক্টর বাজেটের প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করা হয়। নিচে এই অংশের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা হল:

- ২-১ সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা
  - (২-১-১) মূল্যায়নের সময় Sector Strategy paper (SSP)/Sector Action Plan (SAP) আছে কি না?
  - (২-১-২) Sector Strategy paper (SSP)/Sector Action Plan (SAP) সাথে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে মন্তব্য
  - (২-১-৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Sector Policy এবং Sector Results Framework) এবং Sector Policy ও SDG সম্পৃক্ত অন্যান্য দলিল পত্রের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মন্তব্য (যদি থাকে)।
- ২-২ বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা
  - (২-২-১) মূল্যায়নের সময় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) আছে কি না?
  - (২-২-২) বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) সাথে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে মন্তব্য
  - (২-২-৩) বাজেটের সাথে সংশ্লিষ্ট এমটিবিএফ (MTBF) এর সম্পৃক্ততার বিষয়ে মন্তব্য
  - (২-২-৪) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের বিষয়ে মন্তব্য

সারণি ১৭- এ অংশ ২- এ উল্লেখিত সেক্টর পলিসি ডকুমেন্টের তালিকা দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৭ সেক্টর মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পলিসি ডকুমেন্টস

	প্রধান সূত্র/বরাত	সহকারী সূত্র/বরাত
সেক্টর পরিকল্পনা	সেক্টর কৌশলপত্র সেক্টর একশন প্লান	- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (সেক্টর নীতি ও ফলাফল কাঠামো) - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বৈশিষ্ট্যাবলী - সেক্টর পরিকল্পনা/নীতি সম্পর্কিত দলিল (যেমন, বিদ্যুৎ খাত মাস্টার প্ল্যান)
সেক্টর বাজেট	বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনা	- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা) - মধ্যমেয়াদি-বাজেট কাঠামো - মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট - প্রকল্পের ব্রিফ (অননুমোদিত প্রকল্পের ব্যয়)

সূত্র: SIMPS

সেক্টর কৌশলপত্র এবং বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি বলতে কি বুঝায় *?*

পরিকল্পনা কমিশনের SPIMS প্রকল্পের আওতায় কতিপয় সেক্টরের জন্য 'সেক্টর কৌশলপত্র' এবং 'বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সম্পৃক্ততা বিষয়ক প্রশ্ন শুধু ঐসকল সেক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পরবর্তীতে অন্য কোন সেক্টরের SAP/SSP বা বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হলে সেসকল সেক্টরের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে।

সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper) কি? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত জাতীয় সামষ্টিক লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহকে সেক্টরের লক্ষ্য ও কৌশলে পরির্তন করার সরকারি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা Tool হচ্ছে সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper)। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সকল সেক্টরের জন্য জাতীয় (সামষ্টিক) লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে থাকে এবং এর জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) আছে । সেক্টর পর্যায়ের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহের জন্য বিস্তারিত ও কাঠামোগত উপাদান যোগ করে SSP এটাকে আরো উন্নত করবে যা প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমোদন এবং বিস্তৃত পরিসরে পরিকল্পনা, বাজেট ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে অবদান রাখবে।

Forword Based Estimates (FBE) হচ্ছে প্রকল্পসমূহের পরবর্তী দুই বছরের প্রাক্কলন বা প্রক্ষেপন যা ৩ বছরভিত্তিক MTBF এর বর্তমান বছরের বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এটি MYPIP প্রক্রিয়ার ADP ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ভবিষ্যৎ বরাদ্দ প্রস্তাবের জন্য MTBF Ceilling নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সূত্র: Strategy ADP Guidelines

(২-১) সেক্টর কৌশল/পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা:

গ্রিনবুক ২০২২ এর নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য এই অংশটি সম্পন্ন করুন।

- ৩.১.১(২) প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।

(২-১-১) মূল্যায়নের সময় Sector Strategy paper (SSP)/Sector Action Plan (SAP) এর প্রাপ্যতা

সূত্র: SAF

১) মূল্যায়নের সময় Sector Strategy paper (SSP)/Sector Action Plan (SAP) আছে কি না?

☐ হ্যাঁ, (২ ও ৩ এ যান)	☐ না, (সরাসরি ৩ এ যান)

- সংশ্লিষ্ট সেক্টরে সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper/Sector Action Plan) আছে কিনা যাচাই করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সেক্টর কৌশলপত্র (SSP/SAP) আছে
  - না: সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সেক্টর কৌশলপত্র (SSP/SAP) নেই
- হ্যাঁ হলে প্রথমে (২-১-২) এ যান এবং (২-১-৩) এ যান
- না হলে সরাসরি (২-১-৩) এ যান

সারণি ১৮- এ সেক্টর কৌশলপত্রের (Sector Strstegy Paper) মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে

সারণি ১৮ সেক্টর কৌশলপত্রের (Sector Strategy Paper) মূল উপাদান

পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change): প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের আউটকাম এবং আউটকাম অর্জনে বিশেষভাবে পূরণযোগ্য বিভিন্ন অনুমানসমূহের মাধ্যমে সেক্টরের লক্ষ্য অর্জন করার লেখচিত্রসহ বর্ণনা হচ্ছে পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change)।
সেক্টরের ফলাফল কাঠামো: সেক্টরের ফলাফল কাঠামো (SRF) সেক্টর পরিবর্তনের তত্ত্বে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের hierarchy তে তথ্য যোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন কিভাবে বাস্তবে পরিমাপ করা যায় তা দেখায় (যাচাই নির্দেশকসমূহের এবং সংশ্লিষ্ট অন্তর্বর্তী ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতিটি পর্যায়ের বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে)।

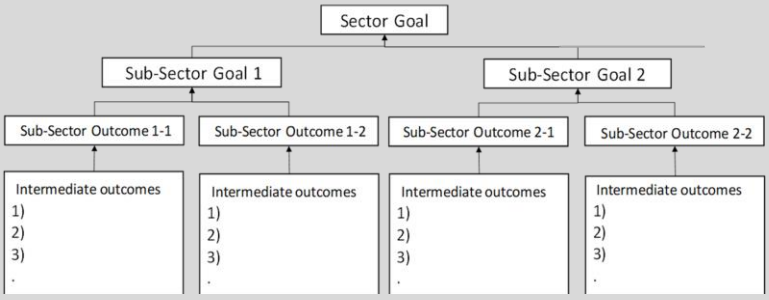

সূত্র: Strategic ADP Guidelines

(২-১-২) সেক্টর কৌশলপত্রের সাথে প্রকল্পের সম্পৃক্ততার বিষয়ে মন্তব্য/মতামত

সূত্র: SAF

২) Sector Strategy paper (SSP)/Sector Action Plan (SAP) সাথে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে মন্তব্য

ক) SSP/SAP- এ প্রকল্প সম্পর্কে বরাত/নির্দেশ (Reference)
প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সাথে SSP/SAP এর প্রাসঙ্গিক Sector Outcome ও Intermediate Outcome নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন
খ) ডিপিপিতে তথ্য সূত্র (Reference)
প্রস্তাবিত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্তরের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

ক) SSP/SAP- এ প্রকল্প সম্পর্কে নির্দেশ

- নিম্নের আইটেমগুলোর আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির প্রকল্প লক্ষ্য, SSP/SAP এর প্রাসঙ্গিক Sector Outcome ও Intermediate Outcome এর নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন
  - SSP/SAP এ প্রদত্ত পরিবর্তনের তত্ত্ব
  - সেক্টর কৌশলপত্রে প্রদত্ত সেক্টর ফলাফল কাঠামো/ সেক্টর ফলাফল ম্যাট্রিক্স

খ) ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্তরের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন, যা ডান পাশের চিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে।

	Narrative Summary (NS)	Objectively Verifiable Indicators (OVI)	Means of Verification (MV)	Important Assumptions (IA)
Project Goal (PG)	NS-PG	OVI-PG	MV-PG	
Project Purpose (PP)	NS-PP	OVI-PP	MV-PP	IA-PP
Output (OP)	NS-OP	OVI-OP	MV-OP	IA-OP
Input (IP)	NS-IP			IA-IP (Precondition)

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেমসমূহ দেখুন
  - ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা
  - ৭. প্রকল্প এলাকা
  - ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
  - ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য
  - ১৫. প্রকল্পের বিবরণ
  - ২৭. সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা
  - [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৩- বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (খ) প্রকল্পের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে তা বিবেচনা করে প্রকল্পের টার্গেট এর সম্পর্কে মন্তব্য লিখুন।
- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

(২-১-৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে মধ্যমেয়াদি সেক্টর পরিকল্পনা সংক্রান্ত দলিলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মন্তব্য

সূত্র: SAF

৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Sector Policy এবং Sector Results Framework) এবং Sector Policy ও SDG সম্পৃক্ত অন্যান্য দলিল পত্রের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মন্তব্য (যদি থাকে)।

ক) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কৌশল পরিকল্পনা/দলিলের Reference
SSP/SAP ছাড়া অন্যান্য কৌশলপত্র/পরিকল্পনা দলিলের প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক সংখ্যাসূচক লক্ষ্য, টার্গেট ও নির্দেশসমূহ উল্লেখ করুন।
খ) ডিপিপিতে তথ্য সূত্র (Reference)
প্রস্তাবিত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্তরের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

ক) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কৌশল পরিকল্পনা/দলিলের Reference

- নিচের তথ্যগুলোর আলোকে এবং সূচকসহ সেক্টর লক্ষ্য, প্রাসঙ্গিক Sector Outcome and Sector Intermediate Outcome সমূহ লিখুন।
  - বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০
  - প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)
  - পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
  - সেক্টর পলিসি সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র (যেমন, বিদ্যুৎ খাতের মাস্টার প্লায়ন)
  - SDGs

খ) ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্তরের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন, যা ডান পাশের চিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে।

	Narrative Summary (NS)	Objectively Verifiable Indicators (OVI)	Means of Verification (MV)	Important Assumptions (IA)
Project Goal (PG)	NS-PG	OVI-PG	MV-PG	
Project Purpose (PP)	NS-PP	OVI-PP	MV-PP	IA-PP
Output (OP)	NS-OP	OVI-OP	MV-OP	IA-OP
Input (IP)	NS-IP			IA-IP (Precondition)

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেমসমূহ দেখুন
  - ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা
  - ৭. প্রকল্প এলাকা
  - ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
  - ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য
  - ১৫. প্রকল্পের বিবরণ
  - ২৭. সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা
  - [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৩- বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (খ) প্রকল্পের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে তা বিবেচনা করে প্রকল্পের টার্গেট এর সম্পর্কে মন্তব্য লিখুন।
- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

২-২ বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা

গ্রিনবুক ২০২২ এর নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য এই অংশটি সম্পন্ন করুন।

- ৩.১.১(২) প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।

(২-২-১) মূল্যায়নের সময় বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি আছে কিনা?

সূত্র: SAF

১) মূল্যায়নের সময় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) আছে কি না?

☐ হ্যাঁ, (২ ও ৩ এ যান)	☐ না, (সরাসরি ৩ এ যান)

- মূল্যায়নের সময় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) আছে কি না?
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) আছে
  - না: সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) নেই
- হ্যাঁ হলে প্রথমে (২-২-২) তে যান এবং (২-২-৩) তে যান
- না হলে সরাসরি (২-২-৩) যান

বহুবার্ষিক সরকারি-বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির (MYPIP) প্রধান স্বাধীন বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদনসমূহ

MYPIP এর ৩ টি (তিন) প্রধান উপাদান রয়েছে যেমন: ১) সেক্টরের সীমা (Sector Ceiling); ২) আগাম ভিত্তি প্রাক্কলন; এবং ৩) সরকারি বাজেটের জন্য জন্য দাবিকৃত ও প্রাক্কলিত সম্পদের পার্থক্য/আর্থিক সংস্থান (Fiscal Space) এ অধ্যায়ে এ সমস্ত উপাদানের প্রতিটি বিষয় আরোও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হবে।

Sector Ceiling (সেক্টরের সীমা): মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে (MTBF) উন্নয়ন ব্যয়/খরচের জন্য নির্ধারিত খরচের সীমাকে Sector Celing বলা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আগাম ও তৎপরবর্তি দুই বছরের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খরচের প্রাক্কলন করে থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন খরচের সীমা (Ceiling) একত্রিত করে উন্নয়ন খরচের সীমা (Ceiling) হিসাব করা হয়ে থাকে।

আগাম ভিত্তি প্রাক্কলন (FBE's): FBEs হচ্ছে চমলান/বিদ্যমান প্রকল্পসমূহের ভবিষ্যৎ খরচের নির্ভুল, বিশ্বাসযোগ্য ও সর্বশেষ প্রাক্কলিত ব্যয়। MYPIP নির্দেশিকা এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প সমূহের ভবিষ্যৎ খরচ প্রধান দুইটি উপাদান/অংশের ভিত্তিতে প্রাক্কলন করে থাকে: ১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত প্রকল্প ব্যয়ের তথ্য এবং ২) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিলেখা (Indicative Expenditure Profile) বলতে, সমজাতীয় প্রকল্পের ব্যয়ের সাধারণ ধারাকে বোঝায়।

Fiscal Space (দাবিকৃত ও প্রাক্কলিত সম্পদের পার্থক্য: সেক্টরের সীমা থেকে FBE বিয়োগ করে Fiscal Space হিসাব/নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

উৎস: Strategic ADP Guidelines

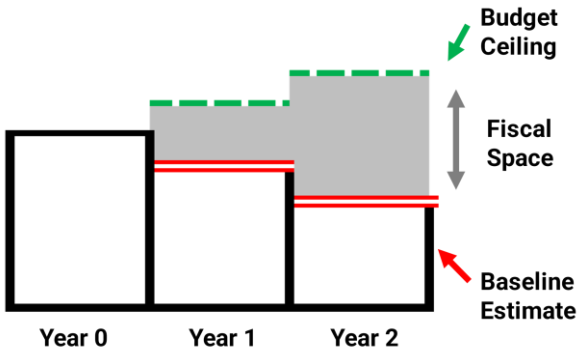

(২-২-২) বহবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পের সম্পৃক্ততা বিষয়ে মন্তব্য

সূত্র: SAF

২) বহবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) সাথে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে মন্তব্য

ক) MYPIP এর তথ্য সূত্র (Reference)- চলতি বছর ও পরবর্তী ২ বছরের Fiscal Space উল্লেখ করুন।*

	বর্তমান অর্থ-বছর	পরবর্তী প্রথম অর্থ-বছর	পরবর্তী দ্বিতীয় অর্থ-বছর	
ক) বাজেট সীমা				
খ) Forward Baseline Estimate				
গ) Fiscal Space (গ = ক-খ)				
ঘ) এই সেক্টরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়**				
ঙ) স্থিতি (ঙ = গ-ঘ)				

খ) ডিপিপিতে Reference : প্রকল্পটির বছরভিত্তিক ব্যয় উল্লেখ করুন

	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫	বছর ৬
[কপি] ৬.২ প্রকল্পটির বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়						

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

* ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এর তথ্য AMS থেকে নেয়া যাবে
** একই সেক্টরে অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়।

ক) MYPIP এর তথ্য সূত্র (Reference)

- নিচের তথ্যগুলির আলোকে চলতি বছর ও পরবর্তী ২ বছরের অর্থায়নের সামর্থ্য (Fiscal Space) উল্লেখ করুন
  - ক) বাজেট সীমা (Budget Ceiling)
  - খ) আগাম ভিত্তি প্রাক্কলন (Forward Baseline Estimate)
  - গ) অর্থায়নের সামর্থ্য (গ = ক - খ)
  - ঘ) এই সেক্টরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়
  - ঙ) স্থিতি (ঙ = গ - ঘ)
- ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এর তথ্য AMS থেকে নেয়া যাবে
- (ঘ) এর জন্য, একই খাতে অনুমোদিত সকল প্রকল্পের বছরভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় যোগ করুন।

খ) ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- ডিপিপি আইটেম ৬.২ থেকে প্রকল্পটির বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় কপি করুন, যা নিচে চিত্রিত করা হয়েছে।

৬.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)=(২)+(৩)+(৪)*
মোট				

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- প্রকল্পের ব্যয় কতটা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের মধ্যে ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা সেক্টর বাজেট পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক কিনা সে সংক্রান্ত মন্তব্যগুলি লিখুন।
- যদি অর্থায়নের সামর্থ্য নেতিবাচক হয়, তাহলে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অর্থায়নের উপায় মূল্যায়ন করুন।

(২-২-৩) বাজেটের সাথে সংশ্লিষ্ট এমটিবিএফ (MTBF) এর সম্পৃক্ততার বিষয়ে মন্তব্য

সূত্র: SAF

৩) বাজেটের সাথে সংশ্লিষ্ট এমটিবিএফ (MTBF) এর সম্পৃক্ততার বিষয়ে মন্তব্য

ক) ডিপিপির Reference: ডিপিপিতে সংযোজনী ৭ এর সারি ১২ উল্লেখ করুন
খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

ক) MTBF এর Reference

- MTBF/ MBF থেকে নিচের তথ্যগুলি লিখুন
  - MTBF- এ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ এবং প্রক্ষেপণ

খ) ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

সংযোজনী ৭ এর সারি ৭ থেকে ১২ পর্যন্ত তথ্যগুলি কপি করুন, যা নিচের চিত্রিত করা হয়েছে।

৬.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রক্ষেপিত সম্পদের পরিমাণ (চলতি মূল্যে)	:			
৭.	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ও প্রক্ষেপণ	:			
৮.	এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী বরাদ্দ প্রয়োজন	:			
৯.	ইতোমধ্যে অনুমোদিত প্রকল্প (এখনো এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত হয়নি) এবং পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্পের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ (ক) অনুমোদিত প্রকল্প (??টি) (খ) পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প (??টি)	: :			
১০.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ	:			
১১.	মোট বরাদ্দ প্রয়োজন [৮, ৯ ও ১০ নং ক্রমিকের যোগফল]	:			
১২.	Fiscal Space (অর্থায়নের সামর্থ্য) [৭ ও ১১ নং ক্রমিকের বিয়োগফল]	:			

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- প্রকল্পের ব্যয় কতটা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের মধ্যে ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা সেক্টর বাজেট পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক কিনা সে সংক্রান্ত মন্তব্যগুলি লিখুন।
- যদি অর্থায়নের সামর্থ্য নেতিবাচক হয়, তাহলে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্তাহ্যনের উপায় মূল্যায়ন করুন।

(২-২-৪) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের বিষয়ে মন্তব্য

সূত্র: SAF

৪) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের বিষয়ে মন্তব্য

ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প
খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প

- প্রাসঙ্গিক সেক্টরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজপাতা থেকে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পগুলি উল্লেখ করুন

উদাহরণস্বরূপ:

সংস্থা: ১৩৩০০৪৭০০-বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) (৫টি প্রকল্প)

৯	ঢাকা পবিস-৪ এর আওতাধীন ওভারহেড বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থাকে ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থায় রুপান্তর (পর্যায়-১) (এপ্রিল ২০২৩-মার্চ ২০২৮)	১৫৪৫০৩.০০	উচ্চ
১০	বাপবিবো'র বিতরণ নেটওয়ার্কে ১৩ টি পল্লীবিদ্যুৎ সমিতিতে SCADA সিস্টেম স্থাপন (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬)	৩৮০০০.০০	উচ্চ
১১	জনসম্পৃক্ত এলাকায় বাপবিবো'র ঝুকিপূর্ণ বিতরণ লাইন পুন:নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৭)	৩৪৮৫০০.০০	উচ্চ
১২	দারিদ্র বিমোচন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬)	৫০০০.০০	মধ্যম
১৩	বাপবিবো'র আওতায় গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৭)	৩০০০০০.০০	উচ্চ

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- অন্যান্য অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাজেটের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মন্তব্য লিখুন।
- যদি প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় একটি "উচ্চ" অগ্রাধিকার প্রকল্প না হয়, তাহলে সেক্টর বিভাগ চলমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে অনুমোদনের জন্য এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সুপারিশ করবে কিনা তা বিবেচনা করবে।

৩-৫ অংশ ৩: প্রকল্পের জনবল কাঠামো

গ্রিনবুক ২০২২ এর নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য এই অংশটি পূরণ করুন।

- ৩.১.১(৫) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের ধরণ ও সংখ্যা জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে এবং বিষয়টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় নিশ্চিত করতে হবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.১৪)।

পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগে ডিপিপি প্রেরণের আগে মন্ত্রণালয়/বিভাগে জনবল সংক্রান্ত আলোচনা করা হয় এবং জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা আয়োজিত হয়। ম্যানুয়ালের এই অংশে SAF এর অংশ ৩, "জনবলের প্রাসঙ্গিকতা" সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রকল্প মূল্যায়নে জনবল সংক্রান্ত পক্ষপাতিত্ব এড়াতে তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে জনবল সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা।

প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ কমিটির কার্যপরিধি
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর ২২-০১-২০০৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং মপবি/ক: বি: শা: সক -০১/২০০৩/২৮ অনুযায়ী, "মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবলের সংখ্যা নির্ধারনের জন্য নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
১) অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, আহবায়ক;
২) যুগ্ম-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সদস্য;
৩) যুগ্ম-সচিব, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সদস্য।
কমিটির কার্যপরিধি: কমিটি প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে পদ/লোকবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

প্রকল্পের ধরণ/প্রকৃতি, এবং পদ/জনবলের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য, PEC সভায় প্রকল্প প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করবে। PEC সভার কার্যপত্রে এই বিষয়ে একটি বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

এই অংশে জনবল দুটি প্রেক্ষিতে পুনঃনিরীক্ষণ করা হবে যেমন: ১) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল এবং ২) প্রকল্প পরিচালনার সময়ের জনবল।

এই অংশে মোট ৩ টি উপ-অংশ রয়েছে

১. প্রকল্পের জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদির নিশ্চিতকরণ
২. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল
   - ১) জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মন্তব্য (জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী ও এতদসংক্রান্ত অবস্থানপত্র বিশ্লেষণ প্রতিবেদন)
   - ২) প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পিত জনবল
৩. প্রকল্প পরিচালনার সময় জনবল (O&M)
   - ১) জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মন্তব্য
   - ২) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত জনবলের পরিকল্পিত কাঠামো

৩-১ প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য নিশ্চিতকরণ

[প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়]

- জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক জনবল নির্ধারিত হয়ে থাকলে, **ডিপিপি'র সংযোজনী ২ এবং অবস্থানপত্র বিশ্লেষণ প্রতিবেদন** থেকে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যাবে
  - প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো
  - পদসমূহ (প্রেষণ, সরাসরি নিয়োগ, আউটসোর্সিং)
  - জনবল সংক্রান্ত ব্যয়
  - জনবল কাঠামো প্রণয়নের প্রস্তাবিত তারিখ/নিয়োগদানের তারিখ
  - কেন্দ্র/স্থানীয়ভাবে জনবলের বিভাজন
  - কাজের/দায়িত্বের পরিমাণের ভারসাম্য
  - কারিগরি চাহিদাদি

অবস্থান বিশ্লেষণ পত্র কি?

অবস্থা বিশ্লেষণ পত্র হলো সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের চাহিদা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা। এ প্রস্তাবনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল বিন্যাস, সমজাতীয় প্রকল্পের জনবল কাঠামোর সাথে তুলনা, সংস্থার জনবল কাঠামো এবং উক্ত কাঠামো হতে প্রকল্পের জন্য জনবলের প্রাপ্যতা ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। জনবল নির্ধারণ কমিটি সংস্থা প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একটি যৌক্তিক জনবল কাঠামো সুপারিশ করে।

[পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময়]

- ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অধ্যয়ন করে জনবল সংক্রান্ত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের তথ্য তথ্যগুলি পাওয়া যায়
  - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব
  - প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো
  - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সংশ্লিষ্টতা
  - প্রয়োজনীয় কারিগরি বিষয়সমূহ
  - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেটের উৎস

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন।
  - ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা?
  - ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.)
  - সংযুক্তি: Exit Plan/ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল
- নিচের অনুচ্ছেদগুলো সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - ৭. মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা
  - ৮. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ

৩-২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল

গ্রিনবুক ২০২২ এর নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য এই অংশটি সম্পন্ন করুন।

-৩.১.১(২) প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।

- ৩.১.১(৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

(৩-২-১) বিভিন্ন আঙ্গিকে জনবল প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ ও মন্তব্য

সূত্র: SAF

১) জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মন্তব্য (জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী ও এতদসংক্রান্ত অবস্থানপত্র বিশ্লেষণ প্রতিবেদন দেখুন)

- জনবল নির্ধারণ কমিটির মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জনবল কাঠামো যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করুন
  - যখন জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন এর কার্যবিবরণী এবং রেফারেন্স নথিসমূহ মন্তব্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। জনবল নির্ধারণের জন্য অবস্থান বিশ্লেষণ প্রতিবেদন থেকেও মন্তব্য পাওয়া যেতে পারে।

(৩-২-২) প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোর উপর অর্থ বিভাগের মতামত

- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করুন এবং নিম্নলিখিত সাতটি দিক বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের প্রস্তাবিত সুযোগ এবং বাজেট বিবেচনাপূর্বক মন্তব্য প্রদান করুন: ১) জনবল কাঠামোর; ২) নিয়োগ পদ্ধতি, ৩) ব্যয়, ৪) যোগদানের তারিখ; ৫) জনবলের বিভাজন; ৬) দায়িত্বের পরিমাণের ভারসাম্য; ৭) কারিগরি চাহিদা। সারণি ১৯- এ প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জনবল কাঠামো পর্যালোচনা এবং সংশোধন করার জন্য মন্তব্য প্রদান করুন।
  - (ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং আউটপুটগুলির পরিধির সাথে সম্পর্কিত পরিবর্তন: SAF এর অংশ ২ "সেক্টর পরিকল্পনা এবং বাজেটের প্রাসঙ্গিকতা" এ প্রকল্পটি মূল্যায়ন করার পরে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের পরিধি পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে পারে। ফলে, জনবল কাঠামোর পর্যালোচনা প্রয়োজন হবে। প্রকল্পে প্রত্যাশিত ফলাফলের পরিধি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পরামর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়নকালীন জনবল কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে হবে।
  - (খ) বাজেট এবং ইনপুটের পরিধির সাথে সম্পর্কিত পরিবর্তন: SAF এর অংশ ২ "সেক্টর পরিকল্পনা এবং বাজেটের প্রাসঙ্গিকতা" এ প্রকল্পটির মূল্যায়ন করার পরে, বাজেটের সুযোগ/বরাদ্দ পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে পারে। ফলে, জনবল কাঠামোর পর্যালোচনা প্রয়োজন হবে। জনবল কাঠামো প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেয়া প্রয়োজন এবং সম্ভব হলে, জনবল বাজেটের জন্য আনুমানিক বাজেট বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট হিসাবে তা প্রণয়ন করা উচিত।

সারণি ১৯ প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবল প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

	প্রেক্ষাপট	বিশ্লেষণ
১	প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো	প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে জনবল কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করবেন। প্রস্তাবিত কাঠামো প্রকল্পের পরিধি, এলাকা, বাস্তবায়নকালীন ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি প্রয়োজনীয়তার সাথে আবশ্যিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
২	পদ (প্রেষণ, সরাসরি নিয়োগ, আউটসোর্সিং)	প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রস্তাবিত পদের ধরন এবং নিয়োগ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করবেন। বর্তমানে প্রকল্পের জনবল নিয়োগ/পদায়নের তিন ধরনের পদ্ধতি বিদ্যমান: ১) প্রেষণ, ২) সরাসরি নিয়োগ, ৩) আউটসোর্সিং।
৩	ব্যয়	প্রকল্প মূল্যায়নকারী জনবল খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় পর্যালোচনা করবেন। এক্ষেত্রে সমজাতীয় প্রকল্পের ব্যয়ের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় তুলনা করা যেতে পারে। যেহেতু জনবল নির্ধারণ কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন সেহেতু জনবল কমিটির সভার কার্যপত্র/কার্যবিবরণী রেফারেন্স হিসেবে দেখা যেতে পারে।
৪	জনবল পদায়নের প্রত্যাশিত তারিখ	অনেক প্রকল্পে জনবল নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে অত্যধিক সময়ক্ষেপণ হয়। অতএব জনবল নিয়োগ/পদায়নের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট সময়/তারিখ উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।
৫	কেন্দ্রীয়/স্থানীয় ভিত্তিতে জনবল বণ্টন	প্রকল্প মূল্যায়নকারী কেন্দ্রীয় (সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ) এবং স্থানীয় (প্রকল্প এলাকায়) পর্যায়ে জনবলের সুষম পদায়নের প্রস্তাব যাচাই করবেন। জনবলের ভারসাম্যহীন পদায়ন প্রকল্পের দক্ষ বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। যেহেতু প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ের তুলনায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক জনবল পদায়নের প্রবণতা থাকে সেহেতু প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রকল্পের দক্ষতা নিশ্চিত করার

	প্রেক্ষাপট	বিশ্লেষণ
		লক্ষ্যে সুষম জনবল বন্টনের বিষয়টি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।
৬	ভারসাম্যপূর্ণ কর্মবণ্টন	প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রকল্পের জনবলের কর্মবন্টন তালিকা ভারসাম্যপূর্ণ কিনা যাচাই করবেন। যাতে প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা নিশ্চিত করা যায়।
৭	কারিগরি চাহিদা	প্রকল্পের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মূল্যায়নকারী কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করবেন।

৩-৩ পরিচালন জনবল

গ্রিনবুক ২০২২ এর নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য এই অংশটি সম্পন্ন করুন।

- ৩.১.১(২) প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.১(৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

প্রকল্প সমাপ্তির পর এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবলের সংস্থান পর্যালোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক প্রকল্পেই এ বিষয়টি পরিকল্পনা স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এর ফলে প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতা ব্যহত হয় এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হয় না।

প্রকল্পের প্রাথমিক পরিকল্পনা অর্থাৎ ডিপিপি প্রণয়ন পর্যায়ে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও স্থায়িত্বশীলতার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দুরূহ। তবে প্রকল্প প্রণয়নের সময় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। জনবল কাঠামো প্রণয়নের সময় কোন প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে তা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, কারণ দক্ষ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করতে সক্ষম।

(৩-৩-১) জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মন্তব্য

সূত্র: SAF

১) জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মন্তব্য (জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী ও এতদসংক্রান্ত অবস্থানপত্র বিশ্লেষণ প্রতিবেদন দেখুন)

- জনবল নির্ধারণ কমিটির মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল কাঠামো যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করুন।

(৩-৩-২) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত জনবলের পরিকল্পিত কাঠামো

- অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করুন এবং নিম্নলিখিত পাঁচটি দিক বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের প্রস্তাবিত সুযোগ এবং বাজেট বিবেচনা করে মন্তব্য প্রদান করুন: ১) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের; ২) সাংগঠনিক কাঠামোর; ৩) পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সংশ্লিষ্টতা; ৪) কারিগরি চাহিদাদি; এবং ৫) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট উৎস; এবং ৭) অন্যান্য।

- সারণি ২০- এ প্রতিটি দিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- দুটি ক্ষেত্রে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল কাঠামো পর্যালোচনা এবং সংশোধন করার জন্য মন্তব্য প্রদান করুন, একই বিষয় ৩-২-২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সারণি ২০ প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল কাঠামো বিশ্লেষণ

	বিষয়	ব্যাখ্যা
১	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব	প্রকল্প মূল্যায়নকারী পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কোন প্রতিষ্ঠান/গ্রুপের উপর অর্পিত হবে তা যাচাই করবেন। একই সাথে কোন প্রতিষ্ঠান/গ্রুপ বিদ্যমান আছে কিনা অথবা নতুন করে গঠিত হবে কিনা তা যাচাই করবেন।
২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	প্রকল্প মূল্যায়নকারী পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠান/গ্রুপের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যাচাই করবেন। যদি প্রতিষ্ঠান/গ্রুপ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তুতি ও সক্ষমতা আছে কিনা এবং অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। যদি দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতে হয়, তাহলে জনবল নিয়োগের মৌলিক শর্তাবলি ও নিয়োগদানের সময়সূচি যাচাই করতে হবে। যদি প্রকল্প সমাপ্তির পর শুধু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে এটি প্রকল্পের পরিধি ও কার্যক্রমের অংশ কিনা তা যাচাই করতে হবে। সামগ্রিক বিষয় পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে
৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সম্পৃক্ততা	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সম্পৃক্ততা যাচাই করতে হবে। যদি কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ দ্বারা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনা থাকে, তাহলে সরকারের সম্পৃক্ততা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যদি সরকারের দায়িত্ব উপদেশমূলক হয় অথবা সরকার যদি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পূর্ণ বা আংশিক আউটসোর্সিং করে তাহলে সরকারের আর্থিক/প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রেও আর্থিক বিষয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।
৪	প্রয়োজনীয় কারিগরি বিষয়াদি	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কারিগরি বিষয়াদি ও জনবল কাঠামো প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণে সহায়ক হতে হবে। প্রকল্প মূল্যায়নকারী পরীক্ষা করে দেখবেন যে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান/গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা। যদি পরিচালনার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের কারিগরি/ব্যবস্থাপনা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রকল্পের আওতায় রাখা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
৫	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট	প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল নিয়োগ করা হলে রাজস্ব বাজেটে কি প্রভাব পড়বে তা পরীক্ষা করবেন।

আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা

সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) এ প্রকল্প মূল্যানকারী ডিপিপি'র অনুচ্ছেদ ১৩. ও ৩১. এবং ৩২.১ পরীক্ষা করবেন এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাসমূহ প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে তা ব্যাখ্যা করবেন।

এই বিষয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প যাচাই পর্যায়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যেহেতু আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা সরাসরি রাজস্ব বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত, তাই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ সেক্টর ডিভিশন পুনঃনিশ্চিত করবে। ব্যয়ের বিষয়টি যেহেতু জনবলের সাথে সম্পৃক্ত; সেহেতু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিষয়টি ব্যবস্থাপনা ব্যয়সহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩-৬ অংশ: ৪ ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা

গ্রিনবুক ২০২২ এর নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য এই অংশটি পূরণ করুন।

- ৩.১.১(২) প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.১(৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
- ৩.১.১(৬) পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ববর্তী পর্যায়ে সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কিংবা বিশেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করতে হবে। তবে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমের জন্য ক্রমাগতভাবে পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ না করে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ৩.১.১(৯) প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.৮.৩) । তবে এ দু'টি খাতে সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রকল্পের প্রকৃতি ও কলেবর বিবেচনায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- ৩.১.৪ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬' এবং 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার পরে মন্ত্রণালয়/বিভাগে এবং ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটিতে ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। ম্যানুয়ালের এই অংশে SAF এর অংশ ৪, "ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা" সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রকল্প মূল্যায়ন ব্যয় সংক্রান্ত পক্ষপাতিত্ব এড়াতে তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা।

এই অংশে মোট ৪ টি উপ-অংশ রয়েছে

১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন
২) প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি
৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি
৪) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্কলন

যদিও এই বিষয়গুলি মন্ত্রনালয়ের প্রকল্প যাচাইয়ের মাধ্যমে যাচাই করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবে প্রকল্পের ব্যয় সরাসরি সেক্টর বাজেট কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় এই অংশে ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে, সেক্টর ডিভিশনের জন্য স্বাধীনভাবে প্রকল্প ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা পুনরায় নিশ্চিত করা হবে।

(৪-১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন

সূত্র: SAF

১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন

- পরিকল্পিত আউটপুট সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুটসমূহের ব্যয় বাদ দিয়ে কি প্রকল্পের ব্যয় কম দেখানো হয়েছে?
- পরিকল্পিত আউটপুট সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নয় এমন আইটেম যোগ করে কি প্রকল্পের ব্যয় বেশি দেখানো হয়েছে?
- প্রকল্পের আউটপুট অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ কি যৌক্তিক (অপেক্ষাকৃত কম ভূমি অধিগ্রহণ করে আউটপুট অর্জন সম্ভব কিনা)?
- শিডিউল আইটেমগুলোর ডিজাইন প্রদত্ত রেট অনুযায়ী করা হয়েছে কি?
- নন-শিডিউল আইটেমগুলোর ডিজাইন এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজারমূল্য বিবেচনা করে আইটেমভিত্তিক ইউনিট মূল্যের তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে কি?
- কারিগরি মানের বিবেচনায় প্রকল্পের ব্যয় কি বেশি বা কম দেখানো হয়েছে?

ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়ের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন পর্যালোচনা করুন

- পরিকল্পিত আউটপুট সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুটসমূহের ব্যয় বাদ দিয়ে কি প্রকল্পের ব্যয় কম দেখানো হয়েছে?
- পরিকল্পিত আউটপুট সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নয় এমন আইটেম যোগ করে কি প্রকল্পের ব্যয় বেশি দেখানো হয়েছে?
- প্রকল্পের আউটপুট অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ কি যৌক্তিক (অপেক্ষাকৃত কম ভূমি অধিগ্রহণ করে আউটপুট অর্জন সম্ভব কিনা)?
- সিডিউল আইটেমগুলোর ডিজাইন প্রদত্ত রেট অনুযায়ী করা হয়েছে কি?
- নন-সিডিউল আইটেমগুলোর ডিজাইন এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজারমূল্য বিবেচনা করে আইটেমভিত্তিক ইউনিট মূল্যের তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে কি?
- কারিগরি মানের বিবেচনায় প্রকল্পের ব্যয় কি বেশি বা কম দেখানো হয়েছে?

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন
  - ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সারসংক্ষেপ
  - ২০. আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ
  - ২১. সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ
  - ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ
  - ২৩. প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন- এর বর্ণনা
  - সংযোজনী ৫ (ক): প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ
  - সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার কার্যবিবরণী
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

(৪-২) প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি

সূত্র: SAF

২) প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি

- প্রস্তাবিত প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি কি সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে রয়েছে? - সমজাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় প্রস্তাবিত প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি কি যৌক্তিক?

ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সির আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি পর্যালোচনা করুন

- প্রস্তাবিত প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি কি সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে রয়েছে?
- সমজাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় প্রস্তাবিত প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি কি যৌক্তিক?

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন
  - ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সারসংক্ষেপ
  - ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ
  - সংযোজনী ৫ (ক): প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ
  - সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার কার্যবিবরণী
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

পরামর্শ: ব্যয় প্রাক্কলন সারণির রূপরেখা

- রাজস্ব অংশ (ক-টাকা): **সেবা** ক্রয়সহ
- মূলধন অংশ (খ- টাকা): **পণ্য** ও **পূর্তকাজ** ক্রয়সহ
- Physical contingency (গ- %): বর্তমানে **মোট ভৌত কাজের ২%** পর্যন্ত নির্ধারিত, এবং
- Price Contingency (ঘ-%): বর্তমানে **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের (ক+খ) ৮%** পর্যন্ত নির্ধারিত।

নিচের সারণিতে ক থেকে ঙ এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

ডিপিপি আইটেম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(লক্ষ টাকা)
ক	রাজস্ব অংশের উপমোট	৫০
খ	মূলধন অংশের উপমোট	১০০
	উপ-মোট (ক+খ)	১৫০
গ	Physical contingency (গ %) = খ * ২% = গ	২
ঘ	Price Contingency (ঘ%) = (ক+ খ) * ৮% = ঘ	১২
ঙ	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	১৬৪

(৪-৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি

সূত্র: SAF

৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি

- রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বিবেচনায় প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা কি যুক্তিসংগত?
- আর্থিক পরিকল্পনায় কি প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনার ব্যয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে হয়েছে?
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় কি প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে?

ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ব্যয়ের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

- ডিপিপি আইটেম ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ব্যয় পর্যালোচনা করুন

- রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বিবেচনায় প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা কি যুক্তিসংগত?
- আর্থিক পরিকল্পনায় কি প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনার ব্যয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে হয়েছে?
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় কি প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে?

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন
  - ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সারসংক্ষেপ
  - ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা?
  - ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণঃ
  - ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.)
  - সংযোজনী ৫- প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী
  - সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার কার্যবিবরণী
  - সংযুক্তি: পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা (এক্সিট প্ল্যান)
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx,yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।".

প্রকল্প সমাপ্তির পরে যানবাহন এবং সরঞ্জামাদির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত সংক্রান্ত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা করতে হবে।
(সূত্র: গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ৩.১.১(৩)

(৪-৪) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্কলন

সূত্র: SAF

৪) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্কলন

- সমজাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় কি যৌক্তিক? - প্রস্তাবিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় কি ভবিষ্যত পরিচালন (Operational) বাজেটে সংস্থান করা হয়েছে?	
ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয়ের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?	
☐ হ্যাঁ	☐ না (সংশোধন প্রয়োজন)
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

- ডিপিপি আইটেম ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় প্রাক্কলন পর্যালোচনা করুন

- সমজাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় কি যৌক্তিক?
- প্রস্তাবিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় কি ভবিষ্যত পরিচালন (Operational) বাজেটে সংস্থান করা হয়েছে?

- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন:
  - হ্যাঁ: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ

- নিম্নলিখিত ডিপিপি আইটেম চেক করুন
  - ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা?
  - ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.)
  - সংযুক্তি: পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা (এক্সিট প্ল্যান)
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী যাচাই করুন
  - সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪. কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

৩-৭ অংশ ৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদন্ড)

সেক্টর মূল্যায়নের ৫ম অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পাদিত যাচাই ফলাফল পর্যালোচনা করা (বিশেষ করে, MAF এর অংশ ৭: মূল্যায়নের মানদন্ড)। আশা করা হয় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প যাচাই কমিটির মাধ্যমে ডিপিপি'র মান নিশ্চিত করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ***মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেট*** ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পের মান যাচাই করে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প যাচাই এর জন্য MAF এ সুনির্দিষ্ট মানদন্ড রয়েছে।

SAF এর অংশ ৫- এ পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন মূল্যায়ন মানদন্ড ব্যবহার করে মন্ত্রণালয় যাচাই ফলাফল এবং ডিপিপি পর্যালোচনা করবে। এই অংশে সেক্টর ডিভিশন মূল্যায়ন মানদন্ড ব্যবহার করে ডিপিপি'র মান নিশ্চিতকরণের জন্য মন্তব্য প্রদান করবেন।

এই অংশে মোট ৬ টি উপ-অংশ রয়েছে

১. প্রাসঙ্গিকতা
২. কার্যকারিতা
৩. দক্ষতা
৪. প্রভাব
৫. স্থায়িত্বশীলতা
৬. পরিচালনাকালীন ঝুঁকি ও প্রশমনের উপায়/ব্যবস্থা

সারণি ২১- এ MAF এর অংশ ৭ এ উল্লিখিত "মূল্যায়ন মানদন্ড" এর মূল্যায়ন প্রশ্নগুলির সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ২১ MAF এর অংশ ৭ "মূল্যায়ন মানদন্ড" এর মূল্যায়ন প্রশ্নগুলির সার-সংক্ষেপ

অংশ	শিরোনাম	মানদন্ড	প্রশ্নসমূহ
৭	**মূল্যায়নের মানদন্ড**	**প্রাসঙ্গিকতা**	১) উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যতা: সরকার বা সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বিধৃত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পনা বা কর্মসূচিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভূক্ত আছে কি? প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কি সেগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ ২) আর্থিক সম্পদ এর সাথে সংগতি: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) এবং/অথবা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর সাথে সংগতি আছে কি? প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন কি নিশ্চিত করা হয়েছে? ৩) সুফলভোগী (Beneficiaries): প্রস্তাবিত প্রকল্পের সুফলভোগকারীগণকে কি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে? প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি সুফলভোগকারীগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? ৪) প্রকল্প এলাকা: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যে এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা?
		কার্যকারিতা	১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আউটপুটসমূহ কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে?
		দক্ষতা	১) প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা? ২) প্রকল্পের মেয়াদ যৌক্তিক কি না? মৌসুমি ও কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট অস্থিতির বিবেচনায় প্রকল্পের কর্ম/কার্য সম্পাদনের যে সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে তা যৌক্তিক কিনা? ৩) প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদন ও আউটপুটসমূহ অর্জনজনিত বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য যে মানব সম্পদ/জনবল এর সংস্থান রাখা হয়েছে, তা যথাযথ কিনা? ৪) প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদনে ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, সুবিধাদি ও প্রযুক্তি এর যে সংস্থান রাখা হয়েছে, তা যথাযথ কিনা? ৫) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোন নিয়ন্ত্রণযোগ্য/অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা? ৬) চিহ্নিত বাস্তবায়নকালীন ঝুঁকিসমূহ (৫ নং ক্রমিক) প্রশমনের জন্য কী কী প্রতিকার বিবেচনা করা হয়েছে?
		প্রভাব	৪.১ প্রভাব (ক) অর্জিত দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তৃত উন্নয়ন ফলাফলের সাথে সম্পৃক্ততা।

অংশ	শিরোনাম	মানদন্ড	প্রশ্নসমূহ
			দীর্ঘ এবং বিস্তৃত উন্নয়ন ফলাফলগুলো কি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বাস্তবে অর্জনযোগ্য? ৪.২ প্রভাব (খ) প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়ে প্রকল্পের পরোক্ষ প্রভাব (ইতিবাচক এবং নেতিবাচক) মূল্যায়ন করা। (১) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে: (১-১) নেতিবাচক প্রভাব (Negative Impact): প্রকল্পটির ফলে বা এর কর্মকান্ডের ফলে সমাজের উপর বা প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের উপায়গুলো বিবেচনা বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি? (১-২) ইতিবাচক প্রভাব (Positive Impact): প্রকল্পটির ফলে বা এর কর্মকান্ডের ফলে সমাজের উপর বা প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কোন ইতিবাচক উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা? (২) প্রকল্প পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনকালে: (২-১) নেতিবাচক প্রভাব (Negative Impact): প্রকল্পটির ফলে বা এর কর্মকান্ডের ফলে সমাজের উপর বা প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের উপায়গুলো বিবেচনা বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি? (২-২) ইতিবাচক প্রভাব (Positive Impact): প্রকল্পটির ফলে বা এর কর্মকান্ডের ফলে সমাজের উপর বা প্রাকৃতিক পরিবেশগত কোন ইতিবাচক উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা?
		স্থায়িত্বশীলতা	১) আর্থিক স্থিতিশীলতা: প্রকল্পটি সমাপ্তির পর এর অর্জিত ফলাফল বা সৃষ্ট সুবিধাদি ও সেবাসমূহ সংরক্ষণ এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদের সংস্থানসহ কোন প্রাথমিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা? ২) প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা: পরিকল্পনা মাফিক/অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল বা সৃষ্ট সুবিধাদি ও সেবা চলমান রাখার জন্য প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যথাযথ ও টেকসই কিনা? ৩) সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্থান রাখা হয় নাই এমন ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল বা সৃষ্ট সুবিধাদি ও সেবার কার্যকর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা বা গোষ্ঠীর উপর অর্পন করা হবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখসহ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে কিনা?
		পরিচালনাকালীন ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ	১) এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য অথবা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা যেগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর কিংবা প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল বা সৃষ্ট সুবিধাদি ও সেবা পরিচালনাকালীন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে? ২) পরিচালনাকালীন ঝুঁকিসমূহ প্রশমন করার জন্য কী কী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে?

সূত্র: Ministry Assessment Format (MAF)

(৫-১) প্রাসঙ্গিকতা

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নিচের টেবিলের প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।".

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যতা: সরকার বা সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বিধৃত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত আছে কি? প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কি সেগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ?	- প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত অর্জিতব্য উদ্দেশ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক/ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রাম এবং/অথবা সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/ সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP)- তে নির্ধারিত বৃহৎ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? - অন্যান্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে দেখানো যোগসূত্রসমূহ যথাযথ এবং প্রাসঙ্গিক কিনা? - প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য/উদ্দেশ্যের মূল সূচকগুলি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/ সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) এর রেফারেন্স সহ সরকারি খাত দ্বারা নির্ধারিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক কিনা? - প্রকল্পটির পরিধি সম্পূর্ণরূপে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যবন্টনের (AoB) আওতাভুক্ত কিনা? উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এর মিশন ও ভিশনের সাথে সম্পর্কিত কিনা? এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের আওতাভুক্ত কিনা?	[ডিপিপি] - ২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থা - ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা - ২.৩ সংশ্লিষ্ট বিভাগ - ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য - ১৫. প্রকল্পের বিবরণ - ২৭. সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা - ২৮.১ ও ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন এবং কার্যবণ্টন - ২৮.২- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের অ্যালোকেসন অব বিজনেস-এর সাথে প্রকল্পটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তার বিবরণ [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৩. বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ, (খ) প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা - ৮. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ
অর্থায়নের সাথে সামঞ্জস্যতা: প্রকল্পটির অর্থায়ন কি নিশ্চিত করা হয়েছে?	- অর্থায়নের উৎস: জিওবি, উন্নয়ন সহযোগী, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য? - অর্থায়নের কোন ধরণসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে? - প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ সেক্টর কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ, মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) এবং (MYPIP) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? - প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ যা নিচের টেবিলে ব্যাখা করা হয়েছে, তা ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? - প্রকল্প বাস্তবায়নকাল বিবেচনায় প্রদত্ত বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন যথাযথ কিনা? - প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন সেক্টরের বছরভিত্তিক আর্থিক সংস্থানের আলোকে যথাযথ কিনা? - প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (CCTF) বা অন্যান্য তহবিলের অধীনে চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং অপারেশনাল বাজেটের অধীনে চলমান কার্যাবলীর সাথে কোনও দৈত্বতা আছে কিনা?	[ডিপিপি] - ৬.৩- অর্থায়নের পরিকল্পনা (সংযোজনী ৭) - ১২.২ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনাঃ সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য - ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ: সংযোজনী ৫ - ২৪. ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule): সংযোজনী

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
সুফলভোগী: প্রকল্পের সুফলভোগী জনগোষ্ঠী কি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে? প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?	- সমস্যা, সমস্যার কারণ, সমস্যার সম্ভাব্য ক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? - এই প্রকল্পের সুফলভোগীদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? - সুফলভোগীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? - যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার বিবেচনায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে কিনা?	[ডিপিপি] - ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা - ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য - ১৫. প্রকল্পের বিবরণ - ১৬. জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৩. বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (খ) প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা (ঘ) অংশীজন ও চাহিদা বিশ্লেষণ
প্রকল্পের অবস্থান/ এলাকা: যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সে এলাকার/স্থানের বিদ্যমান অবস্থায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা?	- বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রকল্প এলাকার সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কিনা? - দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং বিদ্যমান, চলমান ও পাইপলাইন প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান এবং সুবিধাগুলোসহ সরকারি নীতিমালা ও Master Plan বিবেচনা করে নির্বাচিত প্রকল্প এলাকাটি কিভাবে ভৌগলিক অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেয় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কিনা? - নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা কিভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কিনা? - প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যমান, চলতি ও অপেক্ষমান প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাসমূহের সাথে সংযোগ দেখানোর জন্য একটি মানচিত্র ডিপিপি'র সাথে সংযুক্তি হিসাবে দেয়া যেতে পারে। - প্রস্তাবিত প্রকল্প এর সাথে চলমান এবং পাইপলাইনভুক্ত প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান এবং সুযোগ-সুবিধাগুলির যোগসূত্র প্রদর্শন করে, DPP-তে একটি মানচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? - কিভাবে প্রকল্পটি পরিবেশগত সুরক্ষিত এলাকার আওতাধীন নয়, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কিনা? - জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করে ডিপিপি-তে একটি ঝুঁকি মানচিত্র সংযুক্ত আছে কিনা? যেমন National Adaptation Plan- এ উল্লিখিত জলবায়ু সনবেদনশীল এলাকার সাথে সম্পর্ক। (সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ক) অবস্থান।) - যদি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উপ-প্রকল্প নির্বাচনের পরিকল্পনা থাকে তাহলে, উপ- প্রকল্প নির্বাচনের স্থান নির্বাচনের মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে হবে ।	[ডিপিপি] - ৭.১ প্রকল্প এলাকা - ৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা [সংযুক্তি] মানচিত্র [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৪ কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ; (ক) অবস্থান

(৫-২) কার্যকারিতা

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নিচের টেবিলের প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আউটপুটসমূহ কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে??	- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমজাতীয়/ একই আউটপুট বা অনুপস্থিত আউটপুট - প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথাযথ/প্রয়োজনীয় চাহিদার বাইরের আউটপুট	[ডিপিপি] - ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক - ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য - ১৫. প্রকল্পের বিবরণ [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৩. বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (গ) প্রকল্পের প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপ - ৪. কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (গ) আউটপুট পরিকল্পনা - ১০. বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

(৫-৩) দক্ষতা

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নিচের টেবিলের প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দক্ষতা পর্যালোচনা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
ব্যয় প্রাক্কলন: প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য কি না? একই প্রকৃতির অন্যান্য সমাপ্ত (বা অনুমোদিত) প্রকল্পের সাথে ব্যয়ের তুলনা।	- ব্যয় প্রাক্কলন প্রক্রিয়া যথাযথ কিনা? যেমন, estimation of contingency. - প্রকল্পের ধরণ/প্রকৃতির নিরিখে রাজস্ব ও মূলধন অংশের ব্যয়ের অনুপাত যুক্তিযুক্ত কিনা? - ব্যয় প্রাক্কলন প্রমিত মান/সর্বশেষ রেট/সাম্প্রতিক সিডিউল/বেতন স্কেল এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? - নন-সিডিউল আইটেমগুলোর (যেমন- মেডিক্যাল, আইসিটি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি/উপকরণ/পণ্য) ডিজাইনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজারমূল্য বিবেচনা অরে আইটেমভিত্তিক ইউনিট মূল্যের তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? - প্রকল্পের আইটেম ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন প্রমিত মান ও প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী যর্থার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা? - প্রধান আইটেমসমূহ ও এককসমূহ তুলনা যোগ্য কিনা? - সমজাতীয় প্রধান অংগসমূহের একক দরের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় যৌক্তিক কিনা? - দরের পার্থক্যের/ভিন্নতার কারণসমূহ যৌক্তিক কিনা? - একক দর প্রচলিত বাজার দর প্রতিফলিত করে কিনা?	[ডিপিপি] - ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সারসংক্ষেপ - ১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামোঃ বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী-২ - ১২.১ ক্রয় পরিকল্পনাঃ বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য - ২০. আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ - ২১. সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ - ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ: সংযোজনী ৫ (ক) ও ৫ (খ) দ্রষ্টব্য [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: প্রকল্পের মেয়াদ যৌক্তিক কিনা? মৌসুমি ও কর্মকান্ড/ কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি অস্থিতির বিবেচনায় প্রকল্পের কর্ম/কার্য তালিকা/সময়সূচি যৌক্তিক কিনা?	- একই ধরনের অন্যান্য সমাপ্ত/চলমান প্রকল্পের তুলনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল যথাযথ কিনা? - নিম্নের বিষয়গুলোর বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বাস্তবভিত্তিক কিনা? ➢ জমি অধিগ্রহণ/ ইউটিলিটি স্থানান্তর ➢ ক্রয়ের সময়সূচি ➢ মৌসুম পরিবর্তন	[ডিপিপি] - ৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১২.১ ক্রয় পরিকল্পনা: বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
	➢ প্রকল্প যাচাই এবং অনুমোদনের সময়সূচি ➢ তহবিলের প্রাপ্যতা - প্রকল্পের উদ্দেশ্যের অর্জনের অবস্থা বিবেচনা করে প্রকল্পের সমাপ্তির সময়সীমা বাস্তবসম্মত কিনা? - মৌসুম পরিবর্তনজনিত কার্যসম্পাদন অস্থিরতার বিবেচনায় ক্রয় পরিকল্পনায় প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন কাল এবং আউটপুট ওয়ারী সময়সীমা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?	- ১২.২ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনাঃ সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য সংযুক্তি: প্রকল্প কার্যক্রমের গ্যান্ট চার্ট [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ; (ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ
প্রকল্পের উপকরণ ও প্রযুক্তি: প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদনে ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সুবিধাদি ও প্রযুক্তি যথেষ্ট কিনা?	- স্পেসিফিকেসশন/ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি/নীতি, কারিগরি মান প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা? - প্রতিটি আইটেম/উপাদানের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি স্পেসিফিকেসশন/ডিজাইন পর্যাপ্ত কিনা? - প্রস্তাবিত উপকরণ, সরঞ্জাম, সুবিধা এবং প্রযুক্তিসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং আউটপুট অর্জনের জন্য যথেষ্ট কিনা? - প্রস্তাবিত প্রকল্পের সুবিধাসমূহ জলবায়ু ও দূর্যোগ সহিষ্ণু কিনা?	[ডিপিপি] - ১২.১ ক্রয় পরিকল্পনা: বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য - ২৩. প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন- এর বর্ণনা (পরিশিষ্ট আকারে প্রদান করা যেতে পারে) [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ; (খ) কারিগরি নকশা
জনবল: প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদন ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ/জনবল (Manpower) যথার্থ কিনা?	- অন্যান্য সমজাতীয় সমাপ্ত/চলতি প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের জনবল প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আউটপুট অর্জনের জন্য যথেষ্ট কিনা? - প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত আছে কিনা? - অর্থ বিভাগের* "জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার" সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল কাঠামোর নিরুপণ করা হয়েছে কিনা? - প্রয়োজনীয় দলিলাদি ডিপিপিতে সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?	[ডিপিপি] - ১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামো: বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী-২ - ১২.১ ক্রয় পরিকল্পনাঃ বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য [সংযুক্তি] অবস্থান বিশ্লেষণ প্রতিবেদন/ জনবল নির্ধারণ কমিটির কার্যপত্র [সংযুক্তি] জনবল নির্ধারণ কমিটির কার্যপত্র [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৭. মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা - ৮. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ
ঝুঁকিসমূহ: প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোন নিয়ন্ত্রণযোগ্য/অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা? উপরে চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ প্রশমনের জন্য কি কি প্রতিকার বিবেচনা করা হয়েছে?	- ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা) চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? - ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ অবস্থা) প্রশমনের উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা? এবং এগুলো প্রকল্পের কর্মকান্ড হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা? - ঝুঁকিসমূহ (বাহ্যিক অবস্থা) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের (আইটেম ১০.) "গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ" কলামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? - সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও উত্তম রীতি ও পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?	[ডিপিপি] - ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক - ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.) [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৩. বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (চ) SWOT Analysis - ৫. পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ - ৯. ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

(৫-৪) প্রভাব

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নিচের টেবিলের প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব পর্যালোচনা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
দীর্ঘ এবং বিস্তৃত উন্নয়ন ফলাফলগুলো কি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বাস্তবে অর্জনযোগ্য?	- দীর্ঘ এবং বিস্তৃত উন্নয়ন ফলাফলগুলো কি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?	[ডিপিপি] - ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক - ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য - ১৫. প্রকল্পের বিবরণ
প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনকালে: - প্রকল্পটির ফলে বা এর কর্মকান্ডের ফলে সমাজের উপর বা প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের উপায়গুলো বিবেচনা বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি? - প্রকল্পটির ফলে বা এর কর্মকান্ডের ফলে সমাজের উপর বা প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কোন ইতিবাচক উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা?	- এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? - প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা? - প্রস্তাবিত সুফলসমূহ নেতিবাচক সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা করে ডিজাইন করা হয়েছে কিনা?	[ডিপিপি] - ২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব, এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল - সংযুক্তি: জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৫. পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ - ৫.১. পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ

(৫-৫) স্থায়িত্বশীলতা

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নিচের টেবিলের প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতা পর্যালোচনা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
প্রাতষ্ঠানিক স্থায়িত্বশীলতা: প্রকল্পের সুবিধা/ ফলাফলসমূহ চলমান রাখার জন্য প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস কি টেকসই? প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক এক্তিয়ারভুক্ত কি?	- পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পরিকল্পনা/এক্সিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা? - O&M-এর জন্য দায়ী গ্রুপ/সংগঠন ইতিমধ্যেই বিদ্যমান আছে কিনা, বা এটি নতুন গঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে কিনা? - বিদ্যমান গ্রুপ/সংগঠন প্রকল্পের জন্য O&M -এর সাথে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত কিনা? - O&M এর জন্য সংস্থার সৃষ্টি প্রকল্পের পরিধি এবং কার্যক্রমের অংশ কিনা? - সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? - প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্বশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় O&M-এর জন্য বিধি ও প্রবিধান, নির্দেশিকা এবং ম্যানুয়াল সহজলভ্য (Available) এবং কার্যকরী কিনা? - প্রস্তাবিত সুবিধাগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টেকসই কিনা?	[ডিপিপি] - ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা? - ৩২. কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৩.১) - সংযুক্তি: Exit Plan/ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৭. মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা - ৮. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ
সাংগঠনিক স্থায়িত্বশীলতা: পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের কি পর্যাপ্ত জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা রয়েছে?	- পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পরিকল্পনা/এক্সিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা? - বিদ্যমান গ্রুপ/সংগঠন প্রকল্পের O&M কার্যাবলীর সাথে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত কিনা? - যদি O&M পরিচালনার জন্য সংস্থা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান থাকে, ➢ অতিরিক্ত জনবল প্রয়োজন কিনা? ➢ O&M-এর জন্য বিদ্যমান সংস্থার O&M পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি মোকাবেলা করার প্রস্তুতি আছে কিনা? - যদি O&M-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাটি বিশেষভাবে প্রকল্পের O&M পরিচালনার জন্য নতুন করে গঠন করা হয়, ➢ প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ বা জনবল নিয়োগ কার্যক্রম প্রকল্পের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা? - প্রস্তাবিত সুবিধাগুলো কারগরিভাবে টেকসই কিনা?	[ডিপিপি] - ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা? - ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.) - সংযুক্তি: Exit Plan/ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৭. মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা ৮. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ
আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা: প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রক্কল্পটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক সম্পদ সংক্রান্ত কোন সুস্পষ্টভিত্তির দালিলিক পরিকল্পনা আছে কি?	- পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) ব্যয় কার্যকরভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার পর্যাপ্ত অর্থায়ন রয়েছে কিনা?	[ডিপিপি] - ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা? - ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

	- পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)- এর জন্য আবর্তক বাজেটের প্রভাব চিহ্নিত/নির্ধারিত কিনা? - পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)- এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং জনবল বর্তমানে চলমান সমজাতীয়/অনুরুপ সুবিধা/কার্যক্রমের সাথে তুলনাপূর্বক পর্যাপ্ত পরিসেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট কিনা? - যেখানে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)- এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়, সেখানে DPP-তে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে কিনা? - পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)- এর উৎস ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা? - পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M)- এর বাজেট সুরক্ষিত কিনা? - প্রস্তাবিত সুবিধাগুলো আর্থিকভাবে টেকসই কিনা?	- ৩২. কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৩.১) - সংযুক্তি: Exit Plan/ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৪. কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন - ৬. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ

(৫-৬) পরিচালনাকালীন ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ

ক) মূল্যায়নের প্রশ্ন

- ডিপিপি আইটেম, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং নিচের টেবিলের প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতা পর্যালোচনা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
  - না: নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি

খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

প্রশ্নসমূহ	প্রেক্ষিত	ডিপিপি এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পয়েন্টের তথ্যসূত্র
প্রকল্পটি সমাপ্তির পর কোন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য অথবা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা যেগুলো প্রকল্পের ক্ষতি করতে পারে বা প্রকল্পের উপর প্রভাব ফেলতে পারে? উপরে চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ প্রতিকারের/মোকাবেলা করার জন্য কি কি প্রশমনমূলক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে?	- ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা) চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? - ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ অবস্থা) প্রশমনের উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা? এবং এগুলো প্রকল্পের কর্মকান্ড হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা? - সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও উত্তম রীতি ও পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?	- ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা? - ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.) - ৩২. কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৩.১) - সংযুক্তি: Exit Plan/ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল [সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন] - ৭. মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা - ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ; ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ - ৯. ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

[পরামর্শ]
নিম্নিলিখিত উপায়ে ঝুঁকিসমূহ পরীক্ষা করা যেতে পারে,
- প্রাতিষ্ঠানিক দিক/বিষয়: নীতি ও পরিকল্পনা, আইন এবং প্রশাসনিক বিধি ও নির্দেশাবলী
- আর্থিক দিক/বিষয়: ব্যয় ও তার উৎস, অর্থায়নের সামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনা
- সাংগঠনিক/কারিগরি দিক/বিষয়: জনবল ও তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দিক: পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রাকৃতিক পরিবর্তন

উদাহরণস্বরূপ,
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ব্যবহারের প্রকৃত মাত্রা থেকে প্রাথমিকভাবে অনুমিত মাত্রা কম।
- সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে বিলম্বের কারণে পরিচালন শুরু হতে দেরী হওয়া।
- রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত প্রযুক্তি সেকেলে হয়ে যাতে পারে এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ প্রাথমিক প্রাক্কলনের থেকে বেশি হয়ে যায়।

৩-৮ চেক সিট (পুনর্গঠিত ডিপিপি গ্রহণের পর)

কীভাবে প্রকল্প মূল্যায়নকারী চেক সিটের প্রতিটি অংশ পূরণ করবেন, তা এই অংশের মাধ্যমে প্রকল্প মূল্যায়নকারী বুঝতে পারবেন।

পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়ার পর,

- পুনর্গঠিত ডিপিপি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা আয়োজন করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন,
  - হ্যাঁ, পুনর্গঠিত ডিপিপি পরীক্ষা করতে SAF ব্যবহার করুন।
  - না, SAF-এর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে শেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে চেক সিট ব্যবহার করুন।

৩-৮-১ ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি

সূত্র: SAF

১. ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি

গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
অনুচ্ছেদ ৩.১.১০- পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের প্রয়োজন হলে সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়োজন হলে পিইসি কর্তৃক গঠিত ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি কার্যবিবরণী/সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তা সম্পন্ন করবে এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে। যুক্তিযুক্তকৃত ব্যয় প্রাক্কলন প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ তা ডিপিপি'তে প্রতিফলনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব না হলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাসহ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা না হলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আগ্রহী নয় বলে বিবেচিত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে বিলম্বের যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক ডিপিপি প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে তা প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে।
ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
• সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার কার্যবিবরণী • সংযুক্তি: পিইসি সভার কার্যবিবরণী • সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের পর সংস্থার প্রতিক্রিয়া

ক) শেষ পিইসি সভায় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল?	
☐ হ্যাঁ (খ-১ এ যান)	☐ না (গ তে যান)
খ-১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি ডিপিপি পুনর্গঠিত হয়েছিল?	
☐ হ্যাঁ (খ-২ এ যান) (সভার তারিখ উল্লেখ করুন))	☐ না (ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি সভা আয়োজন করুন)
সভার তারিখ	
খ-২) যদি খ-১ এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে, সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি?	
☐ হ্যাঁ (গ তে যান ও সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)	☐ না (সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র সংযুক্ত করুন)
সংযুক্তি নং: () কার্যবিবরণী	সংযুক্তি নং: () কার্যপত্র
গ) মন্তব্য ও পরামর্শ	

সর্বশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সমস্ত সিদ্ধান্ত পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার আগে, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা বা প্রয়োজন কিনা তা নিশ্চিত করুন।

গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ৩.১.১০ এ উল্লেখ আছে যে, "বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়োজন হলে পিইসি কর্তৃক গঠিত ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি তা সম্পন্ন করবে"

ক) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত

- সর্বশেষ PEC সভার কার্যবিবরণীর আলোকে PEC সভায় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিনা তা যাচাই করুন।
  - হ্যাঁ: পিইসি সভায় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল
  - না: পিইসি সভায় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়নি
- উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রশ্ন খ-১ এ যান।
- উত্তর না হলে, খ-১ খ-২ এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যান এবং প্রশ্ন গ)- তে যান।

খ-১) কমিটির সিদ্ধান্ত

- ডিপিপি'র সংযুক্তি হিসেবে সংযুক্ত "ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী" দেখে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন
- দু'টি থেকে একটি নির্বাচন করুন
  - হ্যাঁ: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠিত হয়েছিল
  - না: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠিত হয়নি
- উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রশ্ন খ-২ এ যান
- উত্তর না হলে, খ-২ এড়িয়ে গ) তে যান
  - ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভার আয়োজনের অনুরোধ করুন এবং ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের পরামর্শ প্রদান করুন।

খ-২) রেকর্ড

- ডিপিপি'তে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র এর সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন।

গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- স্পষ্ট Option বা বিকল্প পরামর্শ প্রদান করুন; xxx, yyy এর আলোকে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং xxx পরিবর্তন করে zzz লিখা যেতে পারে।"

উদাহরণ: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত যাচাই করার জন্য, " ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী" ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে। মূল্যায়ন কমিটি সভায় এ বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

৩-৮-২ পুনর্গঠিত ডিপিপি'র জন্য প্রযোজ্য

সূত্র: SAF

নির্দেশনা:

- SAF অনুসরণ করে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার সকল মন্তব্য ও পরামর্শ পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।
- প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে প্রতিফলিত হলে, "হ্যাঁ" বক্সে টিক দিন।
- প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি রিকাস্ট ডিপিপি-তে প্রতিফলিত না হলে, "না" বক্সে টিক দিন এবং মন্তব্য এবং পরামর্শ দিন।
- SAF এর প্রাসঙ্গিক অংশে কোন মন্তব্য এবং পরামর্শ না থাকলে, "প্রযোজ্য নয়" বক্সে টিক দিন।

- সিদ্ধান্ত প্রতিপালন সারণি, ডিপিপি'র প্রাসঙ্গিক আইটেম এবং সংযোজনী/সংযুক্তিসমূহ দেখে, SAF -এর উপর ভিত্তি করে নেয়া মূল্যায়ন কমিটির সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শ পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।
  - হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে
  - না, প্রয়োজনীয় মন্তব্যগুলি পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রতিফলিত হয়নি।
    - ➢ এক্ষেত্রে, মন্তব্য এবং পরামর্শ প্রদান করুন, যেমন "মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নেয়া হয়নি। মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডিপিপি'র প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পুনর্গঠন করুন। যদি প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পুনর্গঠন করা কঠিন হয়, সেক্ষেত্রে, যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করুন।"
  - SAF এর সংশ্লিষ্ট অংশে কোন মন্তব্য এবং পরামর্শ না থাকলে "প্রযোজ্য নয়" বক্সে টিক দিন।

স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্প

কার্যক্রম বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২৪